# বিবেক-চূড়ামণি

॥ শ্রীহরিঃ ॥

# সূচীপত্র

# পুষ্পাঞ্জলি

জিন সন্তত সদ্‌জ্ঞান-সুধা-সুরসরী বহাঈ।
লেকর তর্ক-ত্রিশুল বাদ-মর্যাদ মিটাঈ॥
শম-দম-ব্যাল করাল ভাল জ্ঞ-কলা ছিটকাঈ।
বর-বৈরাগ্য-বিভূতি-ভূতি-ভূষণ সুখদাঈ॥
জো সদ্‌ঘন সুখঘন শান্তিঘন বোধ-ব্যোম অধিকার হো।
উন শঙ্কর-মৌলি-মণীন্দ্রপর যে পত্র-পুষ্প নিঃসার হো॥

স্বামী সনাতনদেব

॥ শ্রীহরিঃ ॥

# বিবেক-চূড়ামণি

নন্দিতানি দিগন্তানি যস্যানন্দাম্বুবিন্দুনা।
পূর্ণানন্দং প্রভুং বন্দে স্বানন্দৈকস্বরূপিণম্॥

## মঙ্গলাচরণ

সর্ববেদান্তসিদ্ধান্তগোচরং তমগোচরম্।
গোবিন্দং পরমানন্দং সদ্‌গুরুং প্রণতোঽস্ম্যহম্॥ ১ ॥

যিনি অজ্ঞেয় অর্থাৎ বাক্যমনের অগোচর হওয়া সত্ত্বেও সমগ্র বেদান্তের সিদ্ধান্ত বাক্যসমূহের দ্বারা যাঁকে জানা যায়, সেই পরমানন্দময় সদ্‌গুরু শ্রীগোবিন্দকে আমি প্রণাম করি।

## ব্রহ্মনিষ্ঠার মহত্ত্ব

জন্তূনাং নরজন্ম দুর্লভমতঃ পুংস্ত্বং ততো বিপ্রতা
তস্মাদ্বৈদিকধর্মমার্গপরতা বিদ্বত্ত্বমস্মাৎপরম্।
আত্মানাত্মবিবেচনং স্বনুভবো ব্রহ্মাত্মনা সংস্থিতি-
মুক্তির্নো শতকোটিজন্মসু কৃতৈঃ পুণ্যৈর্বিনা লভ্যতে॥ ২ ॥

প্রথমত জীবের মনুষ্য-জন্ম লাভই দুর্লভ, কিন্তু তার চেয়ে মনুষ্যত্ব এবং তারো অধিক কঠিন হল ব্রাহ্মণত্বলাভ। ব্রাহ্মণ হলেও বৈদিক ধর্মের অনুগামী হওয়া, আর তার থেকেও কঠিন হল জ্ঞানলাভ করা। এসব সত্ত্বেও আত্মা ও অনাত্মার বিবেক, যথার্থ অনুভব, ব্রহ্মভাবে স্থিতি এবং মুক্তি—এসব কোটি কোটি জন্মকৃত সুকর্ম ব্যতীত পাওয়া সম্ভব নয়।

দুর্লভং ত্রয়মেবৈতদ্দেবানুগ্রহহেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ॥ ৩ ॥

ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া সেই মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব বা মুক্তিলাভের ইচ্ছা আর মহাপুরুষদের সংসর্গ লাভ হয় না অর্থাৎ এই তিনটিই দুর্লভ।

**লব্ধ্বা কথঞ্চিন্নরজন্ম দুর্লভং তত্রাপি পুংস্ত্বং শ্রুতিপারদর্শনম্।**
**যঃ স্বাত্মমুক্তৌ ন যতেত মূঢ়ধীঃ স হ্যাত্মহা স্বং বিনিহন্ত্যসদ্গ্রহাৎ॥ ৪ ॥**

কোনোভাবে এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করে এবং তারপরেও যাতে শ্রুতির সিদ্ধান্তের জ্ঞানলাভ হয় সেই মনুষ্যত্ব পেয়েও যে মূঢ়বুদ্ধি নিজের মুক্তির জন্য চেষ্টা করে না, সে অবশ্যই আত্মহননকারী। মিথ্যাবস্তুতে আস্থা রাখার জন্য সে নিজেকে ধ্বংস করে অর্থাৎ অধোগতির পথে অগ্রসর হয়।

**ইতঃ কো ন্বস্তি মূঢ়াত্মা যস্তু স্বার্থে প্রমাদ্যতি।**
**দুর্লভং মানুষং দেহং প্রাপ্য তত্রাপি পৌরুষম্॥ ৫ ॥**

দুর্লভ মনুষ্যদেহ আর তাতেও মনুষ্যত্ব পেয়েও যে যথার্থ স্বার্থসাধনে অবহেলা করে, তার চেয়ে নির্বোধ আর কে আছে ?

**বদন্তু শাস্ত্রাণি যজন্তু দেবান্ কুর্বন্তু কর্মাণি ভজন্তু দেবতাঃ।**
**আত্মৈক্যবোধেন বিনা বিমুক্তির্ন সিধ্যতি ব্রহ্মশতান্তরেঽপি॥ ৬ ॥**

কেউ যতই শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করুক, দেবপূজা করুক, বিবিধ সৎকাজের অনুষ্ঠান করুক কিংবা দেবতাদের ভজনা করুক, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার ব্রহ্ম আর আত্মার একত্বের বোধ জন্মায়, শত ব্রহ্মার আয়ু কেটে গেলেও অর্থাৎ শত কল্পেও তার মুক্তি হবে না।

**অমৃতত্বস্য নাশাস্তি বিত্তেনেত্যেব হি শ্রুতিঃ।**
**ব্রবীতি কর্মণো মুক্তেরহেতুত্বং স্ফুটং যতঃ॥ ৭ ॥**

কেননা 'ধনের দ্বারা অমৃতত্বের আশা নেই' একথা শ্রুতিতে 'কর্ম মুক্তির হেতু নয়'—এর মধ্যে দিয়ে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

## জ্ঞানোপলব্ধির উপায়

**অতো বিমুক্ত্যৈ প্রযতেত বিদ্বান্ সন্ন্যস্তবাহ্যার্থসুখস্পৃহঃ সন্।**
**সন্তং মহান্তং সমুপেত্য দেশিকং তেনোপদিষ্টার্থসমাহিতাত্মা॥ ৮ ॥**

এজন্য বিদ্বান ব্যক্তি পার্থিব ভোগ বাসনা ছেড়ে সন্ত মহাপুরুষ শ্রী-গুরুদেবের শরণাপন্ন হয়ে তাঁর উপদেশ অনুযায়ী মুক্তির জন্য সচেষ্ট হবেন।

**উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং মগ্নং সংসারবারিধৌ।**
**যোগারূঢ়ত্বমাসাদ্য সম্যগ্‌ দর্শননিষ্ঠয়া॥ ৯ ॥**

নিরন্তর সত্যস্বরূপ আত্মদর্শনে স্থিত থেকে যোগারূঢ় হয়ে ভবসাগরে নিমজ্জিত নিজের আত্মাকে নিজেই উদ্ধার করবে।

**সন্ন্যস্য সর্বকর্মাণি ভববন্ধবিমুক্তয়ে।**
**যত্যতাং পণ্ডিতৈর্ধীরৈরাত্মাভ্যাস উপস্থিতৈঃ॥ ১০ ॥**

আত্মসাধনে নিরত ধীর এবং বিদ্বানগণের সমস্ত কর্ম ত্যাগ করে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য যত্নপরায়ণ হওয়া কর্তব্য।

**চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কর্ম ন তু বস্তূপলব্ধয়ে।**
**বস্তুসিদ্ধির্বিচারেণ ন কিঞ্চিৎ কর্মকোটিভিঃ॥ ১১ ॥**

কর্ম শুধুমাত্র চিত্তশুদ্ধির জন্যই, বস্তুস্বরূপের উপলব্ধি অর্থাৎ তত্ত্বদৃষ্টি লাভের জন্য নয়। তত্ত্বলাভ বিচারের দ্বারাই সম্ভব, কোটি কর্ম করলেও কিছুমাত্র প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না।

**সম্যগ্‌ বিচারতঃ সিদ্ধা রজ্জুতত্ত্বাবধারণা।**
**ভ্রান্ত্যোদিতমহাসর্পভয়দুঃখবিনাশিনী ॥ ১২ ॥**

যথার্থ বিচারের দ্বারা ভ্রমাত্মক রজ্জুর তত্ত্ব উন্মোচিত হলে সর্পজনিত মহাভয় থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

**অর্থস্য নিশ্চয়ো দৃষ্টো বিচারেণ হিতোক্তিতঃ।**
**ন স্নানেন ন দানেন প্রাণায়ামশতেন বা॥ ১৩ ॥**

কল্যাণপ্রদ উক্তি (আপ্ত বাক্য)-সমূহের দ্বারা বিচার করলেই বস্তুর নিশ্চয় হতে দেখা যায় ; স্নান, দান বা অসংখ্য প্রাণায়াম ইত্যাদি দ্বারাও তা হয় না।

## অধিকারিনিরূপণ

**অধিকারিণমাশাস্তে ফলসিদ্ধির্বিশেষতঃ।**

উপায়া দেশকালাদ্যাঃ সন্ত্যস্মিন্ সহকারিণঃ॥ ১৪ ॥

প্রকৃত অধিকারিই ফলে সিদ্ধিলাভ করে। যদিও দেশ কাল প্রভৃতি তাতে সহায়ক হয়।

অতো বিচারঃ কর্তব্যো জিজ্ঞাসোরাত্মবস্তুনঃ।
সমাসাদ্য দয়াসিন্ধুং গুরুং ব্রহ্মবিদুত্তমম্॥ ১৫ ॥

তাই ব্রহ্মবেত্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ার সাগর গুরুদেবের শরণে এসে জিজ্ঞাসু ব্যক্তির আত্মতত্ত্বের বিচার বিশ্লেষণ করা উচিত।

মেধাবী পুরুষো বিদ্বানূহাপোহবিচক্ষণঃ।
অধিকার্যাত্মবিদ্যায়ামুক্তলক্ষণলক্ষিতঃ ॥ ১৬ ॥

বুদ্ধিমান, বিদ্বান আর তর্ক বিতর্কে অর্থাৎ প্রশ্নোত্তর-বিজ্ঞানে কুশল লক্ষণযুক্ত মানুষই আত্মবিদ্যার অধিকারী হন।

বিবেকিনো বিরক্তস্য শমাদিগুণশালিনঃ।
মুমুক্ষোরেব হি ব্রহ্মজিজ্ঞাসাযোগ্যতা মতা॥ ১৭ ॥

নিত্যানিত্যবস্তু বিচারশীল, বৈরাগ্যবান, শমাদি ষটসম্পত্তিযুক্ত এবং মুমুক্ষু ব্যক্তিকেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার যোগ্য বলে মনে করা হয়।

## সাধন-চতুষ্টয়

সাধনান্যত্র চত্বারি কথিতানি মনীষিভিঃ।
যেষু সৎস্বেব সন্নিষ্ঠা যদভাবে ন সিদ্ধ্যতি॥ ১৮ ॥

এসংসারে মনীষিগণ ব্রহ্মজিজ্ঞাসার চারটি সাধন উপদেশ করেছেন, ওই চারটি সাধন থাকলে সত্যস্বরূপ আত্মায় স্থিতিলাভ হতে পারে, তা ভিন্ন হয় না।

আদৌ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ পরিগণ্যতে।
ইহামুত্র ফলভোগবিরাগস্তদনন্তরম্॥ ১৯ ॥
শমাদিষট্‌কসম্পত্তির্মুমুক্ষুত্বমিতি স্ফুটম্।

প্রথম নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক, দ্বিতীয় লৌকিক এবং পারলৌকিক

সুখভোগে বৈরাগ্য, তৃতীয় শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা এবং সমাধান এই ছয় সম্পত্তি এবং চতুর্থ মুমুক্ষুত্ব।

**ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যেত্যেবংরূপো বিনিশ্চয়ঃ॥ ২০ ॥**
**সোঽয়ং নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ সমুদাহৃতঃ।**

**'ব্রহ্ম সত্য এবং জগৎ মিথ্যা'** এই দৃঢ় প্রত্যয়, তাকেই নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক বলা হয়।

**তদ্বৈরাগ্যং জুগুপ্সা যা দর্শনশ্রবণাদিভিঃ॥ ২১ ॥**
**দেহাদিব্রহ্ম পর্যন্তে হ্যনিত্যে ভোগবস্তুনি।**

দর্শন এবং শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই দেহ থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সম্পূর্ণ অনিত্য ভোগ্য পদার্থসমূহে যে ঘৃণাবোধ, তাই হল **'বৈরাগ্য'**।

**বিরজ্য বিষয়ব্রাতাদ্দোষদৃষ্ট্যা মুহুর্মুহুঃ॥ ২২ ॥**
**স্বলক্ষ্যে নিয়তাবস্থা মনসঃ শম উচ্যতে।**

বিষয়ের প্রতি পুনঃ পুনঃ ঘৃণাভাব দ্বারা তাতে অনাসক্তি পোষণ করে চিত্তের আপন লক্ষ্যে স্থির হওয়াকে **'শম'** বলা হয়।

**বিষয়েভ্যঃ পরাবর্ত্য স্থাপনং স্বস্বগোলকে॥ ২৩ ॥**
**উভয়েষামিন্দ্রিয়াণাং স দমঃ পরিকীর্তিতঃ।**
**বাহ্যানালম্বনং বৃত্তেরেষোপরতিরুত্তমা॥ ২৪ ॥**

কর্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে তাদের বিষয় থেকে সরিয়ে নিজ নিজ স্থানে স্থিত করাকে **'দম'** বলা হয়। রিপুগুলিকে পার্থিব বা বাহ্যবস্তুতে সংলগ্ন না করাই হল উত্তম 'উপরতি'।

**সহনং সর্বদুঃখানামপ্রতীকারপূর্বকম্।**
**চিন্তাবিলাপরহিতং সা তিতিক্ষা নিগদ্যতে॥ ২৫ ॥**

চিন্তা এবং শোকশূন্য হয়ে কোন প্রতিকার না করে সর্বপ্রকার কষ্ট সহ্য করাকে **'তিতিক্ষা'** বলা হয়।

**শাস্ত্রস্য গুরুবাক্যস্য সত্যবুদ্ধ্যবধারণম্।**

সা শ্রদ্ধা কথিতা সদ্ভির্যয়া বস্তূপলভ্যতে॥ ২৬ ॥

শাস্ত্র এবং গুরুবাক্যে গভীর বিশ্বাস আর এই বিশ্বাসবুদ্ধিই 'শ্রদ্ধা' নামে পরিচিত। এই শ্রদ্ধার ফলে সত্যতত্ত্ব উন্মোচিত হয়।

সর্বদা স্থাপনং বুদ্ধেঃ শুদ্ধে ব্রহ্মণি সর্বথা।
তৎ সমাধানমিত্যুক্তং ন তু চিত্তস্য লালনম্॥ ২৭ ॥

আপন বুদ্ধিকে সর্বদা শুদ্ধব্রহ্মে স্থির রাখাকে **'সমাধান'** বলা হয়। চিত্তের ইচ্ছাপূরণ সমাধান নয়।

অহঙ্কারাদিদেহান্তান্বন্ধানজ্ঞানকল্পিতান্।
স্বস্বরূপাববোধেন মোক্তুমিচ্ছা মুমুক্ষুতা॥ ২৮ ॥

অবিদ্যা থেকে উৎপন্ন সূক্ষ্ম অহংকার থেকে দেহ পর্যন্ত যত অজ্ঞান-কল্পিত বন্ধন আছে, সে সকল হতে নিজ স্বরূপের জ্ঞানদ্বারা মুক্তিলাভের ইচ্ছা **'মুমুক্ষুতা'** নামে অভিহিত হয়।

মন্দমধ্যমরূপাপি বৈরাগ্যেণ শমাদিনা।
প্রসাদেন গুরোঃ সেয়ং প্রবৃদ্ধা সূয়তে ফলম্॥ ২৯ ॥

এই মুমুক্ষুতা যদি মধ্যমপর্যায়ের বা স্তিমিতও হয়, তাহলেও বৈরাগ্য ও শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তি আর গুরুকৃপায় বৃদ্ধিলাভ করে শীঘ্রই ফলপ্রসূ হয়।

বৈরাগ্যং চ মুমুক্ষুত্বং তীব্রং যস্য তু বিদ্যতে।
তস্মিন্নেবার্থবন্তঃ স্যুঃ ফলবন্তঃ শমাদয়ঃ॥ ৩০ ॥

যে মানুষের মধ্যে বৈরাগ্য আর মুমুক্ষতা তীব্র হয়, তাঁর মধ্যেই শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তি চরিতার্থ আর সফল হয়।

এতয়োর্মন্দতা যত্র বিরক্তত্বমুমুক্ষয়োঃ।
মরৌ সলিলবত্তত্র শমাদের্ভাসমাত্রতা॥ ৩১ ॥

যেখানে এই বৈরাগ্য এবং মুমুক্ষুত্বের তীব্রতার অভাব আছে, সেখানে শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তিকে মরুভূমিতে মরীচিকার মত আভাস বা কল্পনামাত্রই মনে করা উচিত।

**মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।**
**স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে॥ ৩২ ॥**
**স্বাত্মতত্ত্বানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যপরে জগুঃ।**

মোক্ষের সাধনসমূহের মধ্যে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। আর নিজ স্বরূপের যথার্থ অনুসন্ধান করাকে ভক্তি বলা হয়। কেহ কেহ 'নিজ আত্মার অনুসন্ধানই ভক্তি' এমনও বলে থাকেন।

## গুরূপসত্তি এবং প্রশ্নবিধি

**উক্তসাধনসম্পন্নস্তত্ত্বজিজ্ঞাসুরাত্মনঃ ॥ ৩৩ ॥**
**উপসীদেদ্গুরুং প্রাজ্ঞং যস্মাদ্বন্ধবিমোক্ষণম্।**

উক্ত সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু প্রাজ্ঞ অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ গুরুর সমীপে উপস্থিত হবেন, যাতে তাঁর ভববন্ধন মোচন হয়।

**শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতো যো ব্রহ্মবিত্তমঃ॥ ৩৪ ॥**
**ব্রহ্মণ্যুপরতঃ শান্তো নিরিন্ধন ইবানলঃ।**
**অহৈতুকদয়াসিন্ধুর্বন্ধুরানমতাং সতাম্॥ ৩৫ ॥**
**তমারাধ্য গুরুং ভক্ত্যা প্রহ্বপ্রশ্রয়সেবনৈঃ।**
**প্রসন্নং তমনুপ্রাপ্য পৃচ্ছেজ্ জ্ঞাতব্যমাত্মনঃ॥ ৩৬ ॥**

যিনি শ্রোত্রিয়, নিষ্পাপ, কামনাশূন্য, ব্রহ্মবেত্তাগণের মধ্যে অগ্রগণ্য, ব্রহ্মনিষ্ঠ, ইন্ধনহীন অগ্নির সমান শান্ত, অহেতুক দয়াপরায়ণ আর শরণাগতের বন্ধুস্বরূপ, সেই গুরুদেবকে বিনীত এবং বিনম্র সেবাদ্বারা সভক্তি আরাধনা করে এবং তিনি প্রসন্ন হলে তাঁর নিকট নিজ জ্ঞাতব্য বিষয় নিবেদন করবে।

**স্বামিন্নমস্তে নতলোকবন্ধো কারুণ্যসিন্ধো পতিতং ভবাব্ধৌ।**
**মামুদ্ধরাত্মীয়কটাক্ষদৃষ্ট্যা ঋজ্ব্যাতিকারুণ্যসুধাভিবৃষ্ট্যা॥ ৩৭ ॥**

হে শরণাগতবৎসল, করুণাসাগর প্রভো ! আপনাকে প্রণিপাত করি। আপনার সরল এবং অতি করুণামৃতসিঞ্চনকারী কৃপাদৃষ্টিদ্বারা আমাকে

সংসার বন্ধন থেকে উদ্ধার করুন।

**দুর্বারসংসারদবাগ্নিতপ্তং দোধূয়মানং দুরদৃষ্টবাতৈঃ।**
**ভীতং প্রপন্নং পরিপাহি মৃত্যোঃ শরণ্যমন্যং যদহং ন জানে॥ ৩৮ ॥**

যা থেকে রক্ষা পাওয়া অতীব দুষ্কর সেই সংসার দাবানলে আমি দগ্ধ, দুর্ভাগ্যের প্রবল ঝড়ে আমি বিধ্বস্ত, কম্পিত, ভীত সন্ত্রস্ত। দয়া করে এই হতভাগ্য শরণাগতকে রক্ষা করুন। আপনি ছাড়া আর কোনো আশ্রয়স্থল আমি জানি না।

**শান্তা মহান্তো নিবসন্তি সন্তো বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ।**
**তীর্ণাঃ স্বয়ং ভীমভবার্ণবং জনানহেতুনান্যানপি তারয়ন্তঃ॥ ৩৯ ॥**

আপনি স্বয়ং ভয়ংকর সংসার-সাগর হতে উত্তীর্ণ হয়েছেন, অন্যদেরও বিনা কারণেই এই দুরন্ত সংসার-সাগর পার করিয়েছেন। জীব কল্যাণে আপনি সতত রত। আপনি শান্ত মহাপুরুষ এবং ঋতুরাজের মত মনোহর মূর্তিতে সর্বদা বিরাজিত।

**অয়ং স্বভাবঃ স্বত এব যৎপরশ্রমাপনোদপ্রবণং মহাত্মনাম্।**
**সুধাংশুরেষ স্বয়মর্ককর্কশপ্রভাভিতপ্তামবতি ক্ষিতিং কিল॥ ৪০ ॥**

মহাত্মাগণের স্বভাবই এমন যে তাঁরা স্বেচ্ছায় অন্যদের শ্রম দূর করতে প্রবৃত্ত হন। প্রচণ্ড সৌরতাপে তাপিত ধরণী যেমন সুশীতল চন্দ্রকিরণে শান্ত হয়, তেমনই এই মহাত্মাগণ তাপিত প্রাণীর তাপ নিবারণ করেন।

**ব্রহ্মানন্দরসানুভূতিকলিতৈঃ পূতৈঃ সুশীতৈঃ সিতৈ-**
**র্যুষ্মদ্বাক্কলশোজ্ঝিতৈঃ শ্রুতিসুখৈর্বাক্যামৃতৈঃ সেচয়।**
**সংতপ্তং ভবতাপদাবদহনজ্বালাভিরেনং প্রভো**
**ধন্যাস্তে ভবদীক্ষণক্ষণগতেঃ পাত্রীকৃতাঃ স্বীকৃতাঃ॥ ৪১ ॥**

হে প্রভো ! প্রচণ্ড সংসার-দাবানলের জ্বালায় দগ্ধ এই দীন শরণাগতকে আপনি আপনার ব্রহ্মানন্দরসানুভবযুক্ত পরম পুণ্যময়, সুশীতল, নির্মল বাক্যরূপ স্বর্ণকলস হতে নির্গত শ্রুতিসুখকর বচনামৃত দ্বারা সিঞ্চন করুন অর্থাৎ এইসংসারের তাপ শান্ত করুন। তাঁরাই ধন্য, যাঁরা ক্ষণকালের

জন্যও আপনার এক মুহূর্তের করুণাদৃষ্টি লাভ করেছেন।

**কথং তরেয়ং ভবসিন্ধুমেতং কা বা গতির্মে কতমোঽস্ত্যুপায়ঃ।**
**জানে ন কিঞ্চিৎ কৃপয়াব মাং ভো সংসারদুঃখক্ষতিমাতনুষ্ব॥ ৪২ ॥**

'আমি কিভাবে এই সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হবো ? আমার কি গতি হবে ? তার কি উপায় আছে ?'—এসব আমি কিছুই জানি না। প্রভো ! অনুগ্রহ করে আমাকে রক্ষা করুন আর আমার ভবদুঃখ ক্ষয়ের বিধান করুন।

## উপদেশ-বিধি

**তথা বদন্তং শরণাগতং স্বং সংসারদাবানলতাপতপ্তম্।**
**নিরীক্ষ্য কারুণ্যরসার্দ্রদৃষ্ট্যা দদ্যাদভীতিং সহসা মহাত্মা॥ ৪৩ ॥**

ঐরূপ (প্রার্থনাপূর্ণ) কথায় তাঁর শরণাগত সংসাররূপ দাবানলের জ্বালায় দগ্ধ, মুমুক্ষু শিষ্যকে করুণাভরা দৃষ্টিতে অবলোকন করে মহাত্মা গুরুদেব অভয় প্রদান করবেন।

**বিদ্বান্ স তস্মা উপসত্তিমীযুষে মুমুক্ষবে সাধু যথোক্তকারিণে।**
**প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায় তত্ত্বোপদেশং কৃপয়ৈব কুর্যাৎ॥ ৪৪ ॥**

শরণার্থী, মুমুক্ষু, আদেশ পালনে তৎপর, শান্তচিত্ত, শমাদিযুক্ত সৎ শিষ্যকে গুরুদেব কৃপাপরবশ হয়ে তত্ত্বোপদেশ প্রদান করবেন।

শ্রীগুরুরুবাচ

**মা ভৈষ্ট বিদ্বংস্তব নাস্ত্যপায়ঃ সংসারসিন্ধোস্তরণেঽস্ত্যুপায়ঃ।**
**যেনৈব যাতা যতয়োঽস্য পারং তমেব মার্গং তব নির্দিশামি॥ ৪৫ ॥**

শ্রীগুরুদেব বললেন 'সুধী ! তুমি ভীত হয়ো না, তোমার বিনাশ হবে না। সংসার-সমুদ্র হতে ত্রাণের উপায় আছে। যে পথদ্বারা যতিগণ সংসার-সমুদ্র পার হয়েছেন, সেই পথই আমি তোমাকে জানাব।'

**অস্ত্যুপায়ো মহান্ কশ্চিৎ সংসারভয়নাশনঃ।**
**যেন তীর্ত্বা ভবাম্ভোধিং পরমানন্দমাপ্স্যসি॥ ৪৬ ॥**

সংসারের ভয়নাশের কোন একটি মহাউত্তম উপায় আছে, যার দ্বারা তুমি সংসার-সাগর হতে উত্তীর্ণ হয়ে পরমানন্দ লাভ করবে।

**বেদান্তার্থবিচারেণ জায়তে জ্ঞানমুত্তমম্।**
**তেনাত্যন্তিকসংসারদুঃখনাশো ভবত্যনু॥ ৪৭ ॥**

বেদান্তবাক্যের যথাযথ অর্থ বিচার দ্বারা যে উত্তম জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তার দ্বারাই সংসার-দুঃখের সর্বতোভাবে নাশ হয়ে থাকে।

**শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগান্মুমুক্ষো র্মুক্তের্হেতূন্বক্তি সাক্ষাচ্ছ্রুতের্গীঃ।**
**যো বা এতেষ্বেব তিষ্ঠত্যমুষ্য মোক্ষোঽবিদ্যাকল্পিতাদ্দেহবন্ধাৎ॥ ৪৮ ॥**

ভগবতী শ্রুতিতে শ্রদ্ধা, ভক্তি, জ্ঞান ও যোগকে মুমুক্ষুর মুক্তির সাক্ষাৎ হেতু বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যিনি এগুলিতে স্থিত হন, তাঁর অবিদ্যাকল্পিত দেহবন্ধন হতে মুক্তিলাভ হয়।

**অজ্ঞানযোগাৎ পরমাত্মনস্তব হ্যনাত্মবন্ধস্তত এব সংসৃতিঃ।**
**তয়োর্বিবেকোদিতবোধবহ্নিরজ্ঞানকার্যং প্রদহেৎ সমূলম্॥ ৪৯ ॥**

অজ্ঞানতার কারণেই পরমাত্মারূপী তোমার এই অনাত্মবন্ধন, আর সেই কারণেই তোমার এই জন্মমরণরূপী সংসার প্রাপ্তি হয়েছে। সুতরাং ঐ আত্মা ও অনাত্মার বিবেক হতে উৎপন্ন বোধরূপ অগ্নি অজ্ঞানের কার্যস্বরূপ সংসারকে সমূলে ভস্মীভূত করবে।

## প্রশ্ন-নিরূপণ

শিষ্য উবাচ

**কৃপয়া শ্রূয়তাং স্বামিন্ প্রশ্নোঽয়ং ক্রিয়তে ময়া।**
**তদুত্তরমহং শ্রুত্বা কৃতার্থঃ স্যাং ভবন্মুখাৎ॥ ৫০ ॥**

শিষ্য : 'হে প্রভু ! আমি প্রশ্ন করছি, আপনি অনুগ্রহ করে আমার এই প্রশ্ন শুনুন। আপনার শ্রীমুখ-নিঃসৃত উত্তর পেয়ে আমি কৃতার্থ হব।'

**কো নাম বন্ধঃ কথমেষ আগতঃ কথং প্রতিষ্ঠাস্য কথং বিমোক্ষঃ।**
**কোঽসাবনাত্মা পরমঃ ক আত্মা তয়োর্বিবেকঃ কথমেতদুচ্যতাম্॥ ৫১ ॥**

'বন্ধনের স্বরূপ কী ? বন্ধন হয় কেন ? কিভাবে এটি স্থিতিলাভ করে আর এ থেকে কিভাবে মুক্তিলাভ হয় ? অনাত্মা কী ? পরমাত্মা কাকে বলে আর তাঁর বিবেক বা পার্থক্যজ্ঞান কিভাবে ঘটে ? আপনি অনুগ্রহ করে এসকল আমাকে বলুন।'

## শিষ্য-প্রশংসা

শ্রীগুরুরুবাচ

**ধন্যোঽসি কৃতকৃত্যোঽসি পাবিতং তে কুলং ত্বয়া।**
**যদবিদ্যাবন্ধমুক্ত্যা ব্রহ্মীভবিতুমিচ্ছসি॥ ৫২ ॥**

শ্রীগুরুদেব বললেন—'হে শিষ্য ! তুমি ধন্য, তুমি কৃতার্থ, তোমার দ্বারা তোমার কুল পবিত্র হল ; কেননা তুমি অবিদ্যারূপী বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মভাব লাভে আগ্রহী।'

## স্বপ্রযত্নের প্রাধান্য

**ঋণমোচনকর্তারঃ পিতুঃ সন্তি সুতাদয়ঃ।**
**বন্ধমোচনকর্তা তু স্বস্মাদন্যো ন কশ্চন॥ ৫৩ ॥**

পুত্রাদি পিতৃঋণ পরিশোধকারী হতে পারে, কিন্তু ভববন্ধন থেকে মুক্তি স্বয়ং ভিন্ন অন্য কেহ করতে পারে না।

**মস্তকন্যস্তভারাদের্দুঃখমন্যৈর্নিবার্যতে।**
**ক্ষুদাদিকৃতদুঃখং তু বিনা স্বেন ন কেনচিৎ॥ ৫৪ ॥**

(যেমন) মাথার উপরে রাখা বোঝার কষ্ট বা দুঃখ (সেই বোঝাটি নামিয়ে) অন্য কেহ দূর করতে পারে, কিন্তু ক্ষুধা-তৃষ্ণা প্রভৃতির কষ্ট স্বয়ং ব্যতীত অন্য কেউ দূর করতে পারে না।

**পথ্যমৌষধসেবা চ ক্রিয়তে যেন রোগিণা।**
**আরোগ্যসিদ্ধির্দৃষ্টাস্য নান্যানুষ্ঠিতকর্মণা॥ ৫৫ ॥**

অথবা রোগী স্বয়ং ঔষধ এবং পথ্য সেবনের দ্বারা আরোগ্য লাভ করে। অপর কেউ ঔষধ-পথ্যাদি সেবন করলে রোগী নিরাময় হয় না।

বস্তুস্বরূপং স্ফুটবোধচক্ষুষা স্বেনৈব বেদ্যং ননু পণ্ডিতেন।
চন্দ্রস্বরূপং নিজচক্ষুষৈব জ্ঞাতব্যমন্যৈরবগম্যতে কিম্॥ ৫৬ ॥

(তেমনই) বিবেকী পুরুষের আপন জ্ঞানচক্ষু দ্বারা বস্তুর স্বরূপ জানতে হবে (অন্য কারো দ্বারা নয়)। চাঁদের স্বরূপ আপন চোখের দ্বারাই জানা সম্ভব, অপরের চোখের দ্বারা কি সেটি জানা সম্ভব ?

অবিদ্যাকামকর্মাদিপাশবন্ধং বিমোচিতুম্।
কঃ শক্নুয়াদ্বিনাত্মানং কল্পকোটিশতৈরপি॥ ৫৭ ॥

আপন চেষ্টা ছাড়া অবিদ্যা, কামনা আর কর্মাদির জাল কোটী কল্পেও কি ছিন্ন করা সম্ভব ? অর্থাৎ অপর কেউ মুক্তি দিতে পারে না।

## আত্মজ্ঞানের মহত্ত্ব

ন যোগেন ন সাংখ্যেন কর্মণা নো ন বিদ্যয়া।
ব্রহ্মাত্মৈকত্ববোধেন মোক্ষঃ সিদ্ধ্যতি নান্যথা॥ ৫৮ ॥

যোগ বা সাংখ্য, কর্ম কিংবা বিদ্যা কোনো কিছুতেই মোক্ষ লাভ হয় না। ইহা কেবল ব্রহ্ম এবং আত্মার একত্ববোধ দ্বারাই সম্ভব, অন্য কোনো প্রকারে নয়।

বীণায়া রূপসৌন্দর্যং তন্ত্রীবাদনসৌষ্ঠবম্।
প্রজারঞ্জনমাত্রং তন্ন সাম্রাজ্যায় কল্পতে॥ ৫৯ ॥
বাগ্বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে॥ ৬০ ॥

যেমন বীণার সৌন্দর্য এবং তার তালযুক্ত ঝংকার মানুষের মনোরঞ্জন করে কিন্তু তাতে কোন সাম্রাজ্য লাভ হয় না। তেমনি পণ্ডিতের বাক্যবিন্যাস, শব্দের বাগাড়ম্বর, শাস্ত্র-ব্যাখ্যায় নৈপুণ্য ও বিদ্যাবেত্তা ভোগ্য-সুখের কারণ হতে পারে, মোক্ষের নয়।

অবিজ্ঞাতে পরে তত্ত্বে শাস্ত্রাধীতিস্তু নিষ্ফলা।
বিজ্ঞাতেঽপি পরে তত্ত্বে শাস্ত্রাধীতিস্তু নিষ্ফলা॥ ৬১ ॥

আর পরমতত্ত্ব যদি জানা না যায়, তাহলে শাস্ত্রাধ্যয়ন নিষ্ফল বা ব্যর্থ। আবার পরমতত্ত্বজ্ঞান যদি লাভ হয়, তাহলেও শাস্ত্রাধ্যয়ন নিষ্প্রয়োজন।

**শব্দজালং মহারণ্যং চিত্তভ্রমণকারণম্।**
**অতঃ প্রযত্নাজ্ জ্ঞাতব্যং তত্ত্বজ্ঞাত্তত্ত্বমাত্মনঃ॥ ৬২ ॥**

গহন অরণ্যের ন্যায় শাস্ত্রসমূহে বর্ণিত বিষয়বস্তুতে চিত্তে সংশয় উৎপন্ন হয়। সেজন্য কোনো তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষের কাছ থেকেই সযত্নে আত্মতত্ত্ব জানা উচিত।

**অজ্ঞানসর্পদষ্টস্য ব্রহ্মজ্ঞানৌষধং বিনা।**
**কিমু বেদৈশ্চ শাস্ত্রৈশ্চ কিমু মন্ত্রৈঃ কিমৌষধৈঃ॥ ৬৩ ॥**

অজ্ঞানতারূপী সর্পের দংশনে পীড়িত ব্যক্তির ব্রহ্মজ্ঞানরূপী ঔষধ ছাড়া বেদ, শাস্ত্র, মন্ত্রতন্ত্র বা ঔষধে কি লাভ ?

## অপরোক্ষানুভূতির আবশ্যকতা

**ন গচ্ছতি বিনা পানং ব্যাধিরৌষধশব্দতঃ।**
**বিনাপরোক্ষানুভবং ব্রহ্মশব্দৈর্ন মুচ্যতে॥ ৬৪ ॥**

ঔষধ পান না করে শুধু 'ঔষধ, ঔষধ' শব্দে রোগ নিরাময় হয় না, সেইরূপ অপরোক্ষানুভূতি (প্রত্যক্ষ অনুভব) ছাড়া কেবলমাত্র 'ব্রহ্ম' 'ব্রহ্ম' বলে চিৎকার করলেই মুক্ত হওয়া যায় না।

**অকৃত্বা দৃশ্যবিলয়মজ্ঞাত্বা তত্ত্বমাত্মনঃ।**
**বাহ্যশব্দৈঃ কুতো মুক্তিরুক্তিমাত্রফলৈর্নৃণাম্॥ ৬৫ ॥**

দৃশ্যপ্রপঞ্চের বিলয় এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত শুধুমাত্র বাহ্যিক শব্দ উচ্চারণে (আমি 'ব্রহ্ম' এরূপ বলার দ্বারা) মনুষ্যগণের মুক্তিলাভ কিরূপে সম্ভব ?

**অকৃত্বা শত্রুসংহারমগত্বাখিলভূশ্রিয়ম্।**
**রাজাহমিতি শব্দান্নো রাজা ভবিতুমর্হতি॥ ৬৬ ॥**

প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রু বিনাশ না করে এবং সমগ্র পৃথিবীর ঐশ্বর্য লাভ না করে

'আমি রাজা' এরূপ ঘোষণা করলেই কেউ রাজা হয়ে যায় না।

**আপ্তোক্তিং খননং তথোপরিশিলাদ্যুৎকর্ষণং স্বীকৃতিং**
**নিক্ষেপঃ সমপেক্ষতে ন হি বহিঃ শব্দৈস্তু নির্গচ্ছতি।**
**তদ্বদ্ ব্রহ্মবিদোপদেশমননধ্যানাদিভির্লভ্যতে**
**মায়াকার্যতিরোহিতং স্বমমলং তত্ত্বং ন দুর্যুক্তিভিঃ॥ ৬৭ ॥**

যেমন ভূগর্ভে রক্ষিত সম্পদ পেতে হলে প্রথমে কোন বিশ্বস্ত লোকের কথায় মৃত্তিকা খনন এবং পাথর ইত্যাদি অপসারণ করে প্রাপ্ত সম্পদ আহরণ করার প্রয়োজন হয়, শুধু কথায় হয় না, তেমনই মায়াশূন্য নির্মল আত্মতত্ত্ব ব্রহ্মবিদ গুরুদেবের উপদেশ তথা মনন এবং নিদিধ্যাসন দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব কেবল তর্ক-বিচারের দ্বারা নয়।

**তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন ভববন্ধবিমুক্তয়ে।**
**স্বৈরেব যত্নঃ কর্তব্যো রোগাদাবিব পণ্ডিতৈঃ॥ ৬৮ ॥**

সেজন্য রোগাদির ন্যায় ভববন্ধন হতে মুক্তির জন্য বিচারশীল ব্যক্তি নিজের সম্পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করে মোক্ষের জন্য যত্নবান হবেন।

## প্রশ্ন-বিচার

**যস্ত্বয়াদ্য কৃতঃ প্রশ্নো বরীয়াঞ্ছাস্ত্রবিন্মতঃ।**
**সূত্রপ্রায়ো নিগূঢ়ার্থো জ্ঞাতব্যশ্চ মুমুক্ষুভিঃ॥ ৬৯ ॥**

তুমি আজ যে প্রশ্ন করেছো শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাকে অতি শ্রেষ্ঠ বলে মান্য করেন। সেটি সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর অর্থবহ আর মুমুক্ষুর অবশ্যই জানা কর্তব্য।

**শৃণুষ্বাবহিতো বিদ্বন্ যন্ময়া সমুদীর্যতে।**
**তদেতচ্ছ্রবণাৎ সদ্যো ভববন্ধাদ্বিমোক্ষ্যসে॥ ৭০ ॥**

হে বিদ্বন্! আমি যা বলছি তা সযত্নে শ্রবণ কর। ইহার শ্রবণের ফলে তুমি শীঘ্রই ভববন্ধন হতে মুক্তি লাভ করবে।

**মোক্ষস্য হেতুঃ প্রথমো নিগদ্যতে বৈরাগ্যমত্যন্তমনিত্যবস্তুষু।**

**ততঃ শমশ্চাপি দমস্তিতিক্ষা ন্যাসঃ প্রসক্তাখিলকর্মণাং ভৃশম্॥ ৭১ ॥**
**ততঃ শ্রুতিস্তন্মননং সতত্ত্ব-ধ্যানং চিরং নিত্যনিরন্তরং মুনেঃ।**
**ততোঽবিকল্পং পরমেত্য বিদ্বানিহৈব নির্বাণসুখং সমৃচ্ছতি॥ ৭২ ॥**

অনিত্য বস্তুতে তীব্র বৈরাগ্য মোক্ষের প্রথম কারণ বলে কথিত হয়েছে। তারপর শম, দম, তিতিক্ষা আর একান্ত আসক্তিযুক্ত কর্মের সর্বতোভাবে ত্যাগ। তদনন্তর মননশীল সাধকের শ্রবণ, মনন এবং নিত্য-নিরন্তর আত্মতত্ত্বের ধ্যান করা কর্তব্য। এর ফলে জ্ঞানী সাধক পরম নির্বিকল্প অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে নির্বাণ-সুখ লাভ করেন।

**যদ্বোদ্ধব্যং তবেদানীমাত্মানাত্মবিবেচনম্।**
**তদুচ্যতে ময়া সম্যক্ শ্রুত্বাত্মন্যবধারয়॥ ৭৩ ॥**

আত্মা ও অনাত্মার মধ্যে যে পার্থক্যবিচার তোমার জানা প্রয়োজন তা বলছি। এটি ভালভাবে শুনে চিত্তে স্থিরভাবে ধারণ কর।

## স্থূল শরীরের বর্ণনা

**মজ্জাস্থিমেদঃপলরক্তচর্মত্বগাহ্বয়ৈর্ধাতুভিরেভিরন্বিতম্।**
**পাদোরুবক্ষোভুজপৃষ্ঠমস্তকৈরঙ্গৈরুপাঙ্গৈরুপযুক্তমেতৎ॥ ৭৪ ॥**
**অহংমমেতি প্রথিতং শরীরং মোহাস্পদং স্থূলমিতীর্যতে বুধৈঃ।**

মজ্জা, অস্থি, মেদ, মাংস, রক্ত, চর্ম এবং ত্বক এই সাতটি ধাতু এবং হস্ত, পদ, জঙ্ঘা, বক্ষঃস্থল, বাহু, পৃষ্ঠদেশ আর মস্তক—এই সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গযুক্ত 'আমি' এবং 'আমার' রূপে পরিচিত মোহের আশ্রয়রূপ এই দেহকে জ্ঞানিগণ 'স্থূল শরীর' বলে থাকেন।

**নভোনভস্বদ্দহনাম্বুভূময়ঃ সূক্ষ্মাণি ভূতানি ভবন্তি তানি॥ ৭৫ ॥**
**পরস্পরাংশৈর্মিলিতানি ভূত্বা স্থূলানি চ স্থূলশরীরহেতবঃ।**
**মাত্রাস্তদীয়া বিষয়া ভবন্তি শব্দাদয়ঃ পঞ্চ সুখায় ভোক্তুঃ॥ ৭৬ ॥**

আকাশ, বায়ু, তেজ, জল এবং পৃথিবী এইগুলি সূক্ষ্ম ভূত। এদের অংশ পরস্পর মিলিত হয়ে স্থূল হয়ে স্থূল শরীরের হেতু হয় আর এইগুলির

তন্মাত্রাসমূহ ভোগাকাঙ্ক্ষী জীবের ভোগসুখের জন্য শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধরূপ পাঁচটি বিষয়ে পরিণত হয়।

**য এষু মূঢ়া বিষয়েষু বদ্ধা রাগোরুপাশেন সুদুর্দমেন।**
**আয়ান্তি নির্যান্ত্যধ ঊর্ধ্বমুচ্চৈঃ স্বকর্মদূতেন জবেন নীতাঃ॥ ৭৭ ॥**

যে সকল মূঢ়ব্যক্তি তীব্র আসক্তির বশে বিষয়ভোগে প্রমত্ত থাকে, তারা স্বস্ব কর্মরূপ দূতের দ্বারা প্রেরিত হয়ে বিভিন্ন উত্তম বা অধম যোনিতে যাতায়াত করে অর্থাৎ জন্মমৃত্যুরূপ সংসার দুঃখ ভোগ করতে থাকে।

## বিষয়-নিন্দা

**শব্দাদিভিঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ পঞ্চত্বমাপুঃ স্বগুণেন বদ্ধাঃ।**
**কুরঙ্গমাতঙ্গপতঙ্গমীন- ভৃঙ্গা নরঃ পঞ্চভিরঞ্চিতঃ কিম্॥ ৭৮ ॥**

হরিণ, হাতি, পতঙ্গ, মীন ও ভ্রমর—এই পাঁচটি প্রাণী শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি গুণের মধ্যে নিজ নিজ প্রিয় কোনো একটি গুণে আসক্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহলে এই পাঁচটি গুণেরই বশীভূত মানুষের অবস্থার কথা আর কি বলার আছে?

**দোষেণ তীব্রো বিষয়ঃ কৃষ্ণসর্পবিষাদপি।**
**বিষং নিহন্তি ভোক্তারং দ্রষ্টারং চক্ষুষাপ্যয়ম্॥ ৭৯ ॥**

রূপ-রসাদি বিষয়সমূহের বিষ কৃষ্ণসর্পের বিষ থেকেও অতি তীব্র, কেননা বিষ ভক্ষণকারীরই মৃত্যুর কারণ হয়, কিন্তু এই বিষয় চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট হলেই মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে।

**বিষয়াশামহাপাশাদ্ যো বিমুক্তঃ সুদুস্ত্যজাৎ।**
**স এব কল্পতে মুক্ত্যৈ নান্যঃ ষট্শাস্ত্রবেদ্যপি॥ ৮০ ॥**

সুদুস্ত্যজ্য বিষয়ভোগের আশারূপী কঠিন বাঁধন থেকে যে মুক্ত, সেই মোক্ষলাভের অধিকারী। অন্যথা ষড়্দর্শনজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিও সংসারে আবদ্ধ থাকে।

**আপাতবৈরাগ্যবতো মুমুক্ষূন্ ভবাব্ধিপারং প্রতিযাতুমুদ্যতান্।**

**আশাগ্রহো মজ্জয়তেঽন্তরালে বিগৃহ্য কণ্ঠে বিনিবর্ত্য বেগাৎ॥ ৮১ ॥**

ভবসাগর পারে উদ্যত ক্ষণিক বৈরাগ্যসম্পন্ন মুমুক্ষু ব্যক্তিদের ভোগাকাঙ্ক্ষারূপ হাঙ্গর গলা ধরে সবেগে সাধন পথ থেকে বিচ্যুত করে ডুবিয়ে মারে।

**বিষয়াখ্যগ্রহো যেন সুবিরক্ত্যসিনা হতঃ।**
**স গচ্ছতি ভবাম্ভোধেঃ পারং প্রত্যূহবর্জিতঃ॥ ৮২ ॥**

যিনি বৈরাগ্যরূপী খড়্গদ্বারা বিষয়বিষরূপী হাঙ্গরকে বিনাশ করেছেন, তিনিই নির্বিঘ্নে সংসার-সমুদ্র পার হতে সক্ষম।

**বিষমবিষয়মার্গৈর্গচ্ছতোঽনচ্ছবুদ্ধেঃ**
**প্রতিপদমভিযাতো মৃত্যুরপ্যেষ বিদ্ধি।**
**হিতসুজনগুরূক্ত্যা গচ্ছতঃ স্বস্য যুক্ত্যা**
**প্রভবতি ফলসিদ্ধিঃ সত্যমিত্যেব বিদ্ধি॥ ৮৩ ॥**

দুঃখদায়ক বিষয়সমূহের ভোগে লিপ্ত নির্বোধ ব্যক্তি প্রতি পদে মৃত্যুর সম্মুখীন হয় বলে জানবে। কিন্তু যে হিতাকাঙ্ক্ষী, সদ্‌ব্যক্তি অথবা গুরুর নির্দেশে চালিত হয়, সে অবশ্যই সফল হয়—এটি ধ্রুব সত্য জানবে।

**মোক্ষস্য কাঙ্ক্ষা যদি বৈ তবাস্তি ত্যজাতিদূরাদ্বিষয়ান্ বিষং যথা।**
**পীযূষবত্তোষদয়াক্ষমার্জবপ্রশান্তিদান্তীর্ভজ নিত্যমাদরাৎ॥ ৮৪ ॥**

যদি তোমার মুক্তির ইচ্ছা থাকে, তাহলে বিষয়কে বিষের মত দূর থেকেই ত্যাগ কর আর সন্তোষ, দয়া, ক্ষমা, সারল্য, শম এবং দমকে অমৃতের মত সাদরে নিত্য সেবন কর।

## দেহাসক্তির নিন্দা

**অনুক্ষণং যৎ পরিহৃত্য কৃত্যমনাদ্যবিদ্যাকৃতবন্ধমোক্ষণম্।**
**দেহঃ পরার্থোঽয়মমুষ্য পোষণে যঃ সজ্জতে স স্বমনেন হন্তি॥ ৮৫ ॥**

যে অনাদি অবিদ্যাকৃত সংসার বন্ধন থেকে মুক্তির চিন্তা ত্যাগ করে সর্বদা পরের ভোগ্য (অর্থাৎ মৃত্যুর পর যা কুকুর-শৃগালাদির ভক্ষ্য) এই দেহের পরিপোষণেই ব্যস্ত থাকে, সে নিজেই নিজের বিনাশ করে।

**শরীরপোষণার্থী সন্ য আত্মানং দিদৃক্ষতি।**
**গ্রাহং দারুধিয়া ধৃত্বা নদীং তর্তুং স ইচ্ছতি॥ ৮৬ ॥**

শরীরের পালন-পোষণে ব্যাপৃত থেকে যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করতে চায়, সে যেন কাষ্ঠবুদ্ধিতে হাঙ্গরকে ধরে নদী পার হতে ইচ্ছা করে।

**মোহ এব মহামৃত্যুর্মুমুক্ষোর্বপুরাদিষু।**
**মোহো বিনির্জিতো যেন স মুক্তিপদমর্হতি॥ ৮৭ ॥**

দেহাদির প্রতি মোহ মোক্ষকামীর মহামৃত্যু তুল্য ; যিনি এই মোহ জয় করতে সক্ষম, তিনিই মোক্ষপদের অধিকারী।

**মোহং জহি মহামৃত্যুং দেহদারসুতাদিষু।**
**যং জিত্বা মুনয়ো যান্তি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ ৮৮ ॥**

যে মহামৃত্যুসদৃশ মোহ বিসর্জন দিয়ে মুনিঋষিগণ ঈশ্বরের পরমপদ লাভ করেছেন, তুমিও সেইরূপ এই দেহ, বিষয়, স্ত্রী-পুত্রাদির মোহ ত্যাগ কর।

## স্থূল শরীর

**ত্বঙ্মাংসরুধিরস্নায়ুমেদোমজ্জাস্থিসংকুলম্।**
**পূর্ণং মূত্রপুরীষাভ্যাং স্থূলং নিন্দ্যমিদং বপুঃ॥ ৮৯ ॥**

ত্বক, মাংস, রক্ত, স্নায়ু, মেদ, মজ্জা ও অস্থির সমবায়ে গঠিত তথা মল-মূত্রাদি পূর্ণ এই স্থূলদেহ অতিশয় নিন্দনীয়।

**পঞ্চীকৃতেভ্যো ভূতেভ্যঃ স্থূলেভ্যঃ পূর্বকর্মণা।**
**সমুৎপন্নমিদং স্থূলং ভোগায়তনমাত্মনঃ।**
**অবস্থা জাগরস্তস্য স্থূলার্থানুভবো যতঃ॥ ৯০ ॥**

পঞ্চীকৃত স্থূল ভূতসমূহের সমবায়ে জীবের পূর্বকর্মানুসারে তার ভোগের স্থান এই স্থূল শরীর উৎপন্ন হয়। এই দেহে অহংভাব করে জীব স্থূল পদার্থসমূহ ভোগ করে, তাই এটিকে জাগ্রত অবস্থা বলা হয়।

**বাহ্যেন্দ্রিয়ৈঃ স্থূলপদার্থসেবাং স্রক্চন্দনস্ত্র্যাদিবিচিত্ররূপাম্।**
**করোতি জীবঃ স্বয়মেতদাত্মনা তস্মাৎ প্রশস্তির্বপুষোঽস্য জাগরে॥ ৯১ ॥**

এই স্থূল শরীরকে আশ্রয় করে বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জীব মালা-চন্দন-স্ত্রী প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের স্থূল পদার্থের উপভোগ করে, সেজন্য জাগ্রত অবস্থায় স্থূল শরীরের প্রাধান্য থাকে।

**সর্বোঽপি বাহ্যসংসারঃ পুরুষস্য যদাশ্রয়ঃ।**
**বিদ্ধি দেহমিদং স্থূলং গৃহবদ্‌গৃহমেধিনঃ॥ ৯২ ॥**

গৃহস্থ যেমন ঘরে বাস করে সমস্ত কর্ম করে, জীবও সেইরূপ এই স্থূল-দেহকে আশ্রয় করে সকল প্রকার স্থূলভোগের পদার্থসমূহ ভোগ করে বলে জানবে।

**স্থূলস্য সম্ভবজরামরণানি ধর্মাঃ স্থৌল্যাদয়ো বহুবিধাঃ শিশুতাদ্যবস্থাঃ।**
**বর্ণাশ্রমাদিনিয়মা বহুধা যমাঃ স্যুঃ পূজাবমানবহুমানমুখা বিশেষাঃ॥ ৯৩**

জন্ম, জরা ও মৃত্যু—এগুলি স্থূলদেহের ধর্ম। শৈশব, যৌবন আদি অবস্থা ও বর্ণাশ্রমকে আশ্রয় করে যম-নিয়মাদি বিভিন্ন প্রকারের আচরণ তথা পূজা-অপমান-সম্মান প্রভৃতি হল এর বহুবিধ বিশেষত্ব।

## দশটি ইন্দ্রিয়

**বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি শ্রবণং ত্বগক্ষি ঘ্রাণং চ জিহ্বা বিষয়াববোধনাৎ।**
**বাক্‌পাণিপাদং গুদমপ্যুপস্থঃ কর্মেন্দ্রিয়াণি প্রবণেন কর্মসু॥ ৯৪ ॥**

কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, নাসিকা ও রসনা—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, কারণ এগুলির দ্বারা বিষয়ের জ্ঞান হয়। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু এবং গুহ্য—এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, কারণ এগুলি হল বহুবিধ কর্মপ্রবণ (কর্মশীল)।

## অন্তঃকরণচতুষ্টয়

**নিগদ্যতেঽন্তঃকরণং মনোধীরহংকৃতিশ্চিত্তমিতি স্ববৃত্তিভিঃ।**
**মনস্তু সঙ্কল্পবিকল্পনাদিভির্বুদ্ধিঃ পদার্থাধ্যবসায়ধর্মতঃ॥ ৯৫ ॥**
**অত্রাভিমানাদহমিত্যহঙ্কৃতিঃ স্বার্থানুসন্ধানগুণেন চিত্তম্॥ ৯৬ ॥**

অন্তঃকরণ নিজের বিভিন্ন বৃত্তি অনুসারে মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার নামে কথিত হয়। সঙ্কল্প-বিকল্পের কারণ ‘মন’, “ইহা এই” বলে যখন

পদার্থ নিশ্চয় করে, তখন তাকে 'বুদ্ধি' বলা হয়, দেহাদিতে "আমি আমি" বলে যখন অভিমানযুক্ত হয়ে নিশ্চয় করে তখন 'অহংকার' এবং নিজের ইষ্ট-বস্তুর চিন্তা করলে 'চিত্ত' বলা হয়।

## পঞ্চপ্রাণ

**প্রাণাপানব্যানোদানসমানা ভবত্যসৌ প্রাণঃ।**
**স্বয়মেব বৃত্তিভেদাদ্বিকৃতিভেদাৎ সুবর্ণসলিলাদিবৎ॥ ৯৭ ॥**

সুবর্ণ বা জল যেমন বিকার প্রাপ্ত হয়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে, সেইরূপ কার্যভেদে স্বয়ং প্রাণই—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান এই পঞ্চবায়ুরূপে কথিত হয়।

## সূক্ষ্ম শরীর

**বাগাদিপঞ্চ শ্রবণাদিপঞ্চ প্রাণাদিপঞ্চাভ্রমুখানি পঞ্চ।**
**বুদ্ধ্যাদ্যবিদ্যাপি চ কামকর্মণী পুর্যষ্টকং সূক্ষ্মশরীরমাহুঃ॥ ৯৮ ॥**

বাক্ আদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, শ্রবণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, আকাশাদি পঞ্চভূত, অন্তঃকরণের বুদ্ধি আদি চার ভেদ, অবিদ্যা, কাম এবং কর্ম—এই আটটি পুরীকে সূক্ষ্মশরীর বলা হয়।

**ইদং শরীরং শৃণু সূক্ষ্মসংজ্ঞিতং লিঙ্গং ত্বপঞ্চীকৃতভূতসম্ভবম্।**
**সবাসনং কর্মফলানুভাবকং স্বাজ্ঞানতোঽনাদিরুপাধিরাত্মনঃ॥ ৯৯ ॥**

এই সূক্ষ্মশরীরকে লিঙ্গ শরীরও বলা হয়। এটি অপঞ্চীকৃত মহাভূতের সমবায়ে গঠিত, বাসনাযুক্ত এবং কর্মফল ভোগকারী। স্বস্বরূপের জ্ঞানের অভাবশত জীবের উপাধি অনাদি।

**স্বপ্নো ভবত্যস্য বিভক্ত্যবস্থা স্বমাত্রশেষেণ বিভাতি যত্র।**
**স্বপ্নে তু বুদ্ধিঃ স্বয়মেব জাগ্রৎকালীননানাবিধবাসনাভিঃ।**
**কর্ত্রাদিভাবং প্রতিপদ্য রাজতে যত্র স্বয়ংজ্যোতিরয়ং পরাত্মা॥ ১০০ ॥**

স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্মশরীরের অভিব্যক্তি হয় এবং বাহ্যকারণ শূন্য হয়ে নিজের রূপে প্রকাশ পায়। স্বপ্নাবস্থায় যেখানে একমাত্র স্বয়ংপ্রকাশ শুদ্ধ

চেতন (ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ রূপে) ভাসিত হয়, বুদ্ধি নিজেই জাগ্রতকালীন নানা বাসনার সহায়তায় কর্তা-কর্ম-করণ ইত্যাদি ভাব প্রাপ্ত হয়ে প্রকাশ পায়।

**ধীমাত্রকোপাধিরশেষসাক্ষী ন লিপ্যতে তৎকৃতকর্মলেশৈঃ।**
**যস্মাদসঙ্গস্তত এব কর্মভি র্ন লিপ্যতে কিঞ্চিদুপাধিনা কৃতৈঃ॥ ১০১ ॥**

বুদ্ধি আত্মার ভাব লাভ করে নিজেকে আত্মা বলে প্রচার করে, সুতরাং সর্বসাক্ষী আত্মা কোন ক্রমেই বুদ্ধিদ্বারা কৃত কর্মের সঙ্গে লিপ্ত হতে পারেন না। কেননা তিনি সর্বদাই অসঙ্গ। অতএব উপাধিকৃত কর্মের সঙ্গে তাঁর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক থাকতে পারে না।

**সর্বব্যাপৃতিকরণং লিঙ্গমিদং স্যাচ্চিদাত্মনঃ পুংসঃ।**
**বাস্যাদিকমিব তক্ষস্তেনৈবাত্মা ভবত্যসঙ্গোঽয়ম্॥ ১০২ ॥**

সূত্রধর যেমন বাসুলি প্রভৃতির সাহায্যে কাজ করে, লিঙ্গ শরীরের দ্বারা সেইভাবে চৈতন্যস্বরূপ আত্মায় সকল ব্যাপার সাধিত হয়। অতএব আত্মা সর্বতোভাবে অসঙ্গ।

**অন্ধত্বমন্দত্বপটুত্বধর্মাঃ সৌগুণ্যবৈগুণ্যবশাদ্ধি চক্ষুষঃ।**
**বাধির্যমূকত্বমুখাস্তথৈব শ্রোত্রাদিধর্মা ন তু বেত্তুরাত্মনঃ॥ ১০৩ ॥**

দৃষ্টির গুণ-দোষে মানুষ স্পষ্ট, স্বল্প বা ঝাপসা দেখে—এগুলি চোখের ধর্ম। তেমনি মূক, বধির প্রভৃতি বাক্ ইন্দ্রিয়াদির ধর্ম ; সর্বসাক্ষী আত্মার নয়।

## প্রাণের ধর্ম

**উচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসবিজৃম্ভণক্ষুৎপ্রস্পন্দনাদ্যুৎক্রমণাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।**
**প্রাণাদিকর্মাণি বদন্তি তজ্জ্ঞাঃ প্রাণস্য ধর্মাবশনাপিপাসে॥ ১০৪ ॥**

শ্বাস-প্রশ্বাস, হাইতোলা, হাঁচি, স্পন্দন, নড়াচড়া প্রভৃতি ক্রিয়াগুলিকে তথা ক্ষুধা-পিপাসাকে তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষগণ প্রাণেরই ধর্ম বলে জানিয়েছেন।

## অহংকার

**অন্তঃকরণমেতেষু চক্ষুরাদিষু বর্ষ্মণি।**
**অহমিত্যভিমানেন তিষ্ঠত্যাভাসতেজসা॥ ১০৫ ॥**

অন্তঃকরণ আত্মার তেজে উদ্‌ভাসিত হয়ে চক্ষু প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ে এবং দেহে 'আমি', 'আমি' এরূপ বৃত্তি উৎপাদন করে স্থিত রয়েছে।

**অহঙ্কারঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কর্তা ভোক্তাভিমান্যয়ম্।**
**সত্ত্বাদিগুণযোগেন চাবস্থাত্রয়মশ্নুতে॥ ১০৬ ॥**

এই অহংকারকে জানতে হবে। এটিই কর্তা, ভোক্তা, এবং 'আমি-আমার' এরূপ অভিমানকারী তথা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের মিশ্রণে তিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

**বিষয়াণামানুকূল্যে সুখী দুঃখী বিপর্যয়ে।**
**সুখং দুঃখং চ তদ্ধর্মঃ সদানন্দস্য নাত্মনঃ॥ ১০৭ ॥**

জীবাত্মা বিষয়াদি অনুকূল হলে সুখী তথা প্রতিকূল হলে দুঃখ অনুভব করে। এই সুখ-দুঃখ অহংকারের ধর্ম, নিত্যানন্দস্বরূপ আত্মার নয়।

## প্রেমের আত্মার্থতা

**আত্মার্থত্বেন হি প্রেয়ান্ বিষয়ো ন স্বতঃ প্রিয়ঃ।**
**স্বত এব হি সর্বেষামাত্মা প্রিয়তমো যতঃ॥ ১০৮ ॥**

বিষয় স্বতন্ত্রভাবে আকর্ষিত করতে পারে না অর্থাৎ নিজের গুণে বিষয় প্রিয় হয় না কিন্তু আত্মার জন্যই প্রিয় হয় ; কারণ আত্মার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হওয়ায় স্বরূপত আত্মাই সকলের প্রিয়তম।

**তত আত্মা সদানন্দো নাস্য দুঃখং কদাচন।**
**যৎ সুষুপ্তৌ নির্বিষয় আত্মানন্দোঽনুভূয়তে।**
**শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানং চ জাগ্রতি॥ ১০৯ ॥**

সেহেতু আত্মা সর্বদাই আনন্দময়, এতে কখনো দুঃখ হয় না। সেজন্য সুষুপ্তিকালে (গাঢ় নিদ্রায়) বিষয়াদির সম্পূর্ণরূপে অভাব হলেও আত্মানন্দের অনুভব হয়। এই বিষয়ে শ্রুতি, প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য ও অনুমান—এই চতুর্বিধ প্রমাণ বর্তমান।

## মায়ার স্বরূপ নিরূপণ

**অব্যক্তনাম্নী পরমেশশক্তিরনাদ্যবিদ্যা ত্রিগুণাত্মিকা পরা।**

**কার্যানুমেয়া সুধিয়ৈব মায়া যয়া জগৎ সর্বমিদং প্রসূয়তে॥ ১১০ ॥**

ত্রিগুণাত্মিকা (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ) অনাদি মায়া বা অবিদ্যা ব্রহ্মের শক্তি। একে অব্যক্তও বলা হয়। এই মায়ার দ্বারাই সমগ্র জগৎ উৎপন্ন হয়েছে। সৃষ্টিরূপ কার্যের দ্বারাই বুদ্ধিমান ব্যক্তি এর অস্তিত্ব অনুমান করেন।

**সন্নাপ্যসন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো ভিন্নাপ্যভিন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো।**
**সঙ্গাপ্যনঙ্গাপ্যুভয়াত্মিকা নো মহাদ্ভুতানির্বচনীয়রূপা॥ ১১১ ॥**

সেই মায়া বা অবিদ্যা সৎ-সত্যস্বরূপা নয় আবার অসৎ বা মিথ্যাও নয় কিংবা উভয়রূপাও নয় ; ভিন্ন নয়, অভিন্নও নয় আবার উভয়রূপাও নয় ; অঙ্গসহ নয়, অঙ্গরহিতও নয় কিংবা মায়ার অঙ্গ আছে অথবা নেই তাও বলা যায় না। অতএব এই মায়া আশ্চর্যরূপা ও বাক্যের দ্বারা অপ্রকাশ্যা।

**শুদ্ধাদ্বয়ব্রহ্মবিবোধনাশ্যা সর্পভ্রমো রজ্জুবিবেকতো যথা।**
**রজস্তমঃ সত্ত্বমিতি প্রসিদ্ধা গুণাস্তদীয়াঃ প্রথিতৈঃ স্বকার্যৈঃ॥ ১১২ ॥**

রজ্জুকে রজ্জু বলে জানলে যেমন সর্পভয় দূর হয়, তেমনি শুদ্ধ ও অদ্বয় ব্রহ্মের স্বরূপ-জ্ঞান হলে এই মায়া তিরোহিত হয়। মায়ার প্রসিদ্ধ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ স্বস্বকার্যের দ্বারা সুপরিচিত।

## রজোগুণ

**বিক্ষেপশক্তী রজসঃ ক্রিয়াত্মিকা যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী।**
**রাগাদয়োঽস্যাঃ প্রভবন্তি নিত্যং দুঃখাদয়ো যে মনসোবিকারাঃ॥ ১১৩ ॥**

যে ক্রিয়াত্মিকা বিক্ষেপশক্তি অনন্তকাল ধরে চলে আসছে সেটি রজোগুণ থেকে উৎপন্ন। জীবের বিষয়াসক্তি প্রভৃতি এবং সুখ-দুঃখাদি যে সব মনের বিকার, সেসব এই রজোগুণ থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

**কামঃ ক্রোধো লোভদম্ভাদ্যসূয়াহঙ্কারের্ষ্যামৎসরাদ্যাস্তু ঘোরাঃ।**
**ধর্মা এতে রাজসাঃ পুম্প্রবৃত্তির্যস্মাদেষা তদ্রজো বন্ধহেতুঃ॥ ১১৪ ॥**

কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ, অসূয়া (গুণে দোষবুদ্ধি), অহংকার, ঈর্ষ্যা ও মাৎসর্য প্রভৃতি বৃত্তিসমূহ রজোগুণ থেকে উৎপন্ন হয়। এই রজোগুণজাত কাম- ক্রোধাদি বৃত্তির ফলে জীব কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

## তমোগুণ

**এষাবৃতির্নাম তমোগুণস্য শক্তির্যয়া বস্ত্ববভাসতেঽন্যথা।**
**সৈষা নিদানং পুরুষস্য সংসৃতের্বিক্ষেপশক্তেঃ প্রসরস্য হেতুঃ॥ ১১৫ ॥**

যার দ্বারা বস্তু যথার্থরূপে প্রকাশিত না হয়ে ভিন্নরূপে দৃষ্ট হয়, তাকে তমোগুণের আবরণ শক্তি বলা হয়। এই শক্তিই পুরুষের সংসারে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তনের আদি-কারণ এবং ইহাই বিক্ষেপশক্তির প্রসারের হেতু।

**প্রজ্ঞাবানপি পণ্ডিতোঽপি চতুরোঽপ্যত্যন্তসূক্ষ্মার্থদৃক্**
**ব্যালীঢ়স্তমসা ন বেত্তি বহুধা সম্বোধিতোঽপি স্ফুটম্।**
**ভ্রান্ত্যারোপিতমেব সাধু কলয়ত্যালম্বতে তদ্‌গুণান্**
**হন্তাসৌ প্রবলা দুরন্ততমসঃ শক্তির্মহত্যাবৃতিঃ॥ ১১৬ ॥**

অতি বুদ্ধিমান, বিদ্বান, চতুর এবং শাস্ত্রজ্ঞ এবং শাস্ত্রসহায়ে অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম দেহাদীর বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন হলেও তমোগুণে আচ্ছন্ন পুরুষ নানা যুক্তিসহকারে উপদিষ্ট হলেও যথার্থ আত্মতত্ত্ব বুঝতে পারে না। ভ্রান্তিবশত মিথ্যা পদার্থকে সত্য বলে মনে করে তমোগুণের আশ্রিত হয়। হায় ! দুরন্ত তমোগুণের এই মহতী আবরণ-শক্তি বড়ই প্রবল।

**অভাবনা বা বিপরীতভাবনাসম্ভাবনা বিপ্রতিপত্তিরস্যাঃ।**
**সংসর্গযুক্তং ন বিমুঞ্চতি ধ্রুবং বিক্ষেপশক্তিঃ ক্ষপয়ত্যজস্রম্॥ ১১৭ ॥**

আবরণশক্তির বশীভূত পুরুষকে অভাবনা, বিপরীতভাবনা, অসম্ভাবনা এবং বিপ্রতিপত্তি—তমোগুণের এই চার শক্তি গ্রাস করে। বিক্ষেপশক্তি তাকে সর্বদা বিভ্রান্ত করে রাখে।

**অজ্ঞানমালস্যজড়ত্বনিদ্রাপ্রমাদমূঢ়ত্বমুখাস্তমোগুণাঃ।**
**এতৈঃ প্রযুক্তো ন হি বেত্তি কিঞ্চিন্নিদ্রালুবৎ স্তম্ভবদেব তিষ্ঠতি॥ ১১৮ ॥**

অজ্ঞান, আলস্য, জড়ত্ব, নিদ্রা, প্রমাদ, নির্বুদ্ধিতা প্রভৃতি হল তমোগুণের কার্য। এগুলির বশীভূত পুরুষ কিছুই জানতে পারে না, বরং

নিদ্রিতের ন্যায় অথবা স্তম্ভের ন্যায় জড়বৎ হয়ে অবস্থান করে।[১]

## সত্ত্বগুণ

**সত্ত্বং বিশুদ্ধং জলবত্তথাপি তাভ্যাং মিলিত্বা সরণায় কল্পতে।**
**যত্রাত্মবিম্বঃ প্রতিবিম্বিতঃ সন্ প্রকাশয়ত্যর্ক ইবাখিলং জড়ম্॥ ১১৯ ॥**

সত্ত্বগুণ বিশুদ্ধ জলের ন্যায় স্বচ্ছ। তবুও এটি রজো আর তমোগুণের সংমিশ্রণে ভববন্ধনের কারণ হয়। এই সত্ত্বগুণে শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা প্রতিফলিত হয়ে সূর্যের ন্যায় সমগ্র জড় জগৎকে প্রকাশিত করে।

**মিশ্রস্য সত্ত্বস্য ভবন্তি ধর্মাস্ত্বমানিতাদ্যা নিয়মা যমাদ্যাঃ।**
**শ্রদ্ধা চ ভক্তিশ্চ মুমুক্ষুতা চ দৈবী চ সম্পত্তিরসন্নিবৃত্তিঃ॥ ১২০ ॥**

অমানিত্বাদি, যম-নিয়মাদি, শ্রদ্ধা, ভক্তি, মুমুক্ষতা, দৈবী সম্পদ এবং অসদাচরণত্যাগ—এগুলি মিশ্র (রজ-তমে মিশ্রিত) সত্ত্বগুণের ধর্ম।

**বিশুদ্ধসত্ত্বস্য গুণাঃ প্রসাদঃ স্বাত্মানুভূতিঃ পরমা প্রশান্তিঃ।**
**তৃপ্তিঃ প্রহর্ষঃ পরমাত্মনিষ্ঠা যয়া সদানন্দরসং সমৃচ্ছতি॥ ১২১ ॥**

চিত্তের প্রসন্নতা, স্বস্বরূপের অনুভব, নিরতিশয় সন্তোষ, তৃপ্তি, উত্তম আহ্লাদ এবং পরমাত্মনিষ্ঠা—এগুলি শুদ্ধ সত্ত্বগুণের ধর্ম, যার দ্বারা নিত্যানন্দরসের অনুভব হয়।

## কারণ-শরীর

**অব্যক্তমেতৎ ত্রিগুণৈর্নিরুক্তং তৎ কারণং নাম শরীরমাত্মনঃ।**
**সুষুপ্তিরেতস্য বিভক্ত্যবস্থা প্রলীনসর্বেন্দ্রিয়বুদ্ধিবৃত্তিঃ॥ ১২২ ॥**

এরূপে তিনগুণের দ্বারা নিরূপিত হয়ে অব্যক্তের বর্ণনা করা হল। এই

---

[১]'ব্রহ্ম' বলে কিছু নেই এরূপ বোধকে 'অভাবনা' বলা হয়। আমিই 'এই দেহ'—এই হল বিপরীত ভাবনা। কারও অস্তিত্বে সন্দেহ হলে সেটি 'অসম্ভাবনা' এবং 'আছে কি নেই' এই সংশয়কে বিপ্রতিপত্তি বলা হয়। ক্রিয়াত্মক জাগতিক ব্যবহার হল মায়ার 'বিক্ষেপশক্তি'।

অব্যক্তই আত্মার কারণ-শরীর। যখন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় হয়, সেই সুষুপ্তিকালে ইহা অভিব্যক্ত হয়।

**সর্বপ্রকারপ্রমিতিপ্রশান্তির্বীজাত্মনাবস্থিতিরেব বুদ্ধেঃ।**
**সুষুপ্তিরেতস্য কিল প্রতীতিঃ কিঞ্চিন্ন বেদ্মীতি জগৎপ্রসিদ্ধেঃ॥ ১২৩ ॥**

যথায় সকল প্রকারের প্রমা—বিষয়জ্ঞান লয় হয় এবং বুদ্ধি বীজরূপে অবস্থান করে, তাহাই সুষুপ্তি অবস্থা। এর প্রতীতি 'আমি কিছুই জানি না'—এরূপ লোকপ্রসিদ্ধ উক্তিতে হয়।

## অনাত্ম-নিরূপণ

**দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোঽহমাদয়ঃ সর্বে বিকারা বিষয়াঃ সুখাদয়ঃ।**
**ব্যোমাদিভূতান্যখিলং চ বিশ্বমব্যক্তপর্যন্তমিদং হ্যনাত্মা॥ ১২৪ ॥**

দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ,মন ও অহংকারাদি সকল বিকার, সুখাদি সমস্ত বিষয়, আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত এবং অব্যক্ত পর্যন্ত অখিল বিশ্ব—এ সব কিছুই অনাত্মা।

**মায়া মায়াকার্যং সর্বং মহদাদি দেহপর্যন্তম্।**
**অসদিদমনাত্মকং ত্বং বিদ্ধি মরুমরীচিকাকল্পম্॥ ১২৫ ॥**

মায়া এবং মহত্তত্ত্ব হতে স্থূল-শরীর পর্যন্ত মায়ার সকল কার্যকে তুমি মরুভূমিতে জলভ্রমের ন্যায় অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা এবং অনাত্মক বলে জানবে।

## আত্ম-নিরূপণ

**অথ তে সম্প্রবক্ষ্যামি স্বরূপং পরমাত্মনঃ।**
**যদ্বিজ্ঞায় নরো বন্ধান্মুক্তঃ কৈবল্যমশ্নুতে॥ ১২৬ ॥**

এখন আমি তোমাকে পরমাত্মার স্বরূপ বলব, যা অবগত হলে মানুষ সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে কৈবল্যপদ লাভ করে।

**অস্তি কশ্চিৎ স্বয়ং নিত্যমহংপ্রত্যয়লম্বনঃ।**
**অবস্থাত্রয়সাক্ষী সন্ পঞ্চকোশবিলক্ষণঃ॥ ১২৭ ॥**

পঞ্চকোশ থেকে পৃথক, জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তির দ্রষ্টা, মরণ পর্যন্ত জীবের যে 'আমি আমি' জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানের সাক্ষী, জড়পদার্থসূমহ হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বয়ং চেতন পরমাত্মা আছেন।

**যো বিজানাতি সকলং জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু।**
**বুদ্ধিতদ্‌বৃত্তিসদ্ভাবমভাবমহমিত্যয়ম্॥ ১২৮ ॥**

যিনি জাগৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থাতেই বুদ্ধিকে এবং বুদ্ধির বৃত্তিসমূহের বর্তমানতা ও অভাবকে 'অহংভাবে' স্থিত হয়ে জানেন।

**যঃ পশ্যতি স্বয়ং সর্বং যং ন পশ্যতি কশ্চন।**
**যশ্চেতয়তি বুদ্ধ্যাদিং ন তু যং চেতয়ত্যয়ম্॥ ১২৯ ॥**

যিনি স্বয়ং সবকিছু অবলোকন করেন কিন্তু যাঁকে কেউ দেখতে পায় না, যিনি বুদ্ধি, প্রাণ, ইন্দ্রিয়াদিকে প্রকাশিত করেন কিন্তু যাঁকে এই বুদ্ধ্যাদি কেউ প্রকাশিত করতে পারে না।

**যেন বিশ্বমিদং ব্যাপ্তং যন্ন ব্যাপ্নোতি কিঞ্চন।**
**আভারূপমিদং সর্বং যং ভান্তমনুভাত্যয়ম্॥ ১৩০ ॥**

যাঁর দ্বারা এই বিশ্ব পরিব্যাপ্ত রয়েছে কিন্তু কোনো পদার্থ তাঁকে ব্যাপ্ত করতে পারে না তথা সেই স্বয়ংপ্রকাশ পরমাত্মার দ্বারাই প্রতিবিম্বরূপ এই জগৎ প্রকাশিত হয়।

**যস্য সন্নিধিমাত্রেণ দেহেন্দ্রিয়মনোধিয়ঃ।**
**বিষয়েষু স্বকীয়েষু বর্তন্তে প্রেরিতা ইব॥ ১৩১ ॥**

যাঁর সমীপতা অর্থাৎ সত্তা-স্ফূর্তি দ্বারা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—মনিবের উপস্থিতিতে সেবকগণ যেমন স্বস্বকর্মে নিরত থাকে—সেরূপ স্বস্ববিষয়ে প্রবৃত্ত হয়।

**অহঙ্কারাদিদেহান্তা বিষয়াশ্চ সুখাদয়ঃ।**
**বেদ্যন্তে ঘটবদ্ যেন নিত্যবোধস্বরূপিণা॥ ১৩২ ॥**

অহংকার হতে দেহ পর্যন্ত সমস্তকিছু এবং সুখ-দুঃখাদি বিষয় যে নিত্য জ্ঞানস্বরূপ আত্মার দ্বারা ঘটের ন্যায় জানতে পারে।

**এষোঽন্তরাত্মা পুরুষঃ পুরাণো নিরন্তরাখণ্ডসুখানুভূতিঃ।**
**সদৈকরূপঃ প্রতিবোধমাত্রো যেনেষিতা বাগসবশ্চরন্তি॥ ১৩৩ ॥**

যাঁর প্রেরণায় ইন্দ্রিয়সমূহ ও প্রাণ সঞ্চালিত হয়, তিনি নিত্য অখণ্ড সুখানুভবস্বরূপ অন্তরাত্মা সনাতন পুরুষ। তিনি জ্ঞানস্বরূপ এবং সর্বদা একরূপে অবস্থিত।

**অত্রৈব সত্ত্বাত্মনি ধীগুহায়ামব্যাকৃতাকাশ উরুপ্রকাশঃ।**
**আকাশ উচ্চৈ রবিবৎ প্রকাশতে স্বতেজসা বিশ্বমিদং প্রকাশয়ন্॥ ১৩৪ ॥**

এই সত্ত্বাত্মা অর্থাৎ বুদ্ধিরূপ গুহায় স্থিত অব্যক্তাকাশের মধ্যে এক পরমপ্রকাশময় আকাশ সূর্যতুল্য নিজ তেজে এই সমগ্র জগৎকে প্রকাশিত করতে করতে অতিতীব্র ভাবে প্রকাশমান হচ্ছেন।

**জ্ঞাতা মনোঽহঙ্কৃতিবিক্রিয়াণাং দেহেন্দ্রিয়প্রাণকৃতক্রিয়াণাম্।**
**অয়োঽগ্নিবত্তাননুবর্তমানো ন চেষ্টতে নো বিকরোতি কিঞ্চন॥ ১৩৫ ॥**

এই আত্মা, মন ও অহংকারের বিকারসমূহের এবং দেহ, ইন্দ্রিয় তথা প্রাণের ক্রিয়াসমূহের জ্ঞাতা। জলন্ত লৌহপিণ্ডে বর্তমান অগ্নি লৌহপিণ্ডের আকার অনুযায়ী প্রতীয়মান হলেও অগ্নির কোনো পরিবর্তন হয় না, সেরূপে আত্মা নিজে কোনো প্রচেষ্টা করেন না এবং কোনোরূপ বিকারগ্রস্তও হন না।

**ন জায়তে নো ম্রিয়তে ন বর্ধতে ন ক্ষীয়তে নো বিকরোতি নিত্যঃ।**
**বিলীয়মানেঽপি বপুষ্যমুষ্মিন্ ন লীয়তে কুম্ভ ইবাম্বরং স্বয়ম্॥ ১৩৬ ॥**

আত্মা জন্মান না, মরেন না, বৃদ্ধি পান না, ক্ষয়প্রাপ্ত হন না বা বিকৃত হন না। আত্মা নিত্য। ঘট ভেঙ্গে গেলে যেমন ঘটাকাশের নাশ হয় না, তদ্রূপ মানব-দেহ নাশ প্রাপ্ত হলেও আত্মা নাশপ্রাপ্ত হন না।

**প্রকৃতিবিকৃতিভিন্নঃ শুদ্ধবোধস্বভাবঃ সদসদিদমশেষং ভাসয়ন্নির্বিশেষঃ।**
**বিলসতি পরমাত্মা জাগ্রদাদিষ্বস্থাস্বহমহমিতি সাক্ষাৎ সাক্ষিরূপেণ বুদ্ধেঃ॥ ১৩৭**

প্রকৃতি ও বিকৃতি অর্থাৎ কারণ ও কার্য থেকে ভিন্ন, শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ নির্বিশেষ পরমাত্মা সৎ-অসৎকে প্রকাশিত করে জাগ্রদাদি তিন অবস্থাতেই

'আমি আমি' বলে নিজেকে প্রকাশিত করে প্রত্যক্ষভাবে সাক্ষিরূপে বর্তমান।

**নিয়মিতমনসামুং ত্বং স্বমাত্মানমাত্মন্যয়মহমিতি সাক্ষাদ্বিদ্ধি বুদ্ধিপ্রসাদাৎ।**
**জনিমরণতরঙ্গাপারসংসারসিন্ধুং প্রতর ভব কৃতার্থো ব্রহ্মরূপেণ সংস্থঃ॥ ১৩৮**

তুমি সংযতমনের এবং বিমল বুদ্ধির সহায়তায় 'এই শুদ্ধ আত্মাই আমি' এরূপে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করে জন্মমরণরূপ তরঙ্গসঙ্কুল এই ভবসাগর পার হও তথা ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করে কৃতার্থ হও।

## অধ্যাস

**অত্রানাত্মন্যহমিতি মতির্বন্ধ এষোঽস্য পুংসঃ**
**প্রাপ্তোঽজ্ঞানাজ্জননমরণক্লেশসম্পাতহেতুঃ।**
**যেনৈবায়ং বপুরিদমসৎসত্যমিত্যাত্মবুদ্ধ্যা**
**পুষ্যত্যুক্ষত্যবতি বিষয়ৈস্তন্তুভিঃ কোশকৃদ্বৎ॥ ১৩৯ ॥**

এই অনাত্মা দেহাদিতে 'আমি' জ্ঞানই বন্ধন। অজ্ঞান হতে উৎপন্ন এই বন্ধন পুরুষের জন্ম-মৃত্যুরূপ ক্লেশপ্রাপ্তির কারণ। যার ফলে মানুষ অনিত্য দেহকে 'সত্যই এই দেহ আমি' জ্ঞান করে দেহের পোষণ, মার্জন ও পালন করে ; গুটিপোকা যেমন পরিশ্রমপূর্বক সুতো উৎপাদন করে সেই সুতো দ্বারা নিজের মরণের হেতু গুটি প্রস্তুত করে থাকে।

**অতস্মিংস্তদ্বুদ্ধিঃ প্রভবতি বিমূঢ়স্য তমসা**
**বিবেকাভাবাদ্বৈ স্ফুরতি ভুজগে রজ্জুধিষণা।**
**ততোঽনর্থব্রাতো নিপততি সমাদাতুরধিক-**
**স্ততো যোঽসদ্গ্রাহঃ স হি ভবতি বন্ধঃ শৃণু সখে॥ ১৪০ ॥**

অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্যক্তির এক বস্তুকে আর এক বস্তু বলে মনে হয়। বিবেকের অভাববশতই সর্পকে রজ্জু বলে ভ্রম হয়। এই ভ্রমের বশীভূত ব্যক্তি যদি রজ্জুকে গ্রহণে উন্মুখ হয়, তাহলে বহু আপদ-বিপদের সম্মুখীন হয়। অতএব হে বন্ধু ! শোন ! মিথ্যা বস্তুকে সত্য বলে গ্রহণ করাই হল বন্ধন।

অখণ্ডনিত্যাদ্বয়বোধশক্ত্যা স্ফুরন্তমাত্মানমনন্তবৈভবম্।
সমাবৃণোত্যাবৃতিশক্তিরেষা তমোময়ী রাহুরিবার্কবিম্বম্॥ ১৪১ ॥

অখণ্ড-নিত্য-অদ্বয়, স্বীয় চৈতন্যস্বরূপের দ্বারা প্রকাশমান অনন্তপ্রভাবশালী আত্মাকে এই তমোময়ী আবরণশক্তি রাহু যেমন সূর্যমণ্ডলকে আচ্ছাদিত করে, সেভাবে আবৃত করে রাখে।

তিরোভূতে স্বাত্মন্যমলতরতেজোবতি পুমা-
নণাত্মানং মোহাদহমিতি শরীরং কলয়তি।
ততঃ কামক্রোধপ্রভৃতিভিরমুং বন্ধনগুণৈঃ
পরং বিক্ষেপাখ্যা রজস উরুশক্তির্ব্যথয়তি॥ ১৪২ ॥

অতি নির্মল স্বীয় আত্মাস্বরূপ অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হলে পুরুষ মোহবশত অনাত্ম দেহকে 'আমি' বলে মনে করে। পুরুষ এই ভ্রমের বশীভূত হলে রজোগুণের প্রবল বিক্ষেপশক্তি তাকে কামক্রোধাদির বন্ধনে আবদ্ধ করে ভয়ানক দুঃখ-যন্ত্রণা দিতে থাকে।

মহামোহগ্রাহগ্রসনগলিতাত্মাবগমনো
ধিয়ো নানাবস্থাঃ স্বয়মভিনয়ংস্তদ্গুণতয়া।
অপারে সংসারে বিষয়বিষপূরে জলনিধৌ
নিমজ্যোন্মজ্যায়ং ভ্রমতি কুমতিঃ কুৎসিতগতিঃ॥ ১৪৩ ॥

তখন এই নানাপ্রকার নীচগতিসম্পন্ন কুমতি জীব বিষয়রূপ বিষে পরিপূর্ণ অপার সংসার-সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে খেতে মহামোহরূপ গ্রাহের (হিংস্র জলজন্তু হাঙ্গরের) কবলে পড়ে আত্মজ্ঞান নষ্ট হয়ে গেলে বুদ্ধির গুণে অভিমানী হয়ে তারই নানা অবস্থাসমূহের অভিনয় করতে করতে ঘুরতে থাকে।

ভানুপ্রভাসঞ্জনিতাভ্রপঙ্ক্তির্ভানুং তিরোধায় বিজৃম্ভতে যথা।
আত্মোদিতাহঙ্কৃতিরাত্মতত্ত্বং তথা তিরোধায় বিজৃম্ভতে স্বয়ম্॥ ১৪৪ ॥

সূর্যের কিরণ দ্বারা উৎপন্ন মেঘরাশি যেমন সূর্যকে আচ্ছাদিত করে বিস্তার লাভ করে, তেমনি আত্মা হতে উৎপন্ন অহংকারও আত্মতত্ত্বকে

আচ্ছাদিত করে নিজে অবস্থান করে।

## আবরণশক্তি এবং বিক্ষেপশক্তি

কবলিতদিননাথে দুর্দিনে সান্দ্রমেঘৈ-
র্ব্যথয়তি হিমঝঞ্ঝাবায়ুরুগ্রো যথৈতান্।
অবিরততমসাত্মন্যাবৃতে মূঢ়বুদ্ধিং
ক্ষপয়তি বহুদুঃখৈস্তীব্রবিক্ষেপশক্তিঃ॥ ১৪৫ ॥

যেমন কোন দুর্যোগের দিনে সূর্য ঘন মেঘাচ্ছন্ন হলে ভয়ংকর ঝোড়ো ঠান্ডা হাওয়া সকলকে ক্লিষ্ট করে তোলে, সেরূপ নিরন্তর তমসাচ্ছন্ন বুদ্ধিযুক্ত মূঢ় পুরুষও তীব্র বিক্ষেপশক্তি দ্বারা বহু প্রকার দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে থাকে।

এতাভ্যামেব শক্তিভ্যাং বন্ধঃ পুংসঃ সমাগতঃ।
যাভ্যাং বিমোহিতো দেহং মত্বাত্মানং ভ্রমত্যয়ম্॥ ১৪৬ ॥

এই আবরণ ও বিক্ষেপশক্তি দুটিই জীবের সংসার বন্ধনের কারণ। এই দুই শক্তির প্রভাবে বিমোহিত হয়ে অর্থাৎ স্বস্বরূপ ভুলে জীব শরীরকে আত্মা মনে করে বারবার সংসার-চক্রে ঘুরতে থাকে।

## বন্ধন-নিরূপণ

বীজং সংসৃতিভূমিজস্য তু তমো দেহাত্মধীরঙ্কুরো
রাগঃ পল্লবমম্বু কর্ম তু বপুঃ স্কন্ধোঽসবঃ শাখিকাঃ।
অগ্রাণীন্দ্রিয়সংহতিশ্চ বিষয়াঃ পুষ্পাণি দুঃখং ফলং
নানাকর্মসমুদ্ভবং বহুবিধং ভোক্তাত্র জীবঃ খগঃ॥ ১৪৭ ॥

এই সংসার-বৃক্ষের বীজ অজ্ঞানতা, দেহাত্মবুদ্ধি তার অঙ্কুর, আসক্তি পাতা, কর্ম জল, শরীর কাণ্ড, প্রাণসকল শাখাসমূহ এবং ইন্দ্রিয়গুলি প্রশাখা, বিষয় পুষ্প এবং বিভিন্ন কর্ম দ্বারা উৎপন্ন দুঃখসকল ফল আর জীবরূপী পক্ষী এর ভোক্তা।

অজ্ঞানমূলোঽয়মনাত্মবন্ধো নৈসর্গিকোঽনাদিরনন্ত ঈরিতঃ।
জন্মাপ্যয়ব্যাধিজরাদিদুঃখপ্রবাহপাতং জনয়ত্যমুষ্য॥ ১৪৮ ॥

দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ সংসারবন্ধন অজ্ঞানজনিত, এটিকে অনাদি এবং অনন্ত বলা হয়েছে। এই অনাত্মবন্ধনই জীবের জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিরূপ দুঃখসমূহের প্রবাহ উৎপন্ন করে থাকে।

## আত্মা-অনাত্মার বিবেক

নাস্ত্রৈর্ন শস্ত্রৈরনিলেন বহ্নিনা ছেত্তুং ন শক্যো ন চ কর্মকোটিভিঃ।
বিবেকবিজ্ঞানমহাসিনা বিনা ধাতুঃ প্রসাদেন সিতেন মঞ্জুনা॥ ১৪৯ ॥

এই বন্ধন বিধাতার বিশুদ্ধ কৃপালব্ধ বিবেক-বিজ্ঞানরূপ তীক্ষ্ণ ও মনোহর জ্ঞানরূপ খড়্গ ছাড়া কোন অস্ত্রশস্ত্র, বায়ু, অগ্নি কিংবা কোটি কর্ম দ্বারাও খণ্ডিত হবার নয়।

শ্রুতিপ্রমাণৈকমতেঃ স্বধর্মনিষ্ঠা তয়ৈবাত্মবিশুদ্ধিরস্য।
বিশুদ্ধবুদ্ধেঃ পরমাত্মবেদনং তেনৈব সংসারসমূলনাশঃ॥ ১৫০ ॥

বেদবাক্যে যার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তারই স্বধর্মে নিষ্ঠা জন্মে। স্বধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির চিত্ত শুদ্ধি হয়। চিত্ত শুদ্ধ হলে পরমাত্মার জ্ঞানলাভ হয় আর এই জ্ঞানই সংসার বৃক্ষকে সমূলে নাশ করে।

কোশৈরন্নময়াদ্যৈঃ পঞ্চভিরাত্মা ন সংবৃতো ভাতি।
নিজশক্তিসমুৎপন্নৈঃ শৈবালপটলৈরিবাম্বু বাপীস্থম্॥ ১৫১ ॥

জল থেকে উৎপন্ন শেওলা প্রভৃতির দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ায় পুকুরের জল যেমন দৃষ্টিগোচর হয় না, সেরূপ অন্নময়াদি পঞ্চকোশের দ্বারা আবৃত আত্মা প্রকাশ পায় না।

তচ্ছৈবালাপনয়ে সম্যক্ সলিলং প্রতীয়তে শুদ্ধম্।
তৃষ্ণাসন্তাপহরং সদ্যঃ সৌখ্যপ্রদং পরং পুংসঃ॥ ১৫২ ॥
পঞ্চানামপি কোশানামপবাদে বিভাত্যয়ং শুদ্ধঃ।
নিত্যানন্দৈকরসঃ প্রত্যগ্রূপঃ পরঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ॥ ১৫৩ ॥

জলের উপর ভাসমান শেওলা প্রভৃতি পূর্ণরূপে দূর করলে যেমন তৃষ্ণানিবারণকারী স্বাদু শীতল জলরাশি তৎক্ষণাৎ দৃষ্ট হয়, তেমনি দেহের পঞ্চকোশের আবরণ দূর হলে সদানন্দৈকরসস্বরূপ, অন্তর্যামী, স্বপ্রকাশক পরমাত্মা উদ্ভাসিত হন।

**আত্মানাত্মবিবেকঃ কর্তব্যো বন্ধমুক্তয়ে বিদুষা।**
**তেনৈবানন্দী ভবতি স্বং বিজ্ঞায় সচ্চিদানন্দম্॥ ১৫৪ ॥**

বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের জন্য আত্মা-অনাত্মার বিবেক-জ্ঞান অত্যন্ত প্রয়োজন। আর এই বিবেক-জ্ঞান দ্বারা সাধক নিজেকেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ অনুভব করে পরমানন্দে মগ্ন হন।

**মুঞ্জাদিষীকামিব দৃশ্যবর্গাৎ প্রত্যঞ্চমাত্মানমসঙ্গমক্রিয়ম্।**
**বিবিচ্য তত্র প্রবিলাপ্য সর্বং তদাত্মনা তিষ্ঠতি যঃ স মুক্তঃ॥ ১৫৫ ॥**

মুঞ্জতৃণ থেকে ডাঁটা বার করার জন্য যেমন উপরের আবরণগুলি ফেলে দিতে হয়, তেমনি বিচারের দ্বারা দৃশ্য দেহাদি অনাত্মবস্তুকে পৃথক জ্ঞান করে শুদ্ধ আত্মায় সেগুলিকে বিলীন করে যিনি আত্মভাবে স্থিতি লাভ করেছেন, তিনিই মুক্ত।

## অন্নময় কোশ

**দেহোঽয়মন্নভবনোঽন্নময়স্তু কোশশ্চান্নেন**
**জীবতি বিনশ্যতি তদ্বিহীনঃ।**
**ত্বক্ চর্মমাংসরুধিরাস্থিপুরীষরাশির্নায়ং**
**স্বয়ং ভবিতুমর্হতি নিত্যশুদ্ধঃ॥ ১৫৬ ॥**

অন্ন হতে জাত এই দেহকে অন্নময় কোশ বলা হয়। এটি অন্নদ্বারা জীবিত থাকে এবং অন্নাভাবে বিনষ্ট হয়। ত্বক-চর্ম-মাংস-রক্ত-অস্থি-বিষ্ঠার সমষ্টি এই অন্নময়-কোশ কখনও স্বয়ং নিত্যশুদ্ধ আত্মা হতে পারে না।

**পূর্বং জনেরপি মৃতেরপি নায়মস্তি জাতঃ**
**ক্ষণং ক্ষণগুণোঽনিয়তস্বভাবঃ।**

**নৈকো জড়শ্চ ঘটবৎ পরিদৃশ্যমানঃ**
**স্বাত্মা কথং ভবতি ভাববিকারবেত্তা॥ ১৫৭ ॥**

জন্মের পূর্বে এবং মৃত্যুর পরে এর কোন অস্তিত্ব থাকে না। জন্ম-মৃত্যুর মধ্যকালে স্বল্প সময়ের জন্য আবির্ভূত হয় এবং স্বল্পকালেই রমণীয়ভাবে থাকে। যতদিন বর্তমান থাকে ততদিনও একরূপে থাকে না। এই দেহ ভূতসমূহের পরিণাম, জড় ( চৈতন্যরহিত) এবং ঘটাদির ন্যায় দৃশ্য পদার্থ। আত্মা দেহাদির পরিণামের দ্রষ্টা, সুতরাং এই দেহ আত্মা হতে পারে না।

**পাণিপাদাদিমান্ দেহো নাত্মা ব্যঙ্গেঽপি জীবনাৎ।**
**তত্তচ্ছক্তেরনাশাচ্চ ন নিয়ম্যো নিয়ামকঃ॥ ১৫৮ ॥**

হস্ত-পদযুক্ত দেহ আত্মা হতে পারে না, কেননা অঙ্গ-ভগ্ন হলেও পুরুষের শক্তি নষ্ট না হওয়ায় সে জীবিত থাকে। উপরন্তু শরীর নিজেই অপেরর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, অতএব দেহ কখনও নিয়ন্ত্রক আত্মা হতে পারে না।

**দেহতদ্ধর্মতৎকর্মতদবস্থাদিসাক্ষিণঃ।**
**স্বত এব স্বতঃ সিদ্ধং তদ্বৈলক্ষণ্যমাত্মনঃ॥ ১৫৯ ॥**

আত্মা দেহ, দেহের ধর্ম, দেহের কর্ম তথা দেহের বিভিন্ন অবস্থার সাক্ষিস্বরূপ, অতএব দেহ থেকে আত্মা পৃথক—এটি স্বতঃসিদ্ধ।

**কুল্যরাশির্মাংসলিপ্তো মলপূর্ণোঽতিকশ্মলঃ।**
**কথং ভবেদয়ং বেত্তা স্বয়মেতদ্বিলক্ষণঃ॥ ১৬০ ॥**

অস্থিসমূহ, মাংসপিণ্ডেলিপ্ত, মলমূত্রে ভরা এই কুৎসিত দেহ নিজে থেকে ভিন্ন নিজের জ্ঞাতা কীভাবে হতে পারে ?

**ত্বঙ্‌মাংসমেদোঽস্থিপুরীষরাশাবহংমতিং মূঢ়জনঃ করোতি।**
**বিলক্ষণং বেত্তি বিচারশীলো নিজস্বরূপং পরমার্থভূতম্॥ ১৬১ ॥**

চর্ম-মাংস-চর্বি-অস্থি ও বিষ্ঠায় পূর্ণ এই দেহকে মূর্খরাই 'আমি' মনে করে। কিন্তু বিচারশীল ব্যক্তি স্বীয় শুদ্ধ-চৈতন্যস্বরূপকে এ থেকে ভিন্ন

বলে মনে করেন।

**দেহোঽহমিত্যেব জড়স্য বুদ্ধির্দেহে চ জীবে বিদুষস্ত্বহংধীঃ।**
**বিবেকবিজ্ঞানবতো মহাত্মনো ব্রহ্মাহমিত্যেব মতিঃ সদাত্মনি॥ ১৬২ ॥**

মূর্খ ব্যক্তিই দেহকে 'আমি' মনে করে। বিদ্বান (শাস্ত্রজ্ঞ) ব্যক্তির জীবে এবং বিবেকবিজ্ঞানযুক্ত উত্তম অধিকারীর 'আমিই ব্রহ্ম' এই সত্য আত্মাতেই অহংবুদ্ধি হয়।

**অত্রাত্মবুদ্ধিং ত্যজ মূঢ়বুদ্ধে ত্বঙ্‌মাংসমেদোঽস্থিপুরীষরাশৌ।**
**সর্বাত্মনি ব্রহ্মণি নির্বিকল্পে কুরুষ্ব শান্তিং পরমাং ভজস্ব॥ ১৬৩ ॥**

রে নির্বোধ ! মেদ-মাংস-ত্বক-অস্থি এবং মল-মূত্রাদিতে আত্মভাব ত্যাগ করে সর্বাত্মা, নির্বিকল্প ব্রহ্মে আত্মভাবনা করে পরমশান্তি অনুভব কর।

**দেহেন্দ্রিয়াদাবসতি ভ্রমোদিতাং বিদ্বানহন্তাং ন জহাতি যাবৎ।**
**তাবন্ন তস্যাস্তি বিমুক্তিবার্তাপ্যস্ত্বেষ বেদান্তনয়ান্তদর্শী॥ ১৬৪ ॥**

কোনো বিদ্বান ব্যক্তি বেদান্তদর্শনে ও নীতিশাস্ত্রে যত বড় পণ্ডিতই হোন না কেন, তিনি যতক্ষণ না অনিত্য দেহেন্দ্রিয়াদিতে ভ্রমজাত 'আমি-আমার' বোধ ত্যাগ করছেন, ততক্ষণ তার মোক্ষলাভের প্রশ্নই ওঠে না।

**ছায়াশরীরে প্রতিবিম্বগাত্রে যৎস্বপ্নদেহে হৃদি কল্পিতাঙ্গে।**
**যথাত্মবুদ্ধিস্তব নাস্তি কাচিজ্জীবচ্ছরীরে চ তথৈব মাস্তু॥ ১৬৫ ॥**

নিজের ছায়ায়, শরীরের প্রতিবিম্বে, স্বপ্নে দৃষ্ট দেহে কিংবা মনের দ্বারা কল্পিত দেহে যেমন কখনও তোমার আত্মবুদ্ধি অর্থাৎ 'আমি' বলে মনে হয় না, সেরূপ জীবিত দেহেও তোমার যেন কখনও 'আমি' ভাব না হয়।

**দেহাত্মধীরেব নৃণামসিদ্ধ্যাং জন্মাদিদুঃখপ্রভবস্য বীজম্।**
**যতস্ততস্ত্বং জহি তাং প্রযত্নাত্ত্যক্তে তু চিত্তে ন পুনর্ভবাশা॥ ১৬৬ ॥**

দেহে 'আমিত্ব' ভাব নির্বোধ মানুষের জন্ম-মরণরূপ দুঃখোৎপত্তির কারণ হয়। অতএব তুমি এই দেহাত্মবুদ্ধি সযত্নে পরিহার কর। দেহাত্মবুদ্ধি ত্যাগ হলে চিত্তে আর পুনর্জন্ম হবার আশঙ্কা থাকবে না।

## প্রাণময় কোশ

**কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভিরঞ্চিতোঽয়ং প্রাণো ভবেৎ প্রাণময়স্তু কোশঃ।**
**যেনাত্মবানন্নময়োঽন্নপূর্ণঃ প্রবর্ততেঽসৌ সকলক্রিয়াসু॥ ১৬৭ ॥**

পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রাণই প্রাণময় কোশরূপে পরিণত হয়। প্রাণময় কোশের দ্বারা ব্যাপ্ত হয়ে অন্নময় কোশ অন্নে পুষ্ট হয়ে নানা কর্মে প্রবৃত্ত হয়।

**নৈবাত্মাপি প্রাণময়ো বায়ুবিকারো**
**গন্তাগন্তা বায়ুবদন্তর্বহিরেষঃ।**
**যস্মাৎ কিঞ্চিৎ ক্বাপি ন বেত্তীষ্টমনিষ্টং**
**স্বং বান্যং বা কিঞ্চন নিত্যং পরতন্ত্রঃ॥ ১৬৮ ॥**

প্রাণময় কোশও বায়ুর বিকারমাত্র, আত্মা নয়। কেননা এটি বায়ুর ন্যায় ভিতরে-বাহিরে যাতায়াত করে, সর্বদা পরাধীন এবং নিজের ভাল-মন্দ বা আপন-পর নির্ণয় করতে পারে না।

## মনোময় কোশ

**জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ মনশ্চ মনোময়ঃ স্যাৎ**
**কোশো মমাহমিতি বস্তুবিকল্পহেতুঃ।**
**সংজ্ঞাদিভেদকলনাকলিতো বলীয়াং-**
**স্তৎপূর্বকোশমভিপূর্য বিজৃম্ভতে যঃ॥ ১৬৯ ॥**

পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মনকে মনোময়-কোশ বলা হয়। 'আমি-আমার' ইত্যাদি নানাবিধ বস্তুকল্পনার কারণ এবং অত্যন্ত বলবান নানারূপ ক্রিয়াদির সঙ্গে বর্তমান এই মনোময়-কোশ তৎপূর্ববর্তী প্রাণময়-কোশকে ব্যাপ্ত করে প্রকাশ পায়।

**পঞ্চেন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভিরেব হোতৃভিঃ প্রচীয়মানো বিষয়াজ্যধারয়া।**
**জাজ্বল্যমানো বহুবাসনেন্ধনৈর্মনোময়াগ্নির্দহতি প্রপঞ্চম্॥ ১৭০ ॥**

পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়রূপে পঞ্চ আহুতিপ্রদানকারীর দ্বারা বহুবাসনারূপ

কাষ্ঠরাশিসহায়ে প্রজ্বলিত এবং বিষয়রূপ ঘৃতাহুতি দ্বারা সংবর্ধিত এই মনোময়-কোশরূপ অগ্নি সম্পূর্ণ দৃশ্যপ্রপঞ্চকে দগ্ধ করে।

**ন হ্যস্ত্যবিদ্যা মনসোঽতিরিক্তা মনো হ্যবিদ্যা ভববন্ধহেতুঃ।**
**তস্মিন্বিনষ্টে সকলং বিনষ্টং বিজৃম্ভিতেঽস্মিন্ সকলং বিজৃম্ভতে॥ ১৭১ ॥**

মনই সংসার বন্ধনের হেতু অবিদ্যা। মনের অতিরিক্ত কোনো অবিদ্যা নেই। মনের নাশ হলে সবকিছুই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, আবার মন জাগ্রত হলে সকল বস্তু প্রতীত হতে থাকে।

**স্বপ্নেঽর্থশূন্যে সৃজতি স্বশক্ত্যা ভোক্ত্রাদি বিশ্বং মন এব সর্বম্।**
**তথৈব জাগ্রত্যপি নো বিশেষস্তৎসর্বমেতন্মনসো বিজৃম্ভণম্॥ ১৭২ ॥**

স্বপ্নদর্শনকালে বাহ্যপদার্থ না থাকলেও মনই নিজের শক্তিতে ভোক্তা ও ভোগ্যের সহিত সমস্ত সংসারের সৃষ্টি করে থাকে। সেরূপ জাগ্রতকালে দৃষ্ট জগৎও মনেরই সৃষ্টি। জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালীন সৃষ্টির মধ্যে কোন ভেদ নেই। এজন্য উভয় সৃষ্টিই মনের বিলাসমাত্র।

**সুষুপ্তিকালে মনসি প্রলীনে নৈবাস্তি কিঞ্চিৎ সকলপ্রসিদ্ধেঃ।**
**অতো মনঃকল্পিত এব পুংসঃ সংসার এতস্য ন বস্তুতোঽস্তি॥ ১৭৩ ॥**

সুষুপ্তির সময় অর্থাৎ গাঢ় নিদ্রাকালে মন অবিদ্যায় লীন হয়ে গেলে জাগ্রত বা স্বপ্নকালে সৃষ্ট কোন বস্তুই থাকে না—এটি সর্বজন বিদিত। অতএব জীবের দৃষ্টিতে এই সংসার মনের কল্পনামাত্র, বাস্তব নয়।

**বায়ুনানীয়তে মেঘঃ পুনস্তেনৈব নীয়তে।**
**মনসা কল্প্যতে বন্ধো মোক্ষস্তেনৈব কল্প্যতে॥ ১৭৪ ॥**

বায়ুর দ্বারা মেঘ আনীত হয় আবার বায়ুর দ্বারাই দূরে অপসারিত হয়। তেমনি মনের দ্বারা বন্ধনের কল্পনা হয় এবং মোক্ষ মনেরই কল্পনা।

**দেহাদিসর্ববিষয়ে পরিকল্প্য রাগং বধ্নাতি তেন পুরুষং পশুবদ্ গুণেন।**
**বৈরস্যমত্র বিষবৎসু বিধায় পশ্চাদেনং বিমোচয়তি তন্মন এব বন্ধাৎ॥ ১৭৫ ॥**

এই মনই দেহে, ইন্দ্রিয়ে এবং রূপ-রসাদি বিষয়ে আসক্তি উৎপাদন

করে, পশুকে যেমন দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়, সেরূপ আসক্তিরূপ দড়ি দিয়ে জীবকে সংসারে আবদ্ধ রাখে। আবার মনই বিষবৎ বিষয়াদিতে বৈরাগ্য এনে জীবকে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত করে।

**তস্মান্মনঃ কারণমস্য জন্তোর্বন্ধস্য মোক্ষস্য চ বা বিধানে।**
**বন্ধস্য হেতুর্মলিনং রজোগুণৈ র্মোক্ষস্য শুদ্ধং বিরজস্তমস্কম্॥ ১৭৬ ॥**

অতএব মনই জীবের বন্ধন ও মুক্তির কারণ। রজোগুণের দ্বারা মলিন মন বন্ধনের কারণ এবং রজোতমোহীন শুদ্ধ সাত্ত্বিক মন মুক্তির কারণ হয়।

**বিবেকবৈরাগ্যগুণাতিরেকাচ্ছুদ্ধত্বমাসাদ্য মনো বিমুক্ত্যৈ।**
**ভবত্যতো বুদ্ধিমতো মুমুক্ষোস্তাভ্যাং দৃঢ়াভ্যাং ভবিতব্যমগ্রে॥ ১৭৭ ॥**

বিবেক-বৈরাগ্য গুণসমূহ বৃদ্ধি পেলে মন শুদ্ধ হয়ে জীবের মুক্তির কারণ হয়। অতএব বুদ্ধিমান মুমুক্ষুর উচিত সর্বাগ্রে বিবেক-বৈরাগ্যবান হওয়ার জন্য দৃঢ়ভাবে প্রযত্ন করা।

**মনো নাম মহাব্যাঘ্রো বিষয়ারণ্যভূমিষু।**
**চরত্যত্র ন গচ্ছন্তু সাধবো যে মুমুক্ষবঃ॥ ১৭৮ ॥**

মন নামক ভয়ানক বাঘ বিষয়ারণ্যভূমিতে বিচরণ করছে। মুমুক্ষু সাধকগণ যেন কখনও সেই বিষয়ারণ্যে প্রবেশ না করেন।

**মনঃ প্রসূতে বিষয়ানশেষান্ স্থূলাত্মনা সূক্ষ্মতয়া চ ভোক্তুঃ।**
**শরীরবর্ণাশ্রমজাতিভেদান্ গুণক্রিয়াহেতুফলানি নিত্যম্॥ ১৭৯ ॥**

মনই স্থূল ও সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ এবং ভোক্তা জীবের শরীর-বর্ণ-আশ্রম এবং জাতি প্রভৃতি বিভিন্ন ভেদ তথা গুণ, ক্রিয়া, হেতু ও ফলসমূহ অনবরত সৃষ্টি করতে থাকে।

**অসঙ্গচিদ্রূপমমুং বিমোহ্য দেহেন্দ্রিয়প্রাণগুণৈর্নিবধ্য।**
**অহংমমেতি ভ্রময়ত্যজস্রং মনঃ স্বকৃত্যেষু ফলোপভুক্তিষু॥ ১৮০ ॥**

আত্মা স্বরূপত অসঙ্গ ও চৈতন্যস্বরূপ হলেও মন তাকে মোহাচ্ছন্ন করে দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণের বাঁধনে বদ্ধ করে 'আমি-আমার'রূপ অভিমানে

সম্পাদিত কর্ম এবং সেই কর্মের ফলের উপভোগে সর্বদা লিপ্ত করে রাখে।

**অধ্যাসদোষাৎ পুরুষস্য সংসৃতিরধ্যাসবন্ধস্ত্বমুনৈব কল্পিতঃ।**
**রজস্তমোদোষবতোঽবিবেকিনো জন্মাদিদুঃখস্য নিদানমেতৎ॥ ১৮১ ॥**

অধ্যাসরূপ দোষ হতে জীবের জন্ম-মৃত্যুরূপ দুঃখ প্রাপ্তি হয়। আর এই অধ্যাসরূপ বন্ধন মনের দ্বারাই কল্পিত। এই মনই রজঃতমোগুণের বশীভূত অবিবেকী মানুষের জন্মাদিরূপ দুঃখের মূল কারণ।

**অতঃ প্রাহুর্মনোঽবিদ্যাং পণ্ডিতাস্তত্ত্বদর্শিনঃ।**
**যেনৈব ভ্রাম্যতে বিশ্বং বায়ুনেবাভ্রমণ্ডলম্॥ ১৮২ ॥**

এজন্য জ্ঞানী তত্ত্বদর্শীপুরুষগণ মনকেই অবিদ্যা বলে জানিয়েছেন। বায়ুর দ্বারা যেমন মেঘ পরিচালিত হয়, এই অবিদ্যার দ্বারাই জগৎও সেরূপে পরিচালিত হচ্ছে।

**তন্মনঃশোধনং কার্যং প্রযত্নেন মুমুক্ষুণা।**
**বিশুদ্ধে সতি চৈতস্মিন্মুক্তিঃ করফলায়তে॥ ১৮৩ ॥**

অতএব মুমুক্ষু সাধকের সেই মলিন মনের শোধন করা কর্তব্য। মন শুদ্ধ হলে মুক্তি করতলস্থ কোনও ফলের ন্যায় অতি সহজেই লভ্য হয়।

**মোক্ষৈকসক্ত্যা বিষয়েষু রাগং নির্মূল্য সন্ন্যস্য চ সর্বকর্ম।**
**সচ্ছ্রদ্ধয়া যঃ শ্রবণাদিনিষ্ঠো রজঃস্বভাবং স ধুনোতি বুদ্ধেঃ॥ ১৮৪ ॥**

যে সাধক মোক্ষকে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য করে বিষয়াসক্তি নিঃশেষে পরিত্যাগ করে সকল প্রকারের কর্ম থেকে বিরত হয়ে সৎ-স্বরূপ ব্রহ্মে বিশ্বাস-পরায়ণ হয়ে সদুপদেশ শ্রবণ করে তদনুসারে সাধনায় তৎপর থাকেন, তিনি বুদ্ধির রজঃস্বভাব অর্থাৎ বহির্মুখী বৃত্তির বিনাশসাধনে সমর্থ হন।

**মনোময়ো নাপি ভবেৎ পরাত্মা হ্যাদ্যন্তবত্ত্বাৎ পরিণামিভাবাৎ।**
**দুঃখাত্মকত্বাদ্বিষয়ত্বহেতোর্দ্রষ্টা হি দৃশ্যাত্মতয়া ন দৃষ্টঃ॥ ১৮৫ ॥**

মনোময় কোশ যেহেতু উৎপত্তি-বিনাশশীল, পরিণামী, দুঃখময় এবং বিষয়স্বরূপ, অতএব এটি কখনও পরমাত্মা হতে পারে না। দ্রষ্টা কখনই

দৃশ্যবস্তুরূপে কারও জ্ঞানের বিষয় হতে পারে না।

## বিজ্ঞানময় কোশ

**বুদ্ধির্বুদ্ধীন্দ্রিয়ৈঃ সার্ধং সবৃত্তিঃ কর্তৃলক্ষণঃ।**
**বিজ্ঞানময়কোশঃ স্যাৎ পুংসঃ সংসারকারণম্॥ ১৮৬ ॥**

বুদ্ধি যখন পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সঙ্গে বর্তমান, অহংকারাদি বৃত্তির এবং 'আমি কর্তা' এই ধারণায় যুক্ত, তখন তাকে বিজ্ঞানময়-কোশ বলা হয়। এই বিজ্ঞানময়-কোশই জীবের সংসারবন্ধনের কারণ।

**অনুব্রজচ্চিৎপ্রতিবিম্বশক্তির্বিজ্ঞানসংজ্ঞঃ প্রকৃতির্বিকারঃ।**
**জ্ঞানক্রিয়াবানহমিত্যজস্রং দেহেন্দ্রিয়াদিষ্বভিমন্যতে ভৃশম্॥ ১৮৭ ॥**

চিত্ত ও ইন্দ্রিয়াদির অনুগমনকারিণী চেতনার প্রতিবিম্বশক্তিই বিজ্ঞাননামক প্রকৃতির বিকার। এই বিজ্ঞানময়-কোশ সম্পূর্ণরূপে দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহে 'আমি জ্ঞান ও ক্রিয়বান' এরূপ অভিমান নিরন্তর করতে থাকে।

**অনাদিকালোঽয়মহংস্বভাবো জীবঃ সমস্তব্যবহারবোঢ়া।**
**করোতি কর্মাণ্যপি পূর্ববাসনঃ পুণ্যান্যপুণ্যানি চ তৎফলানি॥ ১৮৮ ॥**
**ভুঙ্‌ক্তে বিচিত্রাস্বপি যোনিষু ব্রজন্নায়াতি নির্যাত্যধ ঊর্ধ্বমেষঃ।**
**অস্যৈব বিজ্ঞানময়স্য জাগ্রৎস্বপ্নাদ্যবস্থা সুখদুঃখভোগঃ॥ ১৮৯ ॥**
**দেহাদিনিষ্ঠাশ্রমধর্মকর্মগুণাভিমানং সততং মমেতি।**
**বিজ্ঞানকোশোঽয়মতিপ্রকাশঃ প্রকৃষ্টসান্নিধ্যবশাৎ পরাত্মনঃ।**
**অতো ভবত্যেষ উপাধিরস্য যদাত্মধীঃ সংসরতি ভ্রমেণ॥ ১৯০ ॥**

অহংবোধের আশ্রয়, অনাদি বিজ্ঞানকোশ-রূপ এই জীব সকল কর্ম সম্পাদন করে। পূর্ববাসনা দ্বারা পরিচালিত হয়ে পুণ্য-পাপময় বিভিন্নকর্মের দ্বারা বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে কখনও ঊর্ধ্বগতি কখনও অধোগতি প্রাপ্ত হয়। জাগ্রত-স্বপ্নাদি অবস্থার এবং সুখ-দুঃখাদির অনুভব এই বিজ্ঞানময় জীবেরই হয়ে থাকে। বিজ্ঞানময়-কোশ আত্মার

অতি সন্নিহিত হওয়ায় অত্যন্ত প্রকাশময়। এই বিজ্ঞানময়-কোশও আত্মার একটি উপাধি। কিন্তু ভ্রমবশত জীব বিজ্ঞানময়-কোশে আত্মবুদ্ধি করে জন্ম-মরণ চক্রে পতিত হয়।

## আত্মার উপাধি থেকে অসঙ্গতা

**যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদি স্ফুরৎস্বয়ংজ্যোতিঃ।**
**কূটস্থঃ সন্নাত্মা কর্তা ভোক্তা ভবত্যুপাধিস্থঃ॥ ১৯১ ॥**

হৃদয়ে স্বয়ংপ্রকাশিত বিজ্ঞানস্বরূপ যে আত্মা প্রাণাদিতে সর্বদা স্ফূর্ত, তা স্বরূপত কূটস্থ অর্থাৎ নির্বিকার হলেও উপাধি (সম্বন্ধ)বশত নিজেকে কর্তা-ভোক্তা বলে মনে করে।

**স্বয়ং পরিচ্ছেদমুপেত্য বুদ্ধেস্তাদাত্ম্যদোষেণ পরং মৃষাত্মনঃ।**
**সর্বাত্মকঃ সন্নপি বীক্ষতে স্বয়ং স্বতঃ পৃথক্ত্বেন মৃদো ঘটানিব॥ ১৯২ ॥**

শুদ্ধ আত্মা সর্বাত্মক হলেও মিথ্যাবুদ্ধিতে বিজ্ঞানময়-কোশের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে করে পরিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্তিকা হতে উৎপন্ন ঘটসকলের ন্যায় নিজেকে স্বস্বরূপ থেকে পৃথক জীবরূপে কল্পনা করে।

**উপাধিসম্বন্ধবশাৎ পরাত্মা হ্যুপাধিধর্মাননু ভাতি তদ্‌গুণঃ।**
**অয়োবিকারানবিকারিবহ্নিবৎ সদৈকরূপোঽপি পরঃ স্বভাবাৎ॥ ১৯৩ ॥**

আত্মা স্বভাবত উপাধি থেকে ভিন্ন এবং পরিবর্তনরহিত হলেও উপাধিসমূহের সঙ্গে সম্বন্ধবশত উপাধিসমূহের গুণ অবলম্বনে প্রকাশ পান। যেমন—অগ্নির গোল বা লম্বা আকার না থাকলেও তাতে নিক্ষিপ্ত বিভিন্ন আকারের লৌহখণ্ডের ভিতরে প্রবেশ করে অগ্নি যেমন বিভিন্ন আকারে প্রকাশ পায়, উপাধি অবলম্বনে আত্মাও সেরূপে উপাধিমানরূপে প্রকাশ পান।

## মুক্তি কিভাবে হবে ?

শিষ্য উবাচ

**ভ্রমেণাপ্যন্যথা বাস্তু জীবভাবঃ পরাত্মনঃ।**

তদুপাধেরনাদিত্বান্নানাদের্নাশ ইষ্যতে॥ ১৯৪ ॥

শিষ্য জিজ্ঞসা করলেন—হে গুরুদেব ! ভ্রমবশত হোক কিংবা অন্য কোন কারণেই হোক, পরমাত্মা জীবভাবের উপাধি অবলম্বন করেছেন এবং এই উপাধি অনাদি, আর অনাদি বস্তুর নাশ হয় না।

**অতোঽস্য জীবভাবোঽপি নিত্যো ভবতি সংসৃতিঃ।**
**ন নিবর্তেত তন্মোক্ষঃ কথং মে শ্রীগুরো বদ॥ ১৯৫ ॥**

অতএব আত্মার জীবভাবও নিত্য, সুতরাং জীবের জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার-চক্র কোনভাবেই নিবৃত্তি হবে না ; তাহলে হে শ্রীগুরুদেব ! জীবের মোক্ষ কিরূপে সম্ভব ?

## আত্মজ্ঞানই মুক্তির উপায়

শ্রীগুরুরুবাচ

**সম্যক্ পৃষ্টং ত্বয়া বিদ্বন্ সাবধানেন তচ্ছৃণু।**
**প্রামাণিকী ন ভবতি ভ্রান্ত্যা মোহিতকল্পনা॥ ১৯৬ ॥**

শ্রীগুরুদেব বললেন—হে বুদ্ধিমান শিষ্য ! তুমি খুবই ভাল প্রশ্ন করেছো। তোমার প্রশ্নের উত্তর মনোযোগ দিয়ে শোন। মোহগ্রস্ত পুরুষের মিথ্যা কল্পনা (আত্মার জীবভাব) কখনও প্রামাণিকরূপে মান্য হয় না।

**ভ্রান্তিং বিনা ত্বসঙ্গস্য নিষ্ক্রিয়স্য নিরাকৃতেঃ।**
**ন ঘটেতার্থসম্বন্ধো নভসো নীলতাদিবৎ॥ ১৯৭ ॥**

যেমন আকাশের নীলবর্ণ-বিশিষ্ট (কিংবা বড় গামলার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট) বোধ অজ্ঞানবশত ঘটে, তেমনি অসঙ্গ, নিষ্ক্রিয়, নিরাকার আত্মার বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধবোধও ভ্রম ব্যতীত হতে পারে না।

**স্বস্য দ্রষ্টুর্নির্গুণস্যাক্রিয়স্য প্রত্যগ্বোধানন্দরূপস্য বুদ্ধেঃ।**
**ভ্রান্ত্যা প্রাপ্তো জীবভাবো ন সত্যো মোহাপায়ে নাস্ত্যবস্তুস্বভাবাৎ॥ ১৯৮ ॥**

দ্রষ্টা, নির্গুণ, অক্রিয়, সকল জীবের অন্তরে সত্য-জ্ঞান-আনন্দরূপ আত্মার জীবভাব অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন—এটি কখনও সত্য নয়। সেজন্য

মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রম দূর হয়ে গেলে আত্মার অবস্তুস্বরূপ জীবভাবও থাকে না।

**যাবদ্ ভ্রান্তিস্তাবদেবাস্য সত্তা মিথ্যাজ্ঞানোজ্জৃম্ভিতস্য প্রমাদাৎ।**
**রজ্জ্বাং সর্পো ভ্রান্তিকালীন এব ভ্রান্তের্নাশে নৈব সর্পোঽপি তদ্বৎ॥ ১৯৯ ॥**

যতক্ষণ ভ্রান্তি থাকে, ততক্ষণ রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম দূর হলে আর সর্প দৃষ্ট হয় না, তেমনি ভ্রান্তিবশত অজ্ঞানতাহেতু আত্মার জীবভাব স্থিত হয়। অজ্ঞাননাশের সঙ্গে সঙ্গেই জীবভাবও চিরকালের জন্য অপসারিত হয়।

**অনাদিত্বমবিদ্যায়াঃ কার্যস্যাপি তথেষ্যতে।**
**উৎপন্নায়াং তু বিদ্যায়ামাবিদ্যকমনাদ্যপি॥ ২০০ ॥**
**প্রবোধে স্বপ্নবৎ সর্বং সহমূলং বিনশ্যতি।**

অবিদ্যা ও তার কার্য জীবভাবকে অনাদি বলা হয়। কিন্তু ঘুম থেকে জেগে উঠলে যেমন সমগ্র স্বপ্নের জগৎ মূলসহ বিলীন হয়ে যায়, তেমনি জ্ঞানের উন্মেষে অবিদ্যাজনিত জীব-ভাব লোপ পায়।

**অনাদ্যপীদং নো নিত্যং প্রাগভাব ইব স্ফুটম্॥ ২০১ ॥**
**অনাদেরপি বিধ্বংসঃ প্রাগভাবস্য বীক্ষিতঃ।**

এই জীব-ভাব অনাদি হলেও প্রাগভাবের ন্যায় নিত্য নয়, কেননা অনাদি প্রাগভাবেরও নাশ লক্ষ্য করা যায়।

(প্রাগভাব অর্থাৎ প্রাক্ + অভাব= কোন বস্তু কোন সময়ে উৎপন্ন হলে সেই উৎপত্তিকালের পূর্বে সেই বস্তুর অভাব থাকে। এই অভাব অনাদি। কিন্তু সেই বস্তুটির উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রাগভাবটি লোপ হয়। সেরূপে, অবিদ্যা অনাদি হলেও জ্ঞানোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই সেটি অপসারিত হয়। সেজন্য বলা হয়েছে যে অবিদ্যা প্রাগভাবের ন্যায় অনিত্য।)

**যদ্বুদ্ধ্যুপাধিসম্বন্ধাৎ পরিকল্পিতমাত্মনি॥ ২০২ ॥**
**জীবত্বং ন ততোঽন্যত্তু স্বরূপেণ বিলক্ষণম্।**
**সম্বন্ধঃ স্বাত্মনো বুদ্ধ্যা মিথ্যাজ্ঞানপুরঃসরঃ॥ ২০৩ ॥**

বিনিবৃত্তির্ভবেত্তস্য সম্যগ্ জ্ঞানেন নান্যথা।
ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানং সম্যগ্ জ্ঞানং শ্রুতের্মতম্॥ ২০৪ ॥

সুতরাং বুদ্ধিরূপ উপাধির সংযোগে আত্মায় যে জীবভাবের কল্পনা করা হয় তা সত্য নয়। কিন্তু আত্মা স্বরূপত জীব থেকে ভিন্ন। বুদ্ধির সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ মিথ্যা জ্ঞান থেকে উৎপন্ন হয়। যথার্থ জ্ঞানের দ্বারাই জীবের অবিদ্যারূপ উপাধির নাশ হয়, অন্য কোনও উপায়ে তা সম্ভব নয়। ব্রহ্মের সঙ্গে আত্মার একত্বানুভবই যথার্থ জ্ঞান—এটি শ্রুতির সিদ্ধান্ত। (অতএব ব্রহ্মের সঙ্গে আত্মার একত্ব জ্ঞান হলে জীবভাব নিবৃত্ত হয়)।

তদাত্মানাত্মনোঃ সম্যগ্ বিবেকেনৈব সিধ্যতি।
ততো বিবেকঃ কর্তব্যঃ প্রত্যগাত্মাসদাত্মনোঃ॥ ২০৫ ॥

আত্মা কি, অনাত্মাই বা কি ? এই বিচার যথাযথভাবে করলে আত্মজ্ঞান লাভ হয়। অতএব প্রত্যগাত্মা ও মিথ্যাত্মার স্বরূপ বিচারের দ্বারা নির্ণয় করা কর্তব্য।

জলং পঙ্কবদত্যন্তং পঙ্কাপায়ে জলং স্ফুটম্।
যথা ভাতি তথাত্মাপি দোষাভাবে স্ফুটপ্রভঃ॥ ২০৬ ॥

অতিশয় কর্দমাক্ত জল যেমন কাদা নিচে বসে গেলে স্বচ্ছ জলমাত্র দেখা যায়, তেমনি অবিদ্যাদোষ দূরীভূত হলে আত্মাও স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হন।

অসন্নিবৃত্তৌ তু সদাত্মনা স্ফুটং প্রতীতিরেতস্য ভবেৎ প্রতীচঃ।
ততো নিরাসঃ করণীয় এবাসদাত্মনঃ সাধ্বহমাদিবস্তুনঃ॥ ২০৭ ॥

সত্য আত্মার বিচারের দ্বারা অসতের অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হলে প্রত্যক্ (অন্তরস্থিত) আত্মার স্পষ্ট প্রতীতি হতে থাকে। অতএব আত্মাতে আরোপিত অহংকারাদি অনিত্যবস্তুসমূহের নিরাস (বিচারের দ্বারা মিথ্যাত্বনিশ্চয়) একান্ত কর্তব্য।

অতো নায়ং পরাত্মা স্যাদ্বিজ্ঞানময়শব্দভাক্।
বিকারিত্বাজ্জড়ত্বাচ্চ পরিচ্ছিন্নত্বহেতুতঃ।
দৃশ্যত্বাদ্ব্যভিচারিত্বান্নানিত্যো নিত্য ইষ্যতে॥ ২০৮ ॥

অতএব বিজ্ঞানময় নামে কথিত এই বিজ্ঞানময়-কোশও বিকারশীল, জড়, পরিচ্ছিন্ন, দৃশ্য এবং সর্বদা একরূপে না থাকায় পরমাত্মা হতে পারে না। কেননা এটি অনিত্য এবং অনিত্য বস্তু কখনও নিত্য হতে পারে না।

## আনন্দময় কোশ

**আনন্দপ্রতিবিম্বচুম্বিততনুবৃত্তিস্তমোজৃম্ভিতা**
**স্যাদানন্দময়ঃ প্রিয়াদিগুণকঃ স্বেষ্টার্থলাভোদয়ঃ।**
**পুণ্যস্যানুভবে বিভাতি কৃতিনামানন্দরূপঃ স্বয়ং**
**ভূত্বা নন্দতি যত্র সাধু তনুভৃন্মাত্রঃ প্রযত্নং বিনা॥ ২০৯ ॥**

বাঞ্ছিত বস্তুলাভে প্রকাশপ্রাপ্ত, প্রিয়-মোদ-প্রমোদরূপে পরিণত, স্থিরীভূত এই অন্তর্মুখ-তমোবৃত্তি আনন্দস্বরূপ আত্মার দ্বারা প্রতিবিম্বিত হয়ে আনন্দময়- কোশরূপে পরিণত হয়। সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিগণের পুণ্যকর্মের ফলভোগকালে এই আনন্দময়কোশ স্বত প্রকাশ পায়, ফলে দেহধারী সকল জীব অনায়াসে আনন্দিত হয়।

**আনন্দময়কোশস্য সুষুপ্তৌ স্ফূর্তিরুৎকটা।**
**স্বপ্নজাগরয়োরীষদিষ্টসংদর্শনাদিনা ॥ ২১০ ॥**

সুষুপ্তিকালে (গাঢ় নিদ্রাবস্থায়) আনন্দময়কোশের বিশেষ প্রকাশ হয়। স্বপ্নে বা জাগ্রত অবস্থায় বাঞ্ছিত বস্তুসমূহের প্রাপ্তিতে আনন্দময়কোশের যৎকিঞ্চিৎ প্রকাশ পাওয়া যায়।

**নৈবায়মানন্দময়ঃ পরাত্মা সোপাধিকত্বাৎ প্রকৃতের্বিকারাৎ।**
**কার্যত্বহেতোঃ সুকৃতক্রিয়ায়া বিকারসঙ্ঘাতসমাহিতত্বাৎ॥ ২১১ ॥**

উপাধিযুক্ত, প্রকৃতির পরিণাম, পূর্বকৃত পুণ্যসমূহের ফলে উৎপন্ন এবং অন্নময়াদি স্থূলশরীরের বিকারসমূহের মধ্যে বর্তমান হওয়ার ফলে এই আনন্দময়কোশও পরমাত্মা হতে পারে না।

**পঞ্চানামপি কোশানাং নিষেধে যুক্তিতঃ শ্রুতেঃ।**
**তন্নিষেধাবধিঃ সাক্ষী বোধরূপোঽবশিষ্যতে॥ ২১২ ॥**

যুক্তি ও শ্রুতিপ্রমাণের দ্বারা পাঁচটি কোশ আত্মা নয়—এরূপ প্রমাণিত হওয়ায় এই মিথ্যা বলে প্রমাণিত পঞ্চকোশ যাঁর আশ্রয়ে প্রকাশিত হয়, সেই স্বয়ংপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা অবশিষ্ট থাকেন।

**যোঽয়মাত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃ পঞ্চকোশবিলক্ষণঃ।**
**অবস্থাত্রয়সাক্ষী সন্নির্বিকারো নিরঞ্জনঃ।**
**সৎস্বরূপঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স্বাত্মত্বেন বিপশ্চিতা॥ ২১৩ ॥**

পঞ্চকোশ হতে ভিন্ন স্বপ্রকাশ এই যে আত্মা, তিনিই জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি অবস্থার সাক্ষী, নির্বিকার, নিরঞ্জন এবং আনন্দস্বরূপ। জ্ঞানী ব্যক্তি এই শুদ্ধ আত্মাকে স্বীয় আত্মা থেকে অভিন্ন বলে জানবেন।

## আত্মস্বরূপবিষয়ক প্রশ্ন

শিষ্য উবাচ

**মিথ্যাত্বেন নিষিদ্ধেষু কোশেষ্বেতেষু পঞ্চসু।**
**সর্বাভাবং বিনা কিঞ্চিন্ন পশ্যাম্যত্র হে গুরো।**
**বিজ্ঞেয়ং কিমু বস্ত্বস্তি স্বাত্মনাত্র বিপশ্চিতা॥ ২১৪ ॥**

শিষ্য বললেন—হে গুরুদেব ! এই পাঁচটি কোশ মিথ্যারূপে প্রমাণিত হওয়ায় আমার নিকট সবকিছুই শূন্য ব্যতীত আর কিছুই মনে হয় না। তাহলে আপনার কথানুসারে আত্মবিচারশীল ব্যক্তি কাকে নিজের আত্মা বলে মান্য করবে ?

## আত্মস্বরূপ-নিরূপণ

শ্রীগুরুরুবাচ

**সত্যমুক্তং ত্বয়া বিদ্বন্নিপুণোঽসি বিচারণে।**
**অহমাদিবিকারাস্তে তদভাবোঽয়মপ্যনু॥ ২১৫ ॥**
**সর্বে যেনানুভূয়ন্তে যঃ স্বয়ং নানুভূয়তে।**
**তমাত্মানং বেদিতারং বিদ্ধি বুদ্ধ্যা সুসূক্ষ্ময়া॥ ২১৬ ॥**

গুরুদেব বললেন—হে বুদ্ধিমান শিষ্য ! তুমি ঠিকই বলেছো, বিচার-

বিশ্লেষণে তুমি যথেষ্ট পারদর্শী। শোন ! অহংকার প্রভৃতির ভাব-অভাবকে যিনি জানেন কিন্তু যাঁকে কেউ জানে না, সূক্ষ্ম বুদ্ধির সহায়তায় সকলের সাক্ষী সেই জ্ঞাতা আত্মাকে জান।

**তৎসাক্ষিকং ভবেত্তত্তদ্ যদ্ যদ্ যেনানুভূয়তে।**
**কস্যাপ্যননুভূতার্থে সাক্ষিত্বং নোপযুজ্যতে॥ ২১৭ ॥**

কোন বিষয় যদি কেউ অবলোকন করে, তাহলে তাকে সেই বিষয়ের সাক্ষী বলা হয়। কিন্তু যে বিষয় যে ব্যক্তি দেখেনি, সে সেই বিষয়ের সাক্ষী হতে পারে না।

**অসৌ স্বসাক্ষিকো ভাবো যতঃ স্বেনানুভূয়তে।**
**অতঃ পরং স্বয়ং সাক্ষাৎ প্রত্যগাত্মা ন চেতরঃ॥ ২১৮ ॥**

আত্মা নিজেই নিজের সাক্ষী, কেননা ইনি নিজেই নিজেকে অনুভব করেন। সেজন্য এঁর থেকে ভিন্ন আর কিছুই নেই, ইনিই সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম।

**জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু স্ফুটতরং যোঽসৌ সমুজ্জৃম্ভতে**
**প্রত্যগ্রূপতয়া সদাহমহমিত্যন্তঃস্ফুরন্নৈকধা।**
**নানা কারবিকারভাগিন ইমান্ পশ্যন্নহংধীমুখান্**
**নিত্যানন্দচিদাত্মনা স্ফুরতি তং বিদ্ধি স্বমেতং হৃদি॥ ২১৯ ॥**

যিনি প্রত্যগাত্মারূপে 'আমি আমি' —এভাবে জাগ্রত-স্বপ্ন-সুষুপ্তিকালে সকলের অন্তরে বিশেষভাবে প্রকাশিত হন এবং অহংকার, বুদ্ধি প্রভৃতি প্রকৃতির বিভিন্ন বিকারকে সাক্ষীরূপে অবলোকন করে স্বয়ং চিদানন্দরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন, তাঁকেই তুমি অন্তঃকরণে স্থিত স্বআত্মা বলে জানবে।

**ঘটোদকে বিম্বিতমর্কবিম্বমালোক্য মূঢ়ো রবিমেব মন্যতে।**
**তথা চিদাভাসমুপাধিসংস্থং ভ্রান্ত্যাহমিত্যেব জড়োঽভিমন্যতে॥ ২২০ ॥**

মূর্খ ব্যক্তি যেমন কলসের জলে প্রতিফলিত সূর্যকে আসল সূর্য বলে মনে করে, তেমনি বিচারশক্তিরহিত জড়বুদ্ধি ব্যক্তিও উপাধিকৃত শুদ্ধচৈতন্যের প্রতিবিম্বকে 'আমি ইহাই' বলে মনে করে।

ঘটং জলং তদ্গতমর্কবিম্বং বিহায় সর্বং বিনিরীক্ষ্যতেঽর্কঃ।
তটস্থ এতৎ ত্রিতয়াবভাসকঃ স্বয়ংপ্রকাশো বিদুষা যথা তথা॥ ২২১ ॥
দেহং ধিয়ং চিৎপ্রতিবিম্বমেতং বিসৃজ্য বুদ্ধৌ নিহিতং গুহায়াম্।
দ্রষ্টারমাত্মানমখণ্ডবোধং সর্বপ্রকাশং সদসদ্বিলক্ষণম্॥ ২২২ ॥
নিত্যং বিভুং সর্বগতং সুসূক্ষ্মমন্তর্বহিঃশূন্যমনন্যমাত্মনঃ।
বিজ্ঞায় সম্যঙ্নিজরূপমেতৎ পুমান্ বিপাপ্মা বিরজো বিমৃত্যুঃ॥ ২২৩

বিচারশীল ব্যক্তি যেমন ঘট, ঘটমধ্যস্থ জল এবং সেই জলে প্রতিফলিত সূর্যের ছায়া—এই তিনটির কোনটিও সূর্য নয় বলে উপেক্ষার দ্বারা এই তিন উপাধির প্রকাশক, কিন্তু উপাধি হতে সর্বতোভাবে ভিন্ন সূর্যকে দর্শন করেন, সেরূপ মুমুক্ষু ব্যক্তি দেহ, বুদ্ধি এবং বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চিৎ—এই তিনকে পরিহার করে বুদ্ধির অভ্যন্তরে অবস্থিত সাক্ষীরূপ এই আত্মাকে অখণ্ডবোধস্বরূপ, সকলের প্রকাশক, সৎ-অসতের পর, নিত্য, বিভু, সর্বব্যাপী, সূসূক্ষ্ম, সর্ববিধ ভেদবর্জিত, নিজের থেকে সর্বতোভাবে অভিন্ন স্বস্বরূপ জ্ঞান করে নিষ্পাপ, নির্মল এবং অমর হয়ে যান।

বিশোক আনন্দঘনো বিপশ্চিৎ স্বয়ং কুতশ্চিন্ন বিভেতি কশ্চিৎ।
নান্যোঽস্তি পন্থা ভববন্ধমুক্তের্বিনা স্বতত্ত্বাবগমং মুমুক্ষোঃ॥ ২২৪ ॥

সেই জ্ঞানী পুরুষ শোকরহিত ও আনন্দস্বরূপ হওয়ায় কখনও কারোর দ্বারা ভীত হন না। মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে আত্মস্বরূপের জ্ঞান ভিন্ন ভববন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার আর কোন পথ নেই।

ব্রহ্মাভিন্নত্ববিজ্ঞানং ভবমোক্ষস্য কারণম্।
যেনাদ্বিতীয়মানন্দং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে বুধৈঃ॥ ২২৫ ॥

ব্রহ্ম এবং আত্মার অভেদজ্ঞানই ভববন্ধন থেকে মুক্তির একমাত্র পথ। এই অভেদজ্ঞানের দ্বারা বিচারশীল ব্যক্তিগণ অদ্বিতীয় আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করেন।

ব্রহ্মভূতস্তু সংসৃত্যৈ বিদ্বান্নাবর্ততে পুনঃ।
বিজ্ঞাতব্যমতঃ সম্যগ্ ব্রহ্মাভিন্নত্বমাত্মনঃ॥ ২২৬ ॥

ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হলে পুনরায় জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হতে হয় না, সুতরাং ব্রহ্মের সঙ্গে আত্মার সম্যকপ্রকারে অভেদজ্ঞানের সাধন করা কর্তব্য।

**সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম বিশুদ্ধং পরং স্বতঃসিদ্ধম্।**
**নিত্যানন্দৈকরসং প্রত্যগভিন্নং নিরন্তরং জয়তি॥ ২২৭ ॥**

ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্ত ; তিনি বিশুদ্ধ, শ্রেষ্ঠ, স্বয়ংপ্রমাণ, একমাত্র নিত্যানন্দরসস্বরূপ, জীবাত্মার স্বরূপভূত এবং নিরন্তর উন্নতিশীল।

## ব্রহ্ম এবং জগতের ঐক্য

**সদিদং পরমাদ্বৈতং স্বস্মাদন্যস্য বস্তুনোঽভাবাৎ।**
**ন হ্যন্যদস্তি কিঞ্চিৎ সম্যক্ পরমার্থতত্ত্ববোধে হি॥ ২২৮ ॥**

আত্মা হতে ভিন্ন কোন বস্তু নেই, অতএব আত্মাই শ্রেষ্ঠ এবং অদ্বিতীয় সত্তা। পূর্ণরূপে এই পরমার্থ-তত্ত্বের বোধ হয়ে গেলে দ্বিতীয় কোন বস্তুর সত্তা থাকে না।

**যদিদং সকলং বিশ্বং নানারূপং প্রতীতমজ্ঞানাৎ।**
**তৎসর্বং ব্রহ্মৈব প্রত্যস্তাশেষভাবনাদোষম্॥ ২২৯ ॥**

অজ্ঞানবশত জগতের এই যে সকল বস্তু নানারূপে আমাদের কাছে প্রতীত হচ্ছে, সে সবই আমাদের কলুষিত চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নয়।

**মৃৎকার্যভূতোঽপি মৃদো ন ভিন্নঃ কুম্ভোঽস্তি সর্বত্র তু মৃৎস্বরূপাৎ।**
**ন কুম্ভরূপং পৃথগস্তি কুম্ভঃ কুতো মৃষা কল্পিতনামমাত্রঃ॥ ২৩০ ॥**

কলস মৃত্তিকা থেকে তৈরী হয়ে বিভিন্ন প্রকারের দেখালেও সেটি মৃত্তিকা থেকে ভিন্ন নয়, সেটি মৃত্তিকা-ই। অতএব মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত 'কলস' নামে যে বস্তুটি দৃষ্ট হয় তার অস্তিত্ব কোথায় ? সেটি মিথ্যা নামমাত্র।

**কেনাপি মৃদ্ভিন্নতয়া স্বরূপং ঘটস্য সংদর্শয়িতুং ন শক্যতে।**
**অতো ঘটঃ কল্পিত এব মোহান্ মৃদেব সত্যং পরমার্থভূতম্॥ ২৩১ ॥**

কোন ব্যক্তিই মৃত্তিকাকে আলাদা করে কলসের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারেন না, অতএব কলস অজ্ঞানকল্পিত। প্রকৃতপক্ষে কলসের উপাদান মৃত্তিকাই সত্যবস্তু।

**সদ্ব্রহ্মকার্যং সকলং সদৈব তন্মাত্রমেতন্ন ততোঽন্যদস্তি।**
**অস্তীতি যো বক্তি ন তস্য মোহো বিনির্গতো নিদ্রিতবৎ প্রজল্পঃ॥ ২৩২ ॥**

জগতের সবকিছু সৎস্বরূপ ব্রহ্মের কার্য হওয়ায় স্বরূপত সৎ-ই বটে। কেননা সব কিছুই সৎ ব্রহ্মমাত্র—ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন কিছুই নয়। ব্রহ্ম হতে ভিন্ন অন্য বস্তু আছে—যিনি একথা বলেন তাঁর মোহ দূর হয়নি। তিনি নিদ্রিত ব্যক্তির প্রলাপবাক্যের মত অসংলগ্ন কথা বলেন।

**ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিত্যেব বাণী শ্রৌতী ব্রূতেঽথর্বনিষ্ঠা বরিষ্ঠা।**
**তস্মাদেতদ্ ব্রহ্মমাত্রং হি বিশ্বং নাধিষ্ঠানাদ্ভিন্নতারোপিতস্য॥ ২৩৩ ॥**

এই বিশ্ব ব্রহ্মমাত্র—এই কথা অথর্ববেদোক্ত মুণ্ডক উপনিষদে বলা হয়েছে, সুতরাং এই বিশ্ব ব্রহ্মমাত্র। অধিষ্ঠান হতে আরোপিত বস্তু কখনও ভিন্ন হয় না।

**সত্যং যদি স্যাজ্জগদেতদাত্মনোঽনন্তত্বহানির্নিগমাপ্রমাণতা।**
**অসত্যবাদিত্বমপীশিতুঃ স্যান্নৈতৎ ত্রয়ং সাধু হিতং মহাত্মনাম্॥ ২৩৪ ॥**

যদি এই জগৎ স্বরূপত সত্য হত, তাহলে আত্মার অনন্ততায় দোষ আসত এবং বেদবাক্য মিথ্যা প্রমাণিত হত। উপরন্তু বেদপ্রকাশক ঈশ্বর অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণও অসত্যবাদী প্রতিপন্ন হতেন। বিচারশীল মহাত্মা ব্যক্তিগণের কাছে এই তিনটির কোনটিই গ্রাহ্য নয়।

**ঈশ্বরো বস্তুতত্ত্বজ্ঞো ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ।**
**ন চ মৎস্থানি ভূতানীত্যেবমেব ব্যচীক্লৃপৎ॥ ২৩৫ ॥**

বস্তুস্বরূপের জ্ঞাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 'আমি সে সকল বস্তুতে নেই' আর 'সে সকল বস্তু আমাতে নেই'—বাক্য দ্বারা পূর্বোক্ত মতের সমর্থন

করেছেন।

**যদি সত্যং ভবেদ্বিশ্বং সুষুপ্তাবুপলভ্যতাম্।**
**যন্নোপলভ্যতে কিঞ্চিদতোঽসৎ স্বপ্নবন্মৃষা॥ ২৩৬ ॥**

জগৎ সত্য হলে সুষুপ্তিকালেও সেটি উপলব্ধ হত, কিন্তু তা হয় না। সেজন্য জগৎ স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় সত্তাহীন ও মিথ্যা।

**অতঃ পৃথঙ্নাস্তি জগৎ পরাত্মনঃ পৃথক্ প্রতীতিস্তু মৃষা গুণাদিবৎ।**
**আরোপিতস্যাস্তি কিমর্থবত্তাধিষ্ঠানমাভাতি তথা ভ্রমেণ॥ ২৩৭ ॥**

অতএব পরমাত্মা হতে ভিন্ন জগতের অস্তিত্ব নেই। জগতের পৃথক সত্তার অনুভব (গুণীতে) আরোপিত গুণাদির ন্যায় মিথ্যা। আরোপিত বস্তুর সত্তা কোথায় ? ভ্রমবশত অধিষ্ঠান-ই ওই রূপে প্রকাশ পায়।

**ভ্রান্তস্য যদ্ যদ্‌ভ্রমতঃ প্রতীতং ব্রহ্মৈব তত্তদ্রজতং হি শুক্তিঃ।**
**ইদংতয়া ব্রহ্ম সদৈব রূপ্যতে ত্বারোপিতং ব্রহ্মণি নামমাত্রম্॥ ২৩৮ ॥**

ভ্রমবশত অজ্ঞ ব্যক্তির কাছে যা কিছু প্রতীত হয়, সে সবই ব্রহ্ম ; ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নয়, যেরূপ ভ্রমবশত শুক্তিই (ঝিনুকই) রজত রূপে ভাসিত হয়। 'ইদং জগৎ' (এই জগৎ)—এতে 'ইদম্' (এই) শব্দে সর্বদা 'ব্রহ্ম' নির্দিষ্ট হয়, ব্রহ্মে আরোপিত জগৎ নামমাত্র (এর বাস্তবিক সত্তা নেই)।

## ব্রহ্ম-নিরূপণ

**অতঃ পরং ব্রহ্ম সদদ্বিতীয়ং বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং নিরঞ্জনম্।**
**প্রশান্তমাদ্যন্তবিহীনমক্রিয়ং নিরন্তরানন্দরসস্বরূপম্॥ ২৩৯ ॥**

অতএব পরব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, অদ্বিতীয়, কেবলবিজ্ঞানস্বরূপ, নির্মল, প্রশান্ত, আদি-অন্তরহিত, অক্রিয় এবং সদা আনন্দরসস্বরূপ।

**নিরস্তমায়াকৃতসর্বভেদং নিত্যং সুখং নিষ্কলমপ্রমেয়ম্।**
**অরূপমব্যক্তমনাখ্যমব্যয়ং জ্যোতিঃস্বয়ং কিঞ্চিদিদং চকাস্তি॥ ২৪০ ॥**

সেই ব্রহ্ম মায়াকৃত ভেদশূন্য, নিত্য, সুখস্বরূপ, হ্রাসবৃদ্ধিরহিত, প্রমাণের অবিষয়, রূপবর্জিত, ইন্দ্রিয়ের অগোচর, নামরহিত, অক্ষয়

তেজযুক্ত এবং স্বয়ং-প্রকাশ।

**জ্ঞাতৃজ্ঞেয়জ্ঞানশূন্যমনন্তং নির্বিকল্পকম্।**
**কেবলাখণ্ডচিন্মাত্রং পরং তত্ত্বং বিদুর্বুধাঃ॥ ২৪১ ॥**

জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান—এই ত্রিবিধ কল্পনারহিত, অনন্ত, নির্বিকল্প, কৈবল্য এবং অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপ পরম তত্ত্বকে ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানিগণ অবগত হন।

**অহেয়মনুপাদেয়ং মনোবাচামগোচরম্।**
**অপ্রমেয়মনাদ্যন্তং ব্রহ্ম পূর্ণং মহন্মহঃ॥ ২৪২ ॥**

এই ব্রহ্ম অহেয় (অত্যাজ্য), অনুপাদেয় (যে বস্তুকে গ্রহণ করা সম্ভব নয়), বাক্য-মনের অতীত, অপ্রমেয়, অনাদি এবং মহাতেজঃস্বরূপ।

## মহাবাক্য-বিচার

**তত্ত্বং পদাভ্যামভিধীয়মানয়োর্ব্রহ্মাত্মনোঃ শোধিতয়োর্যদীত্থম্।**
**শ্রুত্যা তয়োস্তত্ত্বমসীতি সম্যগেকত্বমেব প্রতিপাদ্যতে মুহুঃ॥ ২৪৩ ॥**

'তত্ত্বমসি' (ছান্দোগোপনিষদ্ ৬।৮) প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য দ্বারা 'তৎ ও ত্বম্' এই দুপদের লক্ষ্যীভূত এবং শোধিত ব্রহ্মের ও আত্মার সম্পূর্ণ একত্ব পুনঃ পুনঃ প্রতিপাদন করা হয়েছে।

**ঐক্যং তয়োর্লক্ষিতয়োর্ন বাচ্যয়োর্নিগদ্যতেঽন্যোন্যবিরুদ্ধধর্মিণোঃ।**
**খদ্যোতভান্বোরিব রাজভৃত্যয়োঃ কূপাম্বুরাশ্যোঃ পরমাণুমের্বোঃ॥ ২৪৪**

জোনাকির ও সূর্যের, রাজার ও ভৃত্যের, কূপের ও সমুদ্রের অথবা একটি পরমাণুর সঙ্গে মেরুপর্বতের ন্যায় বিরুদ্ধধর্মবিশিষ্ট দুই বস্তুর মধ্যে ঐক্য আক্ষরিক অর্থে বলা হয়নি, বলা হয়েছে লক্ষিত অর্থে অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য উভয়ের চৈতন্যস্বরূপতায় লক্ষিত হয়েছে।

**তয়োর্বিরোধোঽয়মুপাধিকল্পিতো ন বাস্তবঃ কশ্চিদুপাধিরেষঃ।**
**ঈশস্য মায়া মহদাদিকারণং জীবস্য কার্যং শৃণু পঞ্চকোশম্॥ ২৪৫ ॥**

জীব ও ব্রহ্মের ভেদ উপাধি দ্বারা কল্পিত, এই উপাধি বাস্তব নয়।

মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির উৎপত্তির কারণ মায়া হল ঈশ্বরের উপাধি আর জীবের উপাধি হল মহতত্ত্বের পরিণাম পঞ্চকোশ।

**এতাবুপাধী পরজীবয়োস্তয়োঃ সম্যঙ্‌নিরাসে ন পরো ন জীবঃ।**
**রাজ্যং নরেন্দ্রস্য ভটস্য খেটকস্তয়োরপোহে ন ভটো ন রাজা॥ ২৪৬ ॥**

এ দুটি—মায়া ও মায়ানির্মিত পঞ্চকোশ যথাক্রমে ঈশ্বরের এবং জীবের উপাধি। এই দুই উপাধি নিরোধ হলে পরমাত্মাও থাকেন না, জীবাত্মাও থাকে না। যেমন কোন ব্যক্তির রাজ্য থাকলে তাকে রাজা বলা হয় এবং যে অস্ত্র ধারণ করে যুদ্ধ করে তাকে সৈনিক বলা হয়। কিন্তু রাজ্য বা অস্ত্র না থাকলে তখন সে রাজা বা সৈনিক কিছুই নয় (সকল বিশেষণবর্জিত একজন মানুষ)।

**অথাত আদেশ ইতি শ্রুতিঃ স্বয়ং নিষেধতি ব্রহ্মণি কল্পিতং দ্বয়ম্।**
**শ্রুতিপ্রমাণানুগৃহীতযুক্ত্যা তয়োর্নিরাসঃ করণীয় এব॥ ২৪৭ ॥**

'অথাত আদেশো নেতি নেতি' ইত্যাদি (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ২।৩।৬) এই শ্রুতিবাক্য নিজেই ব্রহ্মে কল্পিত দ্বৈতভাবকে অস্বীকার করে। সেজন্য শ্রুতি-প্রমাণ হতে উৎপন্ন জ্ঞানের সাহায্যে কার্য-কারণরূপ কল্পিত উপাধি দুটিকে অস্বীকার করা কর্তব্য।

**নেদং নেদং কল্পিতত্বান্ন সত্যং রজ্জৌ দৃষ্টব্যালবৎ স্বপ্নবচ্চ।**
**ইত্থং দৃশ্যং সাধুযুক্ত্যা ব্যপোহ্য জ্ঞেয়ঃ পশ্চাদেকভাবস্তয়োর্যঃ॥ ২৪৮ ॥**

রজ্জুতে দৃষ্ট সর্পের ন্যায়, দৃশ্যমান যা কিছু প্রতীত হয়—কল্পিত বলে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুসমূহের ন্যায় সবই মিথ্যা। এরূপ প্রবল যুক্তিসহায়ে দৃশ্যসমূহের সত্যত্ববোধকে সম্যকরূপে অস্বীকার করে জীব ও ব্রহ্মের অভেদত্ব জানতে হবে।

**ততস্তু তৌ লক্ষণয়া সুলক্ষ্যৌ তয়োরখণ্ডৈকরসত্বসিদ্ধয়ে।**
**নালং জহত্যা ন তথাজহত্যা কিন্তূভয়ার্থাত্মিকয়ৈব ভাব্যম্॥ ২৪৯ ॥**

জীব ও ব্রহ্মের অখণ্ডত্ব এবং অদ্বৈতত্ব সিদ্ধির জন্য মহাবাক্যের প্রতি

লক্ষণাদ্বারা[১] সম্যকরূপে বিচার করা প্রয়োজন। জহতীলক্ষণা[২] কিংবা অজহতীলক্ষণা[৩] দ্বারাও উভয়ের ঐক্য বোধগম্য হবে না, অতএব জহতী-অজহতী-লক্ষণা[৪] দ্বারা আত্মস্বরূপের বিচার করতে হবে।

**স দেবদত্তোঽয়মিতীহ চৈকতা বিরুদ্ধধর্মাংশমপাস্য কথ্যতে।**
**যথা তথা তত্ত্বমসীতি বাক্যে বিরুদ্ধধর্মানুভয়ত্র হিত্বা॥ ২৫০ ॥**

'সেই দেবদত্ত এই ব্যক্তি বটে' এই বাক্যে যেমন দেশকালকর্মাদি বিরুদ্ধ অংশ ত্যাগ করে পূর্বদৃষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে বর্তমানে দৃষ্ট ব্যক্তির ঐক্য স্বীকৃত হয়, তেমনি 'তত্ত্বমসি' বাক্যের 'তৎ' ও 'ত্বম্'—ব্রহ্ম ও জীব এই উভয়ের বিরোধী ধর্ম ত্যাগ করে বিশুদ্ধ চৈতন্যাংশের একত্ব প্রতিপাদন করা হয়েছে।

**সংলক্ষ্য চিন্মাত্রতয়া সদাত্মনোরখণ্ডভাবঃ পরিচীয়তে বুধৈঃ।**
**এবং মহাবাক্যশতেন কথ্যতে ব্রহ্মাত্মনোরৈক্যমখণ্ডভাবঃ॥ ২৫১ ॥**

এভাবে লক্ষণাদ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার চৈতন্যাংশের একত্বের প্রতিপাদন করে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অদ্বয়বোধস্বরূপের উপলব্ধি করেন। এভাবে শতাধিক মহাবাক্যের দ্বারা ব্রহ্ম ও আত্মার অখণ্ড ঐক্যের

---

[১] 'লক্ষণা' শব্দের দ্বারা বৃত্তিবিশেষের প্রতি লক্ষ্য করা হয়। কোন শব্দের মুখ্য অর্থ গ্রহণে অন্তরায়ের সৃষ্টি হলে যে বৃত্তিদ্বারা মুখ্যার্থের সঙ্গে সম্বন্ধের দ্বারা ভিন্ন অর্থ উপলব্ধ হয়, শব্দের সেই বৃত্তিকে 'লক্ষণা' বলে।

[২] এক্ষেত্রে পরস্পর দুটি পদের একটির মুখ্য অর্থ পরিত্যাগ করে গৌণ অর্থ গ্রহণ করতে হয়।

[৩] এই লক্ষণায় একটি পদের মুখ্য অর্থের সঙ্গে আরও কিছু সংযোগ করলে তবেই বাক্যের অর্থ পরিস্ফুট হয়।

[৪] এই লক্ষণায় উভয়পদের কিছু অংশের অর্থ ত্যাগ করে উভয়ের একত্ববিধান করতে হয়।

স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে।

## ব্রহ্ম-ভাবনা

**অস্থূলমিত্যেতদসন্নিরস্য সিদ্ধং স্বতো ব্যোমবদপ্রতর্ক্যম্।**
**অতো মৃষামাত্রমিদং প্রতীতং জহীহি যৎ স্বাত্মতয়া গৃহীতম্।**
**ব্রহ্মাহমিত্যেব বিশুদ্ধবুদ্ধ্যা বিদ্ধি স্বমাত্মানমখণ্ডবোধম্॥ ২৫২ ॥**

**'অস্থূলমনণ্বহ্রস্বদীর্ঘম্'** (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৩।৮।৭) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা মিথ্যা প্রপঞ্চকে অস্বীকার করে আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপী, তর্কাতীত স্বীয় স্বরূপ 'আমি ব্রহ্মই' স্বত প্রমাণিত হয়। সেজন্য দেহাদি প্রপঞ্চে মিথ্যারূপে যে 'আমি' প্রতীত হয় সেটি পরিহার করে 'ব্রহ্মই আমার স্বরূপ' এই বিশুদ্ধবুদ্ধিতে যুক্ত হয়ে অখণ্ডবোধস্বরূপ স্বীয় আত্মাকে উপলব্ধি কর।

**মৃৎকার্যং সকলং ঘটাদি সততং মৃন্মাত্রমেবাভিত-**
**স্তদ্বৎ সজ্জনিতং সদাত্মকমিদং সন্মাত্রমেবাখিলম্।**
**যস্মান্নাস্তি সতঃ পরং কিমপি তৎসত্যং স আত্মা স্বয়ং**
**তস্মাৎ তত্ত্বমসি প্রশান্তমমলং ব্রহ্মাদ্বয়ং যৎ পরম্॥ ২৫৩ ॥**

মৃত্তিকা হতে উৎপন্ন কলস প্রভৃতি ভিন্নরূপে প্রতীত হলেও স্বরূপত তা মৃত্তিকামাত্র, সেরূপ এই অখিল জগৎ সদ্‌বস্তু হতে উৎপন্ন, সদ্‌বস্তুরূপেই তার স্থিতি এবং তা স্বরূপত নিত্য-সত্য বস্তুমাত্র। যেহেতু সৎ হতে ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নেই, অতএব সেই সৎস্বরূপ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, সেই সৎ-ই সকলের আত্মা। সেজন্য প্রশান্ত, নির্মল এবং অদ্বিতীয় যে পরং ব্রহ্ম বস্তু আছেন, তা তুমিই।

**নিদ্রাকল্পিতদেশকালবিষয়জ্ঞাত্রাদি সর্বং যথা**
**মিথ্যা তদ্বদিহাপি জাগ্রতি জগৎ স্বাজ্ঞানকার্যত্বতঃ।**
**যস্মাদেবমিদং শরীরকরণপ্রাণাহমাদ্যপ্যসৎ**

**তস্মাৎ তত্ত্বমসি প্রশান্তমমলং ব্রহ্মাদ্বয়ং যৎ পরম্॥ ২৫৪ ॥**[১]

স্বপ্নকালে দৃষ্ট দেশ, কাল, বিষয় এবং এসকলের জ্ঞাতা সমস্তই যেমন মিথ্যা, তেমনি জাগ্রতকালে অনুভূত জাগতিক বস্তুনিশ্চয় স্বীয় অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন হওয়ায় মিথ্যা। যেহেতু শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, অহংকার প্রভৃতি মিথ্যা, সেজন্য এসকল হতে ভিন্ন নিত্য বর্তমান যে প্রশান্ত, নির্মল, অদ্বিতীয় পরমব্রহ্ম আছেন, তা তুমিই।

**জাতিনীতিকুলগোত্রদূরগং নামরূপগুণদোষবর্জিতম্।**
**দেশকালবিষয়াতিবর্তি যদ্ ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি॥ ২৫৫ ॥**

যিনি জাতি, নীতি, কুল এবং গোত্রের অতীত ; নাম, রূপ, গুণ এবং দোষশূন্য তথা দেশ, কাল ও বস্তু হতে পৃথক—তুমিই সেই ব্রহ্ম, অন্তরে এরূপ ভাবনা কর।

**যৎপরং সকলবাগগোচরং গোচরং বিমলবোধচক্ষুষঃ।**
**শুদ্ধচিদ্ঘনমনাদিবস্তু যদ্ ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি॥ ২৫৬ ॥**

যিনি প্রকৃতির ঊর্ধ্বে, বাণীর অবিষয়, জ্ঞানচক্ষুতে জ্ঞাত, নির্মলচৈতন্যস্বরূপ ও অনাদি—তুমিই সেই ব্রহ্ম, অন্তরে এরূপ ধারণা কর।

**ষড্ভিরূর্মিভিরযোগি যোগিহৃদ্ভাবিতং ন করণৈর্বিভাবিতম্।**
**বুদ্ধ্যবেদ্যমনবদ্যভূতি যদ্ ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি॥ ২৫৭ ॥**

জরা-মৃত্যু-ক্ষুধা-পিপাসা-শোক- মোহরূপ ছটি তরঙ্গ যে ব্রহ্মকে ক্ষুব্ধ

---

[১]লক্ষ্মীনারায়ণ প্রেস, মুরাদাবাদ থেকে প্রকাশিত বই-এ এই শ্লোকের পরে নিম্নোক্ত শ্লোকটিও রয়েছে—

যত্র ভ্রান্ত্যা কল্পিতং তদ্বিবেকে তত্তন্মাত্রং নৈব তস্মাদ্বিভিন্নম্।
স্বপ্নে নষ্টে স্বপ্নবিশ্বং বিচিত্রং স্বস্মাদ্ভিন্নং কিন্নু দৃষ্টং প্রবোধে॥

ভ্রমবশত যে বর্তমান বস্তুতে অন্য মিথ্যাবস্তুর কল্পনা করা হয়, সত্যবস্তুর জ্ঞান হলে কল্পিত মিথ্যাবস্তুটি অধিষ্ঠানস্বরূপ সত্যবস্তুতে পরিণত হয়, তা অধিষ্ঠান থেকে ভিন্ন বস্তু থাকে না। জাগরণের পর দ্রষ্টা হতে ভিন্ন আর কোন স্বপ্নবস্তু দেখা যায় কি ?

করতে পারে না, যোগিগণ যাঁকে হৃদয়ে ধ্যান করেন, যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় তথা যা নির্দোষ এবং অশুদ্ধ বুদ্ধিতে প্রকাশ পায় না, সেই ঐশ্বর্যশালী ব্রহ্ম তুমি-ই—হৃদয়ে এই ভাবনা কর।

**ভ্রান্তিকল্পিতজগৎ কলাশ্রয়ং স্বাশ্রয়ং চ সদসদ্বিলক্ষণম্।**
**নিষ্কলং নিরুপমানমৃদ্ধিমদ্ ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি॥ ২৫৮ ॥**

ভ্রান্তিকল্পিত জগতের বিবিধ কল্পনার আধার, নিজেই নিজের আশ্রয়, সদসদের থেকে ভিন্ন, অবয়বশূন্য, তুলনারহিত, পরমঐশ্বর্যশালী যে ব্রহ্ম—তা তুমি, মনে এই ভাবনা রাখ।

**জন্মবৃদ্ধিপরিণত্যপক্ষয়ব্যাধিনাশনবিহীনমব্যয়ম্।**
**বিশ্বসৃষ্ট্যবনঘাতকারণং ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি॥ ২৫৯ ॥**

যিনি জন্ম, বৃদ্ধি, পরিণামপ্রাপ্তি, ক্ষয়, ব্যাধি এবং মৃত্যু—এই ছটি বিকারবর্জিত এবং অবিনাশী তথা বিশ্বের স্থিতি সৃষ্টি-প্রলয়ের কারণ—সেই ব্রহ্ম তুমি-ই। এরূপ অন্তরে ধ্যান কর।

**অস্তভেদমনপাস্তলক্ষণং নিস্তরঙ্গজলরাশিনিশ্চলম্।**
**নিত্যমুক্তমবিভক্তমূর্তি যদ্ ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি॥ ২৬০ ॥**

যে ব্রহ্ম ভেদরহিত, অপরিণামী, নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় শান্ত, নিত্যমুক্ত ও বিভাগরহিত—সেই ব্রহ্মই আমি, এরূপ হৃদয়ে ধ্যান কর।

**একমেব সদনেককারণং কারণান্তরনিরাসকারণম্।**
**কার্যকারণবিলক্ষণং স্বয়ং ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি॥ ২৬১ ॥**

যিনি এক হয়েও বহুর কারণ, অন্য কারণের নিরাসকারণ, স্বয়ং কার্য-কারণ থেকে পৃথক—তুমি সেই ব্রহ্ম, অন্তরে এরূপ ধ্যান কর।

**নির্বিকল্পকমনল্পমক্ষরং যৎ ক্ষরাক্ষরবিলক্ষণং পরম্।**
**নিত্যমব্যয়সুখং নিরঞ্জনং ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি॥ ২৬২ ॥**

যিনি নির্বিকল্প, মহীয়ান এবং অবিনাশী ; ক্ষর-অক্ষর হতে ভিন্ন তথা নিত্য, অব্যয়, আনন্দস্বরূপ ও নিষ্কলঙ্ক—সেই ব্রহ্ম তুমি-ই, এরূপ অন্তরে চিন্তা কর।

**যদ্বিভাতি সদনেকধা ভ্রমান্নামরূপগুণবিক্রিয়াত্মনা।**
**হেমবৎস্বয়মবিক্রিয়ং সদা ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি॥ ২৬৩ ॥**

স্বর্ণের বিভিন্ন অলংকারের মধ্যে স্বর্ণ যেমন অবিকৃতরূপে বিদ্যমান থাকে, সেরূপ যে ব্রহ্ম সর্বদাই অবিকারী থেকে নাম-রূপ-গুণ ও বিভিন্ন বিকাররূপে প্রকাশ পান—তুমিই সেই ব্রহ্ম, অন্তরে এরূপ ভাবনা কর।

**যচ্চকাস্ত্যনপরং পরাৎপরং প্রত্যগেকরসমাত্মলক্ষণম্।**
**সত্যচিৎসুখমনন্তমব্যয়ং ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি॥ ২৬৪ ॥**

যে অদ্বিতীয়, অব্যক্ত থেকে উৎকৃষ্ট, সকল প্রাণীর অন্তরে অভিন্ন চৈতন্যরূপে বিদ্যমান, আত্মস্বরূপ, সচ্চিদানন্দ অনন্ত অব্যয় ব্রহ্ম প্রকাশিত রয়েছেন—তুমিই সেই ব্রহ্ম, এরূপ হৃদয়ে ধ্যান কর।

**উক্তমর্থমিমমাত্মনি স্বয়ং ভাবয় প্রথিতযুক্তিভির্ধিয়া।**
**সংশয়াদিরহিতং করাম্বুবৎ তেন তত্ত্বনিগমো ভবিষ্যতি॥ ২৬৫ ॥**

উপরোক্ত শ্লোকগুলিতে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব বর্ণিত হল, তা নিজের অন্তঃকরণে প্রসিদ্ধ বেদান্তানুসারী যুক্তিসমূহের দ্বারা চিত্তে ধারণ কর। এর ফলে হস্তস্থিত জলের বিষয়ে যেমন কোন সংশয় থাকে না, সেরূপ সংশয়াদিরহিত ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হবে।

**স্বং বোধমাত্রং পরিশুদ্ধতত্ত্বং বিজ্ঞায় সঙ্ঘে নৃপবচ্চ সৈন্যে।**
**তদাত্মনৈবাত্মনি সর্বদা স্থিতো বিলাপয় ব্রহ্মণি দৃশ্যজাতম্॥ ২৬৬ ॥**

সৈন্যদলের মধ্যে যেমন রাজাই প্রধান, সেরূপ দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সমবায় জীবের নিত্যচৈতন্যস্বরূপ শুদ্ধ আত্মাই এই অদ্বিতীয় নিয়ন্তা জেনে সর্বদা তন্ময়ভাবে স্বস্বরূপে স্থিত থেকে সমগ্র জড়পদার্থসমূহ ব্রহ্মে লয় কর।

**বুদ্ধৌ গুহায়াং সদসদ্বিলক্ষণং ব্রহ্মাস্তি সত্যং পরমদ্বিতীয়ম্।**
**তদাত্মনা যোঽত্র বসেদ্‌গুহায়াং পুনর্ন তস্যাঙ্গগুহাপ্রবেশঃ॥ ২৬৭ ॥**

সদসদের উর্ধ্বে, পরাৎপর, অদ্বিতীয়, সত্য, পরব্রহ্ম বুদ্ধিরূপ গুহায় নিত্য বিরাজমান। যিনি নিজেকে ব্রহ্ম হতে অভিন্ন উপলব্ধি করে তথায়

অবস্থান করেন, তাঁকে আর শরীররূপ গুহায় প্রবেশ করতে অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করতে হয় না।

## বাসনা-ত্যাগ

**জ্ঞাতে বস্তুন্যপি বলবতী বাসনানাদিরেষা**
**কর্তা ভোক্তাপ্যহমিতি দৃঢ়া যাস্য সংসারহেতুঃ।**
**প্রত্যগ্‌দৃষ্ট্যাত্মনি নিবসতা সাপনেয়া প্রযত্নান্**
**মুক্তিং প্রাহুস্তদিহ মুনয়ো বাসনাতানবং যৎ॥ ২৬৮ ॥**

আত্মস্বরূপ জ্ঞাত হবার পরও 'আমি কর্তা, আমি ভোক্তা' ইত্যাদি আকারের দৃঢ়া বলবতী অনাদি বাসনা জন্ম-মৃত্যুর কারণ হয়। আত্মনিষ্ঠ সাধক আত্মস্বরূপে স্থিত থেকে এই বাসনার লেশকে যত্নসহকারে পরিহার করবেন। কেননা বাসনার নিঃশেষে ক্ষয়কেই মুনিগণ মুক্তি আখ্যা দিয়েছেন।

**অহংমমেতি যো ভাবো দেহাক্ষাদাবনাত্মনি।**
**অধ্যাসোঽয়ং নিরস্তব্যো বিদুষা স্বাত্মনিষ্ঠয়া॥ ২৬৯ ॥**

দেহ-ইন্দ্রিয়াদি জড় পদার্থে যে 'আমি-আমার' বলে বোধ হয়, তাকে অধ্যাস বলে। জ্ঞানী ব্যক্তি সর্বদা আত্মনিষ্ঠ হয়ে এই অধ্যাসের বিলোপসাধনে যত্নবান হবেন।

**জ্ঞাত্বা স্বং প্রত্যগাত্মানং বুদ্ধিতদ্‌বৃত্তিসাক্ষিণম্।**
**সোঽহমিত্যেব সদ্‌বৃত্ত্যানাত্মন্যাত্মমতিং জহি॥ ২৭০ ॥**

বুদ্ধি ও তার বৃত্তিসমূহের সাক্ষী নিজের যথার্থস্বরূপকে জেনে (বুদ্ধি প্রভৃতি হতে ভিন্ন, এরূপ জেনে) সেই শুদ্ধ আত্মাই 'আমি' —এই প্রকারের যথার্থজ্ঞানরূপ বৃত্তিসহায়ে অনাত্মবুদ্ধিসমূহে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ কর।

**লোকানুবর্তনং ত্যক্ত্বা ত্যক্ত্বা দেহানুবর্তনম্।**
**শাস্ত্রানুবর্তনং ত্যক্ত্বা স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু॥ ২৭১ ॥**

লোকবাসনা, দেহবাসনা ও শাস্ত্রবাসনা—এই তিনটি থেকে মুক্ত হয়ে আত্মাতে আরোপিত সংসারের অধ্যাস ত্যাগ কর।

**লোকবাসনয়া জন্তোঃ শাস্ত্রবাসনয়াপি চ।**
**দেহবাসনয়া জ্ঞানং যথাবন্নৈব জায়তে॥ ২৭২ ॥**

লোকবাসনা, শাস্ত্রবাসনা ও দেহবাসনা থাকলে জীবের যথার্থ আত্মজ্ঞান হয় না।

**সংসারকারাগৃহমোক্ষমিচ্ছোরয়োময়ং পাদনিবন্ধশৃঙ্খলম্।**
**বদন্তি তজ্জ্ঞাঃ পটুবাসনাত্রয়ং যোঽস্মাদ্বিমুক্তঃ সমুপৈতি মুক্তিম্॥ ২৭৩ ॥**

এই প্রবল বাসনাত্রয়কে ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ সংসার-কারাগার থেকে মুক্তিকামী সাধকের পক্ষে পায়ে বাঁধা লোহার শিকল বলে জানিয়েছেন। যিনি এই শিকল ছিন্ন করতে পারেন, তিনিই মোক্ষ লাভ করেন।

**জলাদিসম্পর্কবশাৎ প্রভূতদুর্গন্ধধূতাগরুদিব্যবাসনা।**
**সঙ্ঘর্ষণেনৈব বিভাতি সম্যগ্বিধূয়মানে সতি বাহ্যগন্ধে॥ ২৭৪ ॥**
**অন্তঃশ্রিতানন্তদুরন্তবাসনাধূলীবিলিপ্তা পরমাত্মবাসনা।**
**প্রজ্ঞাতিসঙ্ঘর্ষণতো বিশুদ্ধা প্রতীয়তে চন্দনগন্ধবৎ স্ফুটা॥ ২৭৫ ॥**

অতি দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থের প্রলেপে আচ্ছাদিত দিব্য অগুরুগন্ধ যেমন জলাদির সংসর্গজনিত মার্জনা দ্বারা পুনরায় প্রকাশিত হয়, তেমনি অন্তরে কুবাসনারূপ ধূলিতে আচ্ছন্ন পরমার্থবাসনা নিরন্তর আত্মবিচারের মার্জনায় শুদ্ধ হয়ে চন্দনের সৌরভের ন্যায় স্পষ্ট প্রতীত হয়।

**অনাত্মবাসনাজালৈস্তিরোভূতাত্মবাসনা।**
**নিত্যাত্মনিষ্ঠয়া তেষাং নাশে ভাতি স্বয়ং স্ফুটা॥ ২৭৬ ॥**

দেহাদিপোষণের (অনাত্ম) বাসনার দ্বারা আত্মবাসনা আবৃত রয়েছে, অতএব নিরন্তর আত্মনিষ্ঠ হয়ে অনাত্মবাসনার ক্ষয় করলেই আত্মবাসনা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়।

**যথা যথা প্রত্যগবস্থিতং মনস্তথা তথা মুঞ্চতি বাহ্যবাসনাঃ।**
**নিঃশেষমোক্ষে সতি বাসনানামাত্মানুভূতিঃ প্রতিবন্ধশূন্যা॥ ২৭৭ ॥**

মন যেমন যেমন অন্তর্মুখী হয়, অনাত্ম (বাহ্য) বাসনাও তেমন তেমন ক্ষয় হতে থাকে। বাসনাসমূহের নিঃশেষে নাশ হলে বাধারহিতভাবে আত্মস্বরূপের অনুভূতি হয়।

## অধ্যাস-নিরাস

**স্বাত্মন্যেব সদা স্থিত্যা মনো নশ্যতি যোগিনঃ।**
**বাসনানাং ক্ষয়শ্চাতঃ স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু॥ ২৭৮ ॥**

(চিত্তবৃত্তি নিরোধ করে) নিরন্তর আত্মস্বরূপে স্থিত হলেই যোগীর মনের এবং মনের বাসনাসমূহের নাশ হয়, অতএব দেহাদিতে অহংবোধের নিবৃত্তি কর।

**তমো দ্বাভ্যাং রজঃ সত্ত্বাৎ সত্ত্বং শুদ্ধেন নশ্যতি।**
**তস্মাৎ সত্ত্বমবষ্টভ্য স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু॥ ২৭৯ ॥**

রজঃ ও সত্ত্বগুণের দ্বারা তমঃ, সত্ত্বগুণের দ্বারা রজঃ এবং শুদ্ধসত্ত্বগুণের দ্বারা সত্ত্বগুণ নাশ হয়, অতএব শুদ্ধসত্ত্বের আশ্রয় নিয়ে আপন অধ্যাসকে ত্যাগ কর।

**প্রারব্ধং পুষ্যতি বপুরিতি নিশ্চিত্য নিশ্চলঃ।**
**ধৈর্যমালম্ব্য যত্নেন স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু॥ ২৮০ ॥**

প্রারব্ধের দ্বারা দেহ পোষণ হয়, এরূপ নিশ্চয় করত ধৈর্য ধারণ করে যত্ন পূর্বক আপন অধ্যাস ত্যাগ কর।

**নাহং জীবঃ পরং ব্রহ্মেত্যেতদ্ব্যাবৃত্তিপূর্বকম্।**
**বাসনাবেগতঃ প্রাপ্তস্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু॥ ২৮১ ॥**

'আমি জীব নই, আমি পরব্রহ্ম' এরূপে নিজেতে জীবভাব নিষেধ করত বাসনাত্রয়ের বেগে প্রাপ্ত জীবত্বের অধ্যাস ত্যাগ কর।

**শ্রুত্যা যুক্ত্যা স্বানুভূত্যা জ্ঞাত্বা সার্বাত্ম্যমাত্মনঃ।**
**ক্বচিদাভাসতঃ প্রাপ্তস্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু॥ ২৮২ ॥**

শ্রুতি, যুক্তি (বিচার) এবং নিজের অনুভবের দ্বারা আত্মার সর্বাত্মতা অবগত হয়ে কোনও কালে ভ্রমবশত প্রাপ্ত আপন অধ্যাস ত্যাগ কর।

অনাদানবিসর্গাভ্যামীষন্নাস্তি ক্রিয়া মুনেঃ।
তদেকনিষ্ঠয়া নিত্যং স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু॥ ২৮৩ ॥

জ্ঞানী মুনির নিকট গ্রাহ্য বা ত্যাজ্য বলে কিছুই কর্তব্য নেই অর্থাৎ তাঁর ক্ষেত্রে কোন কর্তব্যও প্রযোজ্য হয় না, অতএব নিরন্তর আত্মনিষ্ঠা সহকারে আত্মায় কল্পিত অধ্যাসকে ত্যাগ কর।

তত্ত্বমস্যাদিবাক্যোত্থব্রহ্মাত্মৈকত্ববোধতঃ।
ব্রহ্মণ্যাত্মত্বদার্ঢ্যায় স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু॥ ২৮৪ ॥

'তত্ত্বমসি' (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৬।৮) প্রভৃতি মহাবাক্য দ্বারা ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের যে একত্ববোধ জাগ্রত হয়, সেটি দৃঢ় করতে দেহাধ্যাস ত্যাগ কর।

অহংভাবস্য দেহেঽস্মিন্নিঃশেষবিলয়াবধি।
সাবধানেন যুক্তাত্মা স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু॥ ২৮৫ ॥

যতকাল পর্যন্ত এই দেহে 'আমি' বোধের সম্পূর্ণরূপে নাশ না হয়, ততকাল পর্যন্ত সাবধান হয়ে সযত্নে অধ্যাসনিবারণে নিরত থাক।

প্রতীতির্জীবজগতোঃ স্বপ্নবদ্ভাতি যাবতা।
তাবন্নিরন্তরং বিদ্বন্ স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু॥ ২৮৬ ॥

যে পর্যন্ত 'আমি জীব এবং আমার বাইরে এই জগৎ রয়েছে' এপ্রকারের ভেদবোধ স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়সমূহের ন্যায় আভাসরূপেও অনুভূত হয়, হে বিদ্বন্! সে পর্যন্ত অধ্যাসনিবারণে তৎপর থাক।

নিদ্রায়া লোকবার্তায়াঃ শব্দাদেরপি বিস্মৃতেঃ।
ক্বচিন্নাবসরং দত্ত্বা চিন্তয়াত্মানমাত্মনি॥ ২৮৭ ॥

নিদ্রা, লৌকিক কথাবার্তা অথবা শব্দাদি কোন কিছুতেও আত্মবিস্মৃতির সুযোগ না দিয়ে অন্তরে নিরন্তর আত্ম-চিন্তা কর।

মাতাপিত্রোর্মলোদ্ভূতং মলমাংসময়ং বপুঃ।
ত্যক্ত্বা চাণ্ডালবদ্দূরং ব্রহ্মীভূয় কৃতী ভব॥ ২৮৮ ॥

মাতাপিতার শোণিতশুক্রসংযোগে উৎপন্ন মলমাংসময় এই দেহকে

চণ্ডালের ন্যায় দূর হতে পরিহার করে ব্রহ্মভাবে স্থিত হয়ে ধন্য হও।

**ঘটাকাশং মহাকাশ ইবাত্মানং পরাত্মনি।**
**বিলাপ্যাখণ্ডভাবেন তূষ্ণীং ভব সদা মুনে॥ ২৮৯ ॥**

হে বিচারশীল সাধক ! ঘটমধ্যস্থ আকাশ (ঘট ভেঙ্গে গেলে) যেভাবে মহাকাশে বিলীন হয়ে যায়, সেভাবে পরমাত্মায় জীবাত্মাকে লয় করে সর্বদা অখণ্ডভাবে মৌন হয়ে স্থিত হও অর্থাৎ তর্কবিচারাদি ত্যাগ কর।

**স্বপ্রকাশমধিষ্ঠানং স্বয়ংভূয় সদাত্মনা।**
**ব্রহ্মাণ্ডমপি পিণ্ডাণ্ডং ত্যজ্যতাং মলভাণ্ডবৎ॥ ২৯০ ॥**

স্বয়ংপ্রকাশ পরব্রহ্মই জীব-জগতের একমাত্র অধিষ্ঠান। সেই সত্যস্বরূপের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল ভোগ্যবস্তু ও নিজ দেহকেও মলভাণ্ডের ন্যায় হেয়জ্ঞানে ত্যাগ কর।

**চিদাত্মনি সদানন্দে দেহারূঢ়ামহংধিয়ম্।**
**নিবেশ্য লিঙ্গমুৎসৃজ্য কেবলো ভব সর্বদা॥ ২৯১ ॥**

দেহে ব্যাপ্ত **'আমি-আমার'** বোধকে সদানন্দ চৈতন্যস্বরূপ আত্মায় স্থিত করে এবং লিঙ্গদেহের **'আমি-আমার'** অভিমান ত্যাগ করে সর্বদা অদ্বৈত আত্মস্বরূপকে আশ্রয় কর।

**যত্রৈষ জগদাভাসো দর্পণান্তঃ পুরং যথা।**
**তদ্ ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা কৃতকৃত্যো ভবিষ্যসি॥ ২৯২ ॥**

যেভাবে দর্পণে নগরের প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, সেভাবে যাতে এই দৃশ্যমান জগতের প্রতিফলন হয়, সেই ব্রহ্ম আমিই—এরূপ জ্ঞানলাভ করলে তুমি কৃতার্থ হয়ে যাবে।

**যৎ সত্যভূতং নিজরূপমাদ্যং চিদদ্বয়ানন্দমরূপমক্রিয়ম্।**
**তদেত্য মিথ্যাবপুরুৎসৃজেতচ্ছৈলূষবদ্বেষমুপাত্তমাত্মনঃ॥ ২৯৩ ॥**

অভিনেতা অভিনয়কালে গৃহীত বেশ অভিনয়শেষে যেভাবে ত্যাগ করে, সেভাবে নিজের আদিভূত মূল স্বরূপ চৈতন্যময়, অদ্বিতীয়, আনন্দস্বরূপ, অক্রিয়, সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়ে 'এই শরীররূপী'

মিথ্যাবেশের আস্থা ত্যাগ কর।

## অহংপদার্থ-নিরূপণ

**সর্বাত্মনা দৃশ্যমিদং মৃষৈব নৈবাহমর্থঃ ক্ষণিকত্বদর্শনাৎ।**
**জানাম্যহং সর্বমিতি প্রতীতিঃ কুতোঽহমাদেঃ ক্ষণিকস্য সিধ্যেৎ॥ ২৯৪ ॥**

এই দৃশ্য জগৎ সর্বতোভাবে মিথ্যা। এর ক্ষণস্থায়িত্ব সহজেই বোঝা যায়। অতএব এটি অহংপদার্থ (পরমসত্য) হতে পারে না। 'আমি সব জানি'— এই প্রকারের জ্ঞান ক্ষণস্থায়ী অহং প্রভৃতির কি করে হতে পারে ?

**অহংপদার্থস্ত্বহমাদিসাক্ষী নিত্যং সুষুপ্তাবপি ভাবদর্শনাৎ।**
**ব্রূতে হ্যজো নিত্য ইতি শ্রুতিঃ স্বয়ং তৎ প্রত্যগাত্মা সদসদ্বিলক্ষণঃ॥ ২৯৫ ॥**

শুদ্ধ আত্মা অন্তঃকরণ প্রভৃতির দ্রষ্টা। সুষুপ্তিকালেও আত্মা সাক্ষীরূপে বর্তমান। 'অজো নিত্যঃ' বাক্যদ্বারা শ্রুতি স্বয়ং এর প্রতিপাদন করেন। অতএব এই অন্তরাত্মা সৎ-অসতের ঊর্ধ্বে।

**বিকারিণাং সর্ববিকারবেত্তা নিত্যোঽবিকারো ভবিতুং সমর্হতি।**
**মনোরথস্বপ্নসুষুপ্তিষু স্ফুটং পুনঃ পুনর্দৃষ্টমসত্ত্বমেতয়োঃ॥ ২৯৬ ॥**

বিকারশীল পদার্থসমূহের সর্ববিকারের দ্রষ্টা নিত্য এবং অবিকারী হবেন— ইহাই যুক্তিযুক্ত। স্থূল, সূক্ষ্ম শরীরের অভাব কল্পনায়, স্বপ্নে এবং সুষুপ্তিকালে বারবার স্পষ্টরূপে দেখা যায়। (অতএব এই সকল অহংপদার্থ আত্মা হতে পারে না।)

**অতোঽভিমানং ত্যজ মাংসপিণ্ডে পিণ্ডাভিমানিন্যপি বুদ্ধিকল্পিতে।**
**কালত্রয়াবাধ্যমখণ্ডবোধং জ্ঞাত্বা স্বমাত্মানমুপৈহি শান্তিম্॥ ২৯৭ ॥**

অতএব এই মাংসপিণ্ডযুক্ত স্থূলদেহে এবং সূক্ষ্মদেহেও অহং বুদ্ধি ত্যাগ কর এবং ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান—তিনকালেই সমভাবে বর্তমান নিত্যচৈতন্যস্বরূপ নিজের স্বরূপকে উপলব্ধি করে শান্তি লাভ কর।

**ত্যজাভিমানং কুলগোত্রনামরূপাশ্রমেষ্বার্দ্রশবাশ্রিতেষু।**
**লিঙ্গস্য ধর্মানপি কর্তৃতাদীংস্ত্যক্ত্বা ভবাখণ্ডসুখস্বরূপঃ॥ ২৯৮ ॥**

আর্দ্র-শবতুল্য দেহের অবলম্বনে স্থিত কুল, গোত্র, নাম, রূপ, আশ্রম

প্রভৃতির অভিমান ত্যাগ কর। অধিকন্তু লিঙ্গশরীরের ধর্ম—কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বকেও ত্যাগ করে নিত্যসুখস্বরূপ হও।

## অহংকার-নিন্দা

**সন্ত্যন্যে প্রতিবন্ধাঃ পুংসঃ সংসারহেতবো দৃষ্টাঃ।**
**তেষামেকং মূলং প্রথমবিকারো ভবত্যহঙ্কারঃ॥ ২৯৯ ॥**

জীবের এই সংসার-বন্ধনের কারণস্বরূপ আরো অনেক প্রতিবন্ধক আছে। কিন্তু সকলের মূল প্রথম বিকার হল অহংকার। ( কেননা সমস্ত অনাত্ম-ভাবনার উৎপত্তি এ থেকেই হয়।)

**যাবৎ স্যাৎ স্বস্য সম্বন্ধোঽহঙ্কারেণ দুরাত্মনা।**
**তাবন্ন লেশমাত্রাপি মুক্তিবার্তা বিলক্ষণা॥ ৩০০ ॥**

যতক্ষণ এই দুরাত্মা অহংকারের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ থাকবে, ততক্ষণ অধ্যাসরহিত মুক্তিপ্রাপ্তির লেশমাত্র কোনো সম্ভাবনা নেই।

**অহঙ্কারগ্রহান্মুক্তঃ স্বরূপমুপপদ্যতে।**
**চন্দ্রবদ্বিমলঃ পূর্ণঃ সদানন্দঃ স্বয়ংপ্রভঃ॥ ৩০১ ॥**

অহংকাররূপ গ্রহ রাহুর গ্রাস থেকে মুক্ত জীব রাহুমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় বিমল, পূর্ণ, সদানন্দ স্বয়ংপ্রকাশ হয়ে নিজের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

**যো বা পুরে সোঽহমিতি প্রতীতো বুদ্ধ্যা বিক্লৃপ্তস্তমসাতিমূঢ়য়া।**
**তস্যৈব নিঃশেষতয়া বিনাশে ব্রহ্মাত্মভাবঃ প্রতিবন্ধশূন্যঃ॥ ৩০২ ॥**

অজ্ঞানের দ্বারা অতিশয় মোহগ্রস্ত বুদ্ধিতে এ শরীরেই যে 'আমিই ইহা'—এরূপ মনে হয়, এই বিকার সর্বতোভাবে নষ্ট হলে ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের অভেদভাব উপলব্ধিতে আর কোনো অন্তরায় থাকে না।

**ব্রহ্মানন্দনিধির্মহাবলবতাহঙ্কারঘোরাহিনা**
**সংবেষ্ট্যাত্মনি রক্ষ্যতে গুণময়ৈশ্চণ্ডৈস্ত্রিভির্মস্তকৈঃ।**
**বিজ্ঞানাখ্যমহাসিনা দ্যুতিমতা বিচ্ছিদ্য শীর্ষত্রয়ং**
**নির্মূল্যাহিমিমং নিধিং সুখকরং ধীরোঽনুভোক্তুং ক্ষমঃ॥ ৩০৩ ॥**

অহংকাররূপী মহাভয়ংকর সর্প সত্ত্ব, রজঃ, তমোরূপী তিনটি প্রচণ্ড ফণা দ্বারা ব্রহ্মানন্দরূপী পরমধনকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। যখন বিবেকবান পুরুষ স্বানুভূত জ্ঞানরূপ দ্যুতিমান খড়্গ দ্বারা এই তিনটি মস্তক ছেদন করে উহার বিনাশ করেন, তখনই তিনি পরমসুখদায়ক রত্নটি (ব্রহ্মানন্দ) লাভের অধিকারী হন।

**যাবদ্বা যৎকিঞ্চিদ্বিষদোষস্ফূর্তিরস্তি চেদ্দেহে।**
**কথমারোগ্যায় ভবেত্তদ্বদহন্তাপি যোগিনো মুক্ত্যৈ॥ ৩০৪ ॥**

(সর্পদষ্ট ব্যক্তির) দেহে যতক্ষণ সামান্যতমও বিষ থাকে, ততক্ষণ সে পূর্ণসুস্থ হতে পারে না, সেরূপ যতক্ষণ দেহে অণুমাত্রও 'আমি' ভাব থাকে, সাধক ততক্ষণ মুক্তির অধিকারী হয় না।

**অহমোঽত্যন্তনিবৃত্ত্যা তৎকৃতনানাবিকল্পসংহৃত্যা।**
**প্রত্যক্তত্ত্ববিবেকাদয়মহমস্মীতি বিন্দতে তত্ত্বম্॥ ৩০৫ ॥**

অহংকারের নিঃশেষে নাশ হলে এবং তা হতে উৎপন্ন বিবিধ বিকল্পের নিবৃত্তি হলে 'এই চৈতন্যস্বরূপ শুদ্ধ ব্রহ্ম আমিই' এই তত্ত্বের অনুভব হয়।

**অহঙ্কর্তর্যস্মিন্নহমিতি মতিং মুঞ্চ সহসা**
**বিকারাত্মন্যাত্মপ্রতিফলজুষি স্বস্থিতিমুষি।**
**যদধ্যাসাৎ প্রাপ্তা জনিমৃতিজরাদুঃখবহুলা**
**প্রতীচশ্চিন্মূর্তেস্তব সুখতনোঃ সংসৃতিরিয়ম্॥ ৩০৬ ॥**

বিকারস্বভাববিশিষ্ট, চৈতন্যস্বরূপ আত্মার প্রতিবিম্বযুক্ত এবং স্বরূপ-নিষ্ঠার প্রতিবন্ধক কর্তৃত্ববোধযুক্ত অহংকারে 'আমি এই অহং' এই ধারণা শীঘ্রই ত্যাগ কর। এই অহংকারের অধ্যাসের ফলেই সর্বব্যাপী চৈতন্য-স্বরূপ আনন্দময় তোমার জন্ম-মৃত্যু-জরা প্রভৃতি নানাবিধ দুঃখে পরিপূর্ণ এই সংসার-বন্ধন লাভ হচ্ছে।

**সদৈকরূপস্য চিদাত্মনো বিভোরানন্দমূর্তেরনবদ্যকীর্তেঃ।**
**নৈবান্যথা ক্বাপ্যবিকারিণস্তে বিনাহমধ্যাসমমুষ্য সংসৃতিঃ ॥ ৩০৭ ॥**

সর্বকালে একরূপ, চৈতন্যস্বরূপ, বিভু, আনন্দমূর্তি, পবিত্রকীর্তি,

বিকাররহিত যে তুমি, সেই তোমার অহংকারের সঙ্গে 'আমি এই'— এইপ্রকার অহংকাররূপী অধ্যাস ভিন্ন অন্য কোন কারণে সংসার-বন্ধন প্রাপ্তি সম্ভব নয়।

**তস্মাদহঙ্কারমিমং স্বশত্রুং ভোক্তুর্গলে কণ্টকবৎ প্রতীতম্।**
**বিচ্ছিদ্য বিজ্ঞানমহাসিনা স্ফুটং ভুঙ্ক্ষ্বাত্মসাম্রাজ্যসুখং যথেষ্টম্॥ ৩০৮ ॥**

ভোজনরত পুরুষের গলায় বিদ্ধ কাঁটার ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক এই অহংকাররূপী শত্রুকে বিজ্ঞানরূপ মহাখড়্গাঘাতে উত্তমরূপে ছেদন করে আত্মসাম্রাজ্য-সুখ স্বাধীনভাবে উপভোগ কর।

**ততোঽহমাদের্বিনিবর্ত্য বৃত্তিং সন্ত্যক্তরাগঃ পরমার্থলাভাৎ।**
**তূষ্ণীং সমাস্স্বাত্মসুখানুভূত্যা পূর্ণাত্মনা ব্রহ্মণি নির্বিকল্পঃ॥ ৩০৯ ॥**

তারপর কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি বৃত্তিগুলিকে দূর করে পরমার্থলাভের পথে আসক্তিশূন্য হয়ে আত্মসুখানুভূতির দ্বারা পূর্ণরূপে বিকল্পশূন্য হয়ে ব্রহ্মস্বরূপে শান্তভাবে অবস্থান কর।

**সমূলকৃত্তোঽপি মহানহং পুনর্ব্যুল্লেখিতঃ স্যাদ্ যদি চেতসা ক্ষণম্।**
**সঞ্জীব্য বিক্ষেপশতং করোতি নভস্বতা প্রাবৃষি বারিদো যথা॥ ৩১০ ॥**

এই প্রবল অহংকারের মূলোৎপাটন করা সত্ত্বেও যদি ক্ষণিকের জন্যও এর সঙ্গে চিত্তের সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তাহলে বর্ষকালে বায়ুতাড়িত মেঘের ন্যায় অসংখ্য বিক্ষেপের অর্থাৎ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে।

## ক্রিয়া, চিন্তা এবং বাসনা ত্যাগ

**নিগৃহ্য শত্রোরহমোঽবকাশঃ ক্বচিন্ন দেয়ো বিষয়ানুচিন্ত্যা।**
**স এব সঞ্জীবনহেতুরস্য প্রক্ষীণজম্বীরতরোরিবাম্বু॥ ৩১১ ॥**

সংযত করার পরেও অহংকাররূপী শত্রুকে বিষয়চিন্তার কোন সুযোগ দিও না; কেননা জল যেমন শুষ্কপ্রায় জম্বীরগাছকে বাঁচিয়ে তোলে, এই বিষয়চিন্তারূপী জলও সেরূপ পুনরায় অহংকারের উদ্রেককে সহায়তা করে।

**দেহাত্মনা সংস্থিত এব কামী বিলক্ষণঃ কাময়িতা কথং স্যাৎ।**
**অতোঽর্থসন্ধানপরত্বমেব ভেদপ্রসক্ত্যা ভববন্ধহেতুঃ॥ ৩১২ ॥**

দেহাভিমানযুক্ত ব্যক্তিই কামনাপরায়ণ হয়। যার দেহাভিমান নেই, সে আর কিরূপে কামনার বশীভূত হবে ? অতএব, বিষয়চিন্তায় রত থাকার ফলেই ভেদবুদ্ধির উৎপত্তিতে জন্মমরণরূপ সংসারবন্ধন হয়।

**কার্যপ্রবর্ধনাদ্বীজপ্রবৃদ্ধিঃ পরিদৃশ্যতে।**
**কার্যনাশাদ্বীজনাশস্তস্মাৎ কার্যং নিরোধয়েৎ॥ ৩১৩ ॥**

কার্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাসনাও বাড়তে তাকে। কার্যত্যাগে বাসনারূপ বীজও নষ্ট হয়, অতএব কার্যের নাশ করতে হবে।

**বাসনাবৃদ্ধিতঃ কার্যং কার্যবৃদ্ধ্যা চ বাসনা।**
**বর্ধতে সর্বথা পুংসঃ সংসারো ন নিবর্ততে॥ ৩১৪ ॥**

বাসনা বৃদ্ধি পেলে কর্মাদিতে প্রবৃত্তি বাড়ে এবং কর্মে প্রবৃত্তি থেকে বাসনার বৃদ্ধি হয়, এজন্য জীবের জন্ম-মরণপ্রবাহ কোনকালে নিবৃত্ত হয় না।

**সংসারবন্ধবিচ্ছিত্ত্যৈ তদ্দ্বয়ং প্রদহেদ্ যতিঃ।**
**বাসনাবৃদ্ধিরেতাভ্যাং চিন্তয়া ক্রিয়য়া বহিঃ॥ ৩১৫ ॥**

অতএব সংসারবন্ধন ছিন্ন করার জন্য যত্নপরায়ণ সাধক এদুটিই ত্যাগ করবে। বিষয়াদির চিন্তা এবং বাহ্য-ক্রিয়া—এদুটির দ্বারা বাসনা বৃদ্ধিলাভ করে।

**তাভ্যাং প্রবর্ধমানা সা সূতে সংসৃতিমাত্মনঃ।**
**ত্রয়াণাং চ ক্ষয়োপায়ঃ সর্বাবস্থাসু সর্বদা॥ ৩১৬ ॥**
**সর্বত্র সর্বতঃ সর্বং ব্রহ্মমাত্রাবলোকনম্।**
**সদ্ভাববাসনাদার্ঢ্যাত্তৎত্রয়ং লয়মশ্নুতে॥ ৩১৭ ॥**

এই দুইয়ের দ্বারা বর্দ্ধিত হয়ে বাসনা জীবের জন্ম-মৃত্যুর কারণ হয়। এই তিনটির নাশের উপায়—সকল অবস্থায়, সকল সময়, সকল স্থানে, সকল উপায়ে 'সবকিছু ব্রহ্ম' অনুভব করা। এই ব্রহ্মাত্মক বাসনা দৃঢ় হলে ওই তিনের লয় হয়।

**ক্রিয়ানাশে ভবেচ্চিন্তানাশোঽস্মাদ্বাসনাক্ষয়ঃ।**

**বাসনাপ্রক্ষয়ো মোক্ষঃ সা জীবন্মুক্তিরিষ্যতে॥ ৩১৮ ॥**

ক্রিয়ানাশে চিন্তার নাশ হয় আর চিন্তানাশে বাসনার ক্ষয় হয়। এই বাসনা ক্ষয়ের নামই মোক্ষ। ইহাকেই জীবন্মুক্তি বলা হয়।

**সদ্বাসনাস্ফূর্তিবিজৃম্ভণে সতি হ্যসৌ বিলীনা ত্বহমাদিবাসনা।**
**অতিপ্রকৃষ্টাপ্যরুণপ্রভায়াং বিলীয়তে সাধু যথা তমিস্রা॥ ৩১৯ ॥**

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন ঘোর অন্ধকারের নাশ হয়, তদনুরূপ ব্রহ্মভাবনার বিশেষ প্রকাশ হলে অহংকারাদি বাসনা বিলীন হয়ে যায়।

**তমস্তমঃকার্যমনর্থজালং ন দৃশ্যতে সত্যুদিতে দিনেশে।**
**তথাদ্বয়ানন্দরসানুভূতৌ নৈবাস্তি বন্ধো ন চ দুঃখগন্ধঃ॥ ৩২০ ॥**

সূর্য উদিত হলে যেমন অন্ধকার এবং অন্ধকারের ফলে কষ্টদায়ক অবস্থাসমূহ আর থাকে না, তদনুরূপ অদ্বিতীয় আত্মানন্দের অনুভব হলে সংসার-বন্ধন থাকে না আর দুঃখের লেশও থাকে না।

## প্রমাদ-নিন্দা

**দৃশ্যং প্রতীতং প্রবিলাপয়ন্ স্বয়ং সন্মাত্রমানন্দঘনং বিভাবয়ন্।**
**সমাহিতঃ সন্বহিরন্তরং বা কালং নয়েথা সতি কর্মবন্ধে॥ ৩২১ ॥**

কর্মবন্ধনের শেষ না হওয়া পর্যন্ত দৃশ্যজগৎকে লয় করে অন্তরে-বাহিরে সতর্ক থেকে বিশুদ্ধ আনন্দময় স্বরূপের ধ্যানে লগ্ন থেকে কালাতিপাত করবে।

**প্রমাদো ব্রহ্মনিষ্ঠায়াং ন কর্তব্যঃ কদাচন।**
**প্রমাদো মৃত্যুরিত্যাহ ভগবান্ ব্রহ্মণঃ সুতঃ॥ ৩২২ ॥**

ব্রহ্মনিষ্ঠায় কখনও আলস্য (প্রমাদ) করবে না। ব্রহ্মার মানসপুত্র ভগবান সনৎকুমার বলেছেন—**'প্রমাদই মৃত্যুতুল্য'**।

**ন প্রমাদাদনর্থোঽন্যো জ্ঞানিনঃ স্বস্বরূপতঃ।**
**ততো মোহস্ততোঽহংধীস্ততো বন্ধস্ততো ব্যথা॥ ৩২৩ ॥**

জ্ঞানী সাধকের পক্ষে স্বস্বরূপ উপলব্ধির পথে প্রমাদের চেয়ে বেশি

ক্ষতিকর আর কিছুই নেই। কেননা প্রমাদ থেকে মোহ, মোহ থেকে অহংকার, অহংকার থেকে বন্ধন এবং বন্ধন থেকে অর্থাৎ সংসারে গমনাগমনের দ্বারা অতিশয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ হতে থাকে।

**বিষয়াভিমুখং দৃষ্ট্বা বিদ্বাংসমপি বিস্মৃতিঃ।**
**বিক্ষেপয়তি ধীদোষৈর্যোষা জারমিব প্রিয়ম্॥ ৩২৪ ॥**

জার স্ত্রী যেমন তার প্রেমিককে বুদ্ধিভ্রষ্ট করে উন্মত্ত করে তোলে, তদনুরূপ বিদ্বান ব্যক্তিও যখন বিষয়চিন্তায় রত হন, তখন বিস্মৃতি উপস্থিত হয়ে তার বুদ্ধিকে ভ্রষ্ট করে অর্থাৎ কামক্রোধাদি দ্বারা বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হয়।

**যথাপকৃষ্টং শৈবালং ক্ষণমাত্রং ন তিষ্ঠতি।**
**আবৃণোতি তথা মায়া প্রাজ্ঞং বাপি পরাঙ্মুখম্॥ ৩২৫ ॥**

পুকুরের শৈবালদামকে সরিয়ে দিলেও তা যেমন তৎক্ষণাৎ পুনরায় পুকুরের জলকে আচ্ছাদিত করে, সেরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি যদি ক্ষণমাত্রও আত্মবিস্মৃত হন তাহলে মায়া তাহাকে পুনরায় ঘিরে ধরে।

**লক্ষ্যচ্যুতং সদ্ যদি চিত্তমীষদ্ বহির্মুখং সন্নিপতেত্ততস্ততঃ।**
**প্রমাদতঃ প্রচ্যুতকেলিকন্দুকঃ সোপানপঙ্ক্তৌ পতিতো যথা তথা॥ ৩২৬ ॥**

খেলবার বল অসাবধানতাবশত হাত থেকে পড়ে গেলে যেমন উপরের সিঁড়ি থেকে ক্রমশ গড়িয়ে নীচে পড়তে থাকে, সেরূপ চিত্ত যদি ব্রহ্মচিন্তা ত্যাগ করে অল্পমাত্র বহির্মুখ হয়, বিষয়চিন্তায় রত হয়, তাহলে ক্রমাগত বিষয় থেকে বিষয়ান্তরের চিন্তায় আসক্ত হয়ে অধঃপতিত হয়।

**বিষয়েম্বাবিশচ্চেতঃ সঙ্কল্পয়তি তদ্গুণান্।**
**সম্যক্সঙ্কল্পনাৎ কামঃ কামাৎ পুংসঃ প্রবর্তনম্॥ ৩২৭ ॥**

বিষয়ে আবিষ্ট চিত্ত বিষয়ের গুণসমূহের চিন্তা করতে থাকে। এরূপ চিন্তার ফলে কামনার উৎপত্তি হয় এবং কামনা হতে বারবার মানুষের বিষয়ভোগের প্রবৃত্তি হয়।

**ততঃ স্বরূপবিভ্রংশো বিভ্রষ্টস্তু পতত্যধঃ।**

**পতিতস্য বিনা নাশং পুনর্নারোহ ঈক্ষ্যতে।**
**সঙ্কল্পং বর্জয়েত্তস্মাৎ সর্বানর্থস্য কারণম্॥ ৩২৮ ॥**

ভোগের প্রবৃত্তির ফলে আত্মস্বরূপের বিস্মৃতি ঘটে। স্বরূপকে যে ব্যক্তি ভুলে থাকে তার অবশ্যই অধোগতি হয় এবং যে একবার পতিত হয়, তার বিনাশ ছাড়া প্রায়শই আর উত্থান দেখা যায় না। সুতরাং সকল অনর্থের হেতু ওই সংকল্পকে ত্যাগ করবে।

**অতঃ প্রমাদান্ন পরোঽস্তি মৃত্যুর্বিবেকিনো ব্রহ্মবিদঃ সমাধৌ।**
**সমাহিতঃ সিদ্ধিমুপৈতি সম্যক্ সমাহিতাত্মা ভব সাবধানঃ॥ ৩২৯ ॥**

অতএব বিচারশীল ও ব্রহ্মবেত্তা পুরুষের পক্ষে প্রমাদের ন্যায় মৃত্যুসদৃশ দুঃখদায়ক আর কিছু নেই। যিনি সর্বদা ব্রহ্মনিষ্ঠায় তৎপর থাকেন, তিনিই যথার্থ সিদ্ধি অর্থাৎ জীবন্মুক্তি লাভ করেন ; সেইহেতু সাবধানতাপূর্বক চিত্তকে সমাহিত (স্থির) কর।

## অসৎ-পরিহার

**জীবতো যস্য কৈবল্যং বিদেহে স চ কেবলঃ।**
**যৎকিঞ্চিৎ পশ্যতো ভেদং ভয়ং ব্রূতে যজুঃশ্রুতিঃ॥ ৩৩০ ॥**

যিনি জীবিতাবস্থায় জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ করেন, মৃত্যুর পর তাঁর অবশ্যই মুক্তিলাভ হয়। যজুর্বেদের অন্তর্গত তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলেন—'যে কিছুমাত্র ভেদ দর্শন করে, তারই ভয় থাকে।'

**যদা কদা বাপি বিপশ্চিদেষ ব্রহ্মণ্যনন্তেঽপ্যণুমাত্রভেদম্।**
**পশ্যত্যথামুষ্য ভয়ং তদৈব যদ্বীক্ষিতং ভিন্নতয়া প্রমাদাৎ॥ ৩৩১ ॥**

বিচারশীল জ্ঞানী সাধক যদি কখনও অনন্ত ব্রহ্মে অণুমাত্র ভেদও দর্শন করেন, তাহলে প্রমাদবশত যে বস্তুকে তিনি আত্মা হতে ভিন্নরূপে দেখেন, সেই বস্তুই তার ভয়ের কারণ হয়।

**শ্রুতিস্মৃতিন্যায়শতৈর্নিষিদ্ধে দৃশ্যেঽত্র যঃ স্বাত্মমতিং করোতি।**
**উপৈতি দুঃখোপরি দুঃখজাতং নিষিদ্ধকর্তা স মলিম্লুচো যথা॥ ৩৩২ ॥**

শ্রুতি, স্মৃতি ও শত-সহস্র যুক্তির দ্বারা মিথ্যা বলে প্রমাণিত এই দৃশ্যমান প্রপঞ্চে যে ব্যক্তি 'আমি-আমার' বোধ করে, সেই শাস্ত্র ও যুক্তির বিরুদ্ধ আচরণকারী ব্যক্তি, চোর যেমন দুঃখ পায় সেরূপ দুঃখের পর দুঃখ ভোগ করতে থাকে।

**সত্যাভিসন্ধানরতো বিমুক্তো মহত্ত্বমাত্মীয়মুপৈতি নিত্যম্।**
**মিথ্যাভিসন্ধানরতস্তু নশ্যেদ্ দৃষ্টং তদেতদ্‌যদচোরচোরয়োঃ॥ ৩৩৩ ॥**

যিনি অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ সত্যের অনুসন্ধানে রত, তিনি মুক্ত হয়ে নিজ মহত্ত্ব প্রাপ্ত করেন অর্থাৎ স্বস্বরূপের অনুভব করেন আর যে এই মিথ্যা দেহ-মন-বুদ্ধি প্রভৃতি দৃশ্যপদার্থে 'আমি-আমার' ভাব পোষণ করে সে নষ্ট হয়ে যায় ; চোরের দণ্ডভোগ করা এবং সাধুপুরুষের ছাড়া পাওয়ার দৃষ্টান্ত[১] এটির প্রমাণ।

**যতিরসদনুসন্ধিং বন্ধহেতুং বিহায় স্বয়ময়মহমস্মীত্যাত্মদৃষ্ট্যৈব তিষ্ঠেৎ।**
**সুখয়তি ননু নিষ্ঠা ব্রহ্মণি স্বানুভূত্যা হরতি পরমবিদ্যাকার্যদুঃখং প্রতীতম্॥**

মিথ্যাবস্তুর আকর্ষণ পরিহার করে 'এই সচ্চিদানন্দব্রহ্ম আমিই' — যতি এই প্রকার আত্মদৃষ্টি অবলম্বনে অবস্থান করবেন। স্বঅনুভূত ব্রহ্মনিষ্ঠা অবশ্যই এই দৃশ্যমান প্রপঞ্চ থেকে উৎপন্ন দুঃখসমূহ দূর করে পরম সুখ প্রদান করে।

**বাহ্যানুসন্ধিঃ পরিবর্ধয়েৎ ফলং দুর্বাসনামেব ততস্ততোঽধিকাম্।**
**জ্ঞাত্বা বিবেকৈঃ পরিহৃত্য বাহ্যং স্বাত্মানুসন্ধিং বিদধীত নিত্যম্॥ ৩৩৫ ॥**

বাহ্যবিষয়সমূহের চিন্তা নিজের দুর্বাসনারূপ অধিকতর দুঃখদায়ক

---

[১] এ প্রসঙ্গে ছান্দোগ্যোপনিষদে (৬।১৬।১-২) এরূপ বর্ণনা আছে। পুরাকালে, কে চোর আর কে চোর নয়, এটি পরীক্ষার জন্য রাজপুরুষেরা সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিকে একটি তপ্ত কুঠার স্পর্শ করতে বলতেন। আসল চোরটি ওই কুঠার ধরলে তার হাত পুড়ে যেত এবং সে রাজপুরুষদের দ্বারা শাস্তি পেত ; কিন্তু যে চোর নয়, সেই সত্যের দ্বারা সুরক্ষিত ব্যক্তি উত্তপ্ত কুঠার ধরলেও তার হাত পুড়ত না এবং সে ছাড়া পেত।

বাসনার ফল উৎপন্ন করে। অতএব বিবেক বলে বিচারপূর্বক বাহ্য বিষয়চিন্তা পরিহার করে সর্বদা আত্মচিন্তায় রত থাক।

**বাহ্যে নিরুদ্ধে মনসঃ প্রসন্নতা মনঃপ্রসাদে পরমাত্মদর্শনম্।**
**তস্মিন্ সুদৃষ্টে ভববন্ধনাশো বহির্নিরোধঃ পদবী বিমুক্তেঃ॥ ৩৩৬ ॥**

বাহ্য বিষয়চিন্তা ত্যাগ করলে মন প্রসন্ন হয়। মন প্রসন্ন হলে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হয়। যথার্থ আত্মদর্শনের ফলে সংসারবন্ধনের নাশ হয়, অতএব বাহ্য বিষয়চিন্তা বর্জনই মুক্তিলাভের উপায়।

**কঃ পণ্ডিতঃ সন্সদসদ্বিবেকী শ্রুতিপ্রমাণঃ পরমার্থদর্শী।**
**জানন্ হি কুর্যাদসতোঽবলম্বং স্বপাতহেতোঃ শিশুবন্মুমুক্ষুঃ॥ ৩৩৭ ॥**

এমন কে সৎ-অসৎ বিচারশীল, শ্রুতিপ্রমাণে অভিজ্ঞ, পরমার্থতত্ত্বদ্রষ্টা পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন, যিনি মুক্তির অভিলাষী হয়ে জেনে-শুনে অজ্ঞ শিশুর ন্যায় নিজের পতনের কারণ অনিত্যবিষয়ে আসক্ত থাকবেন ?

**দেহাদিসংসক্তিমতো ন মুক্তির্মুক্তস্য দেহাদ্যভিমত্যভাবঃ।**
**সুপ্তস্য নো জাগরণং ন জাগ্রতঃ স্বপ্নস্তয়োর্ভিন্নগুণাশ্রয়ত্বাৎ॥ ৩৩৮ ॥**

দেহাদিতে যার আসক্তি আছে তার মুক্তি হয় না এবং মুক্ত ব্যক্তির দেহাদিতে 'আমি-আমার' ভাব অর্থাৎ আসক্তি থাকে না। যেমন, জাগরণ ও নিদ্রা বিপরীত গুণের আশ্রয়ে উৎপন্ন হওয়ায় নিদ্রিত ব্যক্তির পক্ষে জাগরণের অনুভব এবং জাগ্রত ব্যক্তির পক্ষে নিদ্রার অনুভব সম্ভব নয়।

## আত্মনিষ্ঠার বিধান

**অন্তর্বহিঃ স্বং স্থিরজঙ্গমেষু জ্ঞানাত্মনাধারতয়া বিলোক্য।**
**ত্যক্তাখিলোপাধিরখণ্ডরূপঃ পূর্ণাত্মনা যঃ স্থিত এষ মুক্তঃ॥ ৩৩৯ ॥**

যিনি বহির্জগতে ও মনোজগতে এবং স্থাবর-জঙ্গম সকল পদার্থে এক আত্মা বিরাজিত, এরূপ জ্ঞান করে শুদ্ধ মনের সহায়ে নিজেকে সমস্ত কিছুর আধাররূপে উপলব্ধি করে সকল উপাধি পরিত্যাগপূর্বক অখণ্ডপূর্ণ আত্মস্বরূপে অবস্থান করেন, তিনিই মুক্ত।

**সর্বাত্মনা বন্ধবিমুক্তিহেতুঃ সর্বাত্মভাবান্ন পরোঽস্তি কশ্চিৎ।**
**দৃশ্যাগ্রহে সত্যুপপদ্যতেঽসৌ সর্বাত্মভাবোঽস্য সদাত্মনিষ্ঠয়া॥ ৩৪০ ॥**

সংসারবন্ধন থেকে মুক্তির জন্য 'সব কিছুই আত্মা'—এই সম্যক অনুভব ভিন্ন দ্বিতীয় কোন উৎকৃষ্টতর পথ নেই। নিরন্তর আত্মনিষ্ঠায় স্থিত হয়ে দৃশ্য প্রপঞ্চকে অগ্রাহ্য করলে এই সর্বাত্মভাবের উপলব্ধি হয়।

**দৃশ্যস্যাগ্রহণং কথং নু ঘটতে দেহাত্মনা তিষ্ঠতো**
**বাহ্যার্থানুভবপ্রসক্তমনসস্তত্তৎক্রিয়াং কুর্বতঃ।**
**সন্ন্যস্তাখিলধর্মকর্মবিষয়ৈর্নিত্যাত্মনিষ্ঠাপরৈ-**
**স্তত্ত্বজ্ঞৈঃ করণীয়মাত্মনি সদানন্দেচ্ছুভির্যত্নতঃ॥ ৩৪১ ॥**

যে ব্যক্তি দেহাত্মবুদ্ধিতে স্থিত থেকে বাহ্য পদার্থে আকৃষ্ট হয় এবং সেজন্য কর্ম সম্পাদন করে থাকে, তার পক্ষে বাহ্যপদার্থে অপ্রীতি কিরূপে সম্ভব ? অতএব নিত্যানন্দ লাভে ইচ্ছুক মুমুক্ষুর উচিত আত্মনিষ্ঠায় তৎপর হয়ে সকল ধর্ম-কর্ম-বিষয়াদি ত্যাগ করে স্বআত্মায় প্রতিফলিত এই দৃশ্যপ্রপঞ্চকে প্রযত্নপূর্বক পরিহার করা।

**সার্বাত্ম্যসিদ্ধয়ে ভিক্ষোঃ কৃতশ্রবণকর্মণঃ।**
**সমাধিং বিদধাত্যেষা শান্তো দান্ত ইতি শ্রুতিঃ॥ ৩৪২ ॥**

**'শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ'** (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪।৪।২৩) — এই শ্রুতিবাক্য বেদান্ত শ্রবণের পর যতি পুরুষদের সর্বাত্মসিদ্ধি কল্পে সমাধির উপদেশ দিয়েছেন।

**আরূঢ়শক্তেরহমো বিনাশঃ কর্তুং ন শক্যঃ সহসাপি পণ্ডিতৈঃ।**
**যে নির্বিকল্পাখ্যসমাধিনিশ্চলাস্তানন্তরানন্তভবা হি বাসনাঃ॥ ৩৪৩ ॥**

শাস্ত্রজ্ঞ বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ দৃঢ়মূল-অহংকারকে সহসা বিনষ্ট করতে সক্ষম হন না। কেননা সমাধিতে অচলভাবে স্থিত যোগিগণের মধ্যেও অসংখ্য জন্মে সঞ্চিত বাসনাদি লক্ষ্য করা যায়।

**অহংবুদ্ধ্যৈব মোহিন্যা যোজয়িত্বাবৃতের্বলাৎ।**
**বিক্ষেপশক্তিঃ পুরুষং বিক্ষেপয়তি তদ্গুণৈঃ॥ ৩৪৪ ॥**

বিক্ষেপ শক্তি স্বীয় আবরণ শক্তি দ্বারা মোহ উৎপন্নকারী অহংবুদ্ধির সঙ্গে মানুষের সংযোগ স্থাপন করে স্বগুণে তাকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়।

**বিক্ষেপশক্তিবিজয়ো বিষমো বিধাতুং**
**নিঃশেষমাবরণশক্তিনিবৃত্ত্যভাবে।**
**দৃগ্দৃশ্যয়োঃ স্ফুটপয়োজলবদ্বিভাগে**
**নশ্যেত্তদাবরণমাত্মনি চ স্বভাবাৎ।**
**নিঃসংশয়েন ভবতি প্রতিবন্ধশূন্যো**
**বিক্ষেপণং ন হি তদা যদি চেন্মৃষার্থে॥ ৩৪৫ ॥**
**সম্যগ্বিবেকঃ স্ফুটবোধজন্যো বিভজ্য দৃগ্দৃশ্যপদার্থতত্ত্বম্।**
**ছিনত্তি মায়াকৃতমোহবন্ধং যস্মাদ্বিমুক্তস্য পুনর্ন সংসৃতিঃ॥ ৩৪৬ ॥**

আবরণশক্তির পূর্ণ নিবৃত্তি ছাড়া বিক্ষেপশক্তির উপর বিজয়ী হওয়া অসম্ভব। হংস যেমন জলমিশ্রিত দুগ্ধ থেকে দুগ্ধকে পৃথক করে গ্রহণ করতে সক্ষম, সেরূপ অনাত্মবস্তু থেকে আত্মাকে পৃথকভাবে দেখতে পারলে আবরণশক্তি স্বতই নষ্ট হয়। বিচারের দ্বারা আত্মা ও অনাত্মার স্বরূপ পৃথকরূপে জানার পর, সংশয়রহিত জ্ঞান উৎপন্ন হয়ে সম্যগ্‌বিবেক মায়া থেকে উৎপন্ন মোহবন্ধন ছিন্ন করে দেয়। এই মায়াবন্ধন ছিন্ন হওয়ার পর মুক্ত ব্যক্তির আর জন্ম হয় না।

**পরাবরৈকত্ববিবেকবহ্নির্দহত্যবিদ্যাগহনং হ্যশেষম্।**
**কিং স্যাৎ পুনঃ সংসরণস্য বীজমদ্বৈতভাবং সমুপেয়ুষোঽস্য॥ ৩৪৭ ॥**

পরমাত্মা ও জীবাত্মার একত্ববোধরূপ-অগ্নি অবিদ্যারূপ অরণ্যকে সর্বতোভাবে ভস্মীভূত করে। (অবিদ্যা পূর্ণরূপে বিনষ্ট হলে) যখন জীবের অদ্বৈতভাবের উপলব্ধি হয়ে, তখন তার পুনরায় জন্মমরণের কারণরূপ কোন বীজ অবশিষ্ট থাকে না।

**আবরণস্য নিবৃত্তির্ভবতি চ সম্যক্ পদার্থদর্শনতঃ।**
**মিথ্যাজ্ঞানবিনাশস্তদ্বদ্বিক্ষেপজনিতদুঃখনিবৃত্তিঃ॥ ৩৪৮ ॥**

আত্মবস্তুর যথাযথ উপলব্ধি হলে আবরণের নিবৃত্তি ঘটে। আবরণ-

নিবৃত্তির ফলে মিথ্যাজ্ঞানের নাশ এবং বিক্ষেপ-জনিত দুঃখ তিরোহিত হয়।

## অধিষ্ঠান-নিরূপণ

**এতৎ ত্রিতয়ং দৃষ্টং সম্যগ্রজ্জুস্বরূপবিজ্ঞানাৎ।**
**তস্মাদ্বস্তু সতত্ত্বং জ্ঞাতব্যং বন্ধমুক্তয়ে বিদুষা॥ ৩৪৯ ॥**

[ভ্রমবশত রজ্জুতে সর্প দৃষ্ট হয় এবং ওই মিথ্যা দৃশ্যে ভয়, কম্প এবং নানা দুঃখের উৎপত্তি হয়, কিন্তু আলোর দ্বারা] রজ্জুর যথার্থ জ্ঞান হওয়ামাত্র [রজ্জুর অজ্ঞান (আবরণ), অজ্ঞানজনিত সর্প (মল) এবং সর্পের প্রতীতিতে হওয়া ভয়, কম্প প্রভৃতি (বিক্ষেপ)]—এই তিনটিই একসঙ্গে বিনষ্ট হয়। [সেরূপ আত্মস্বরূপের জ্ঞান হওয়ামাত্র আত্মার অজ্ঞান, অজ্ঞানজাত প্রপঞ্চের প্রতীতি এবং তৎজনিত দুঃখের একসঙ্গে নিবৃত্তি হয়।] অতএব বিদ্বান ব্যক্তির সংসার-বন্ধন থেকে মুক্তির হেতু তত্ত্বসহ আত্মপদার্থের যথার্থস্বরূপ অবগত হওয়া একান্ত কর্তব্য।

**অয়োঽগ্নিযোগাদিব সৎসমন্বয়ান্ মাত্রাদিরূপেণ বিজৃম্ভতে ধীঃ।**
**তৎকার্যমেতদ্দ্বিতয়ং যতো মৃষা দৃষ্টং ভ্রমস্বপ্নমনোরথেষু॥ ৩৫০ ॥**

অগ্নির দ্বারা যেমন লোহা (কোদাল, কুঠার ইত্যাদি) নানা পদার্থে রূপান্তরিত হয়, সেরূপ আত্মার সংযোগে বুদ্ধি (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি সহযোগে) বিভিন্ন বিষয়ে প্রকাশিত হয়। এই দ্বৈতপ্রপঞ্চ বুদ্ধিরই কার্য, অতএব মিথ্যা। যেহেতু ভ্রম, স্বপ্ন ও মনোরথ প্রভৃতি লোপ হওয়ার পর বুদ্ধিরচিত কল্পনাসমূহ মিথ্যা বলে উপলব্ধ হয়, সেজন্য ভ্রমকল্পিত বন্ধনও মিথ্যা।

**ততো বিকারাঃ প্রকৃতেরহংমুখা দেহাবসানা বিষয়াশ্চ সর্বে।**
**ক্ষণেঽন্যথাভাবিতয়া হ্যমীষামসত্ত্বমাত্মা তু কদাপি নান্যথা॥ ৩৫১ ॥**

অহংকার থেকে আরম্ভ করে দেহ পর্যন্ত যাবতীয় বিষয় ও বিকার রয়েছে—এ সবই ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তন হেতু মিথ্যা। কিন্তু আত্মায় কখনো পরিবর্তন হয় না, তিনি সর্বদাই একরূপ।

**নিত্যাদ্বয়াখণ্ডচিদেকরূপো বুদ্ধ্যাদিসাক্ষী সদসদ্বিলক্ষণঃ।**
**অহংপদপ্রত্যয়লক্ষিতার্থঃ প্রত্যক্সদানন্দঘনঃ পরাত্মা॥ ৩৫২ ॥**

যিনি অহংপদের প্রতীতিতে লক্ষিত হন, সেই সদানন্দঘন পরমাত্মা নিত্য, অদ্বিতীয়, অবিভাজ্য, চেতন, একরূপ, বুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষী, সদসৎ হতে ভিন্ন এবং অন্তরতম।

**ইত্থং বিপশ্চিৎ সদসদ্বিভজ্য নিশ্চিত্য তত্ত্বং নিজবোধদৃষ্ট্যা।**
**জ্ঞাত্বা স্বমাত্মানমখণ্ডবোধং তেভ্যো বিমুক্তঃ স্বয়মেব শাম্যতি॥ ৩৫৩ ॥**

বিচারশীল ব্যক্তি এরূপে অনাত্মবস্তুসমূহ হতে আত্মাকে পৃথক করে, নিজের জ্ঞানময় দৃষ্টির সাহায্যে তত্ত্বে দৃঢ়নিশ্চয় হয়ে অখণ্ড-বোধস্বরূপ আত্মাকে জেনে অনাত্মবস্তু থেকে মুক্ত হয়ে স্বয়ংই প্রশান্ত হন।

## সমাধি-নিরূপণ

**অজ্ঞানহৃদয়গ্রন্থের্নিঃশেষবিলয়স্তদা।**
**সমাধিনাবিকল্পেন যদাদ্বৈতাত্মদর্শনম্॥ ৩৫৪ ॥**

যখন নির্বিকল্প সমাধিতে অদ্বয় আত্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার ঘটে, তখন অজ্ঞানরূপ হৃদয়গ্রন্থির সর্বতোভাবে নাশ হয়।

**ত্বমহমিদমিতীয়ং কল্পনা বুদ্ধিদোষাৎ**
**প্রভবতি পরমাত্মন্যদ্বয়ে নির্বিশেষে।**
**প্রবিলসতি সমাধাবস্য সর্বো বিকল্পো**
**বিলয়নমুপগচ্ছেদ্বস্তুতত্ত্বাবধৃত্যা॥ ৩৫৫ ॥**

অদ্বিতীয় ও নির্বিশেষ পরমাত্মায় 'তুমি-আমি-ইহা' ইত্যাদি কল্পনা বুদ্ধির দোষে উৎপন্ন হয় এবং এইসকল সংকল্প-বিকল্প সমাধিকালে বিঘ্ন রূপে স্ফুরিত হতে থাকে, কিন্তু তত্ত্ব-বস্তু যথাবৎ প্রকাশিত হলে এসকল বিলীন হয়ে যায়।

**শান্তো দান্তঃ পরমুপরতঃ ক্ষান্তিযুক্তঃ সমাধিং**
**কুর্বন্নিত্যং কলয়তি যতিঃ স্বস্য সর্বাত্মভাবম্।**

**তেনাবিদ্যাতিমিরজনিতান্সাধু দগ্ধ্বা বিকল্পান্**
**ব্রহ্মাকৃত্যা নিবসতি সুখং নিষ্ক্রিয়ো নির্বিকল্পঃ॥ ৩৫৬ ॥**

শম-দমসম্পন্ন, সর্বতোভাবে বিষয়গহণে বিরত, সহিষ্ণু সন্ন্যাসী সমাধিযুক্ত হয়ে সর্বদা সর্বাত্মভাব চিন্তা করবেন। এই সর্বাত্মতা চিন্তনের ফলে অবিদ্যারূপ অন্ধকার হতে উৎপন্ন বিকল্পসমূহ অনায়াসে দূর করে ব্রহ্মাকারে নিষ্ক্রিয় ও নির্বিকল্পরূপে সুখে অবস্থান করবেন।

**সমাহিতা যে প্রবিলাপ্য বাহ্যং শ্রোত্রাদি চেতঃ স্বমহং চিদাত্মনি।**
**ত এব মুক্তা ভবপাশবন্ধৈর্নান্যে তু পারোক্ষ্যকথাভিধায়িনঃ॥ ৩৫৭ ॥**

যিনি শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়বর্গ, চিত্ত ও অহংকারাদি সকলকে লয় করে সমাধিতে অবস্থান করেন, তাঁরই সংসার-বন্ধন থেকে মুক্তি হয়। যিনি কেবল শাস্ত্র বা গুরুমুখে শ্রুত ব্রহ্মজ্ঞানের আবৃত্তি করেন, তাঁর মুক্তি হয় না।

**উপাধিভেদাৎ স্বয়মেব ভিদ্যতে চোপাধ্যপোহে স্বয়মেব কেবলঃ।**
**তস্মাদুপাধের্বিলয়ায় বিদ্বান্ বসেৎ সদাকল্পসমাধিনিষ্ঠয়া॥ ৩৫৮ ॥**

উপাধি ভেদ হেতু আত্মায় ভেদ প্রতীত হয়, কিন্তু উপাধিসমূহের নিবৃত্তি হলে সাধক নিজেকে শুদ্ধ আত্মস্বরূপ অনুভব করেন। সুতরাং মুমুক্ষু সাধক উপাধিনাশের জন্য সর্বদা নির্বিকল্প সমাধিতে অবস্থান করবেন।

**সতি সক্তো নরো যাতি সদ্ভাবং হ্যেকনিষ্ঠয়া।**
**কীটকো ভ্রমরং ধ্যায়ন্ ভ্রমরত্বায় কল্পতে॥ ৩৫৯ ॥**

একাগ্রচিত্তে নিরন্তর সৎস্বরূপ ব্রহ্মবিচারে তৎপর সাধক ব্রহ্মভাব লাভ করেন। যেমন কাচপোকার দ্বারা ধৃত তেলাপোকা কাচপোকার চিন্তা করতে করতে কাচপোকা হয়ে যায়।

**ক্রিয়ান্তরাসক্তিমপাস্য কীটকো ধ্যায়ন্ যথালিং হ্যলিভাবমৃচ্ছতি।**
**তথৈব যোগী পরমাত্মতত্ত্বং ধ্যাত্বা সমায়াতি তদেকনিষ্ঠয়া॥ ৩৬০ ॥**

যেভাবে তেলাপোকা সমস্ত কর্ম ও চিন্তা নিঃশেষে ত্যাগ করে কাচপোকার চিন্তা করার ফলে কাচপোকা হয়ে যায়, সেরূপ সাধক একনিষ্ঠ

চিত্তে পরমাত্মার চিন্তায় রত থেকে পরমাত্মভাব প্রাপ্ত হন।

**অতীব সূক্ষ্মং পরমাত্মতত্ত্বং ন স্থূলদৃষ্ট্যা প্রতিপত্তুমর্হতি।**
**সমাধিনাত্যন্তসুসূক্ষ্মবৃত্ত্যা জ্ঞাতব্যমার্যৈরতিশুদ্ধবুদ্ধিভিঃ ॥ ৩৬১ ॥**

আত্মতত্ত্ব অতীব সূক্ষ্ম, স্থূলদৃষ্টি দ্বারা কেউ এটি লাভ করতে পারে না; অতএব শুদ্ধবুদ্ধি মহামনা ব্যক্তির সমাধিযুক্ত শুদ্ধবুদ্ধিতে তাঁর অনুভব করতে হবে।

**যথা সুবর্ণং পুটপাকশোধিতং ত্যক্ত্বা মলং স্বাত্মগুণং সমৃচ্ছতি।**
**তথা মনঃ সত্ত্বরজস্তমোমলং ধ্যানেন সন্ত্যজ্য সমেতি তত্ত্বম্॥ ৩৬২ ॥**

অগ্নি ও ক্ষারের দ্বারা শোধিত হয়ে মালিন্য ত্যাগ করে স্বর্ণ যেরূপ নিজ স্বাভাবিকরূপ লাভ করে, সেরূপ ধ্যানের দ্বারা মনের সত্ত্ব, রজঃ ও তমোর মালিন্য দূর হলে মনউপাধি-বিশিষ্ট জীব ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করে।

**নিরন্তরাভ্যাসবশাত্তদিত্থং পক্বং মনো ব্রহ্মণি লীয়তে যদা।**
**তদা সমাধিঃ স বিকল্পবর্জিতঃ স্বতোঽদ্বয়ানন্দরসানুভাবকঃ॥ ৩৬৩ ॥**

উক্ত প্রকারে নিরন্তর অভ্যাসের ফলে মন শুদ্ধ হয়ে যখন ব্রহ্মে লয় পায়, তখন অদ্বৈত-ব্রহ্মানন্দের অনুভব হেতু নির্বিকল্প সমাধি স্বত উপস্থিত হয়।

**সমাধিনানেন সমস্তবাসনাগ্রন্থের্বিনাশোঽখিলকর্মনাশঃ।**
**অন্তর্বহিঃ সর্বত এব সর্বদা স্বরূপবিস্ফূর্তিরযত্নতঃ স্যাৎ॥ ৩৬৪ ॥**

এই নির্বিকল্পসমাধি লাভ হলে সমস্ত বাসনার সমূলে নাশ হয়, বাসনা নাশ হলে সকল কর্মের নাশ হয় এবং তখন অন্তরে-বাহিরে সর্বত্র অনায়াসে নিরন্তর আত্মস্বরূপ প্রকাশিত হয়।

**শ্রুতেঃ শতগুণং বিদ্যান্মননং মননাদপি।**
**নিদিধ্যাসং লক্ষগুণমনন্তং নির্বিকল্পকম্॥ ৩৬৫ ॥**

শুধুমাত্র বেদান্তশ্রবণ থেকে মনে মনে বিচার করা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। বিচারের চেয়ে নিদিধ্যাসন (ধ্যান) লক্ষগুণ শ্রেষ্ঠ এবং নিদিধ্যাসন থেকে অনন্তগুণ শ্রেষ্ঠ হল নির্বিকল্প-সমাধি (যার ফলে চিত্ত কখনো আত্মস্বরূপ

থেকে বিচলিত হয় না)।

**নির্বিকল্পকসমাধিনা স্ফুটং ব্রহ্মতত্ত্বমবগম্যতে ধ্রুবম্।**
**নান্যথা চলতয়া মনোগতেঃ প্রত্যয়ান্তরবিমিশ্রিতং ভবেৎ॥ ৩৬৬ ॥**

নির্বিকল্প সমাধিতে স্থিত হতে পারলে অবশ্যই ব্রহ্মতত্ত্বের সম্যক জ্ঞানলাভ হয়, অন্য কোন উপায়ে তা হয় না। কেননা মনের স্বভাব চঞ্চল হওয়ায় ভিন্ন অবস্থায় মিশ্রিতরূপে অনাত্মবস্তুর চিন্তা হতে পারে।

**অতঃ সমাধৎস্ব যতেন্দ্রিয়ঃ সদা নিরন্তরং শান্তমনাঃ প্রতীচি।**
**বিধ্বংসয় ধ্বান্তমনাদ্যবিদ্যয়া কৃতং সদেকত্ববিলোকনেন॥ ৩৬৭ ॥**

অতএব জিতেন্দ্রিয় হয়ে মনের চঞ্চলতা রোধ করে নিরন্তর অন্তরাত্মায় সমাহিত হও। ব্রহ্মের সঙ্গে আত্মার অভেদভাব দর্শনের দ্বারা অনাদি-অবিদ্যা হতে উৎপন্ন অজ্ঞানান্ধকার নষ্ট কর।

**যোগস্য প্রথমং দ্বারং বাঙ্‌নিরোধোঽপরিগ্রহঃ।**
**নিরাশা চ নিরীহা চ নিত্যমেকান্তশীলতা॥ ৩৬৮ ॥**

বাকসংযম, বিষয়বস্তু সংগ্রহ না করা, জাগতিক পদার্থের ইচ্ছা না রাখা, সকলপ্রকারের কামনা ত্যাগ করা এবং সর্বদা নির্জনবাস—এগুলি যোগারূঢ় হবার প্রথম সোপান।

**একান্তস্থিতিরিন্দ্রিয়োপরমণে হেতুর্দমশ্চেতসঃ**
**সংরোধে করণং শমেন বিলয়ং যায়াদহংবাসনা।**
**তেনানন্দরসানুভূতিরচলা ব্রাহ্মী সদা যোগিন-**
**স্তস্মাচ্চিত্তনিরোধ এব সততং কার্যঃ প্রযত্নান্মুনেঃ॥ ৩৬৯ ॥**

নির্জনবাস ইন্দ্রিয়সংযমের সাধন, দম (ইন্দ্রিয় নিরোধ) চিত্তসংযমের সাধন, চিত্ত নিরোধের দ্বারা বাসনার নাশ হয় এবং বাসনা-নাশে যোগীর ব্রহ্মানন্দরসের অবিচল অনুভূতি হয়। অতএব চিত্ত-নিরোধের জন্য যত্নশীল হওয়া মননশীল সাধকের একান্ত কর্তব্য।

**বাচং নিযচ্ছাত্মনি তং নিযচ্ছ বুদ্ধৌ ধিয়ং যচ্ছ চ বুদ্ধিসাক্ষিণি।**

**তং চাপি পূর্ণাত্মনি নির্বিকল্পে বিলাপ্য শান্তিং পরমাং ভজস্ব॥ ৩৭০ ॥**

বাণীকে মনে, মনকে বুদ্ধিতে, বুদ্ধিকে তার সাক্ষী আত্মায় লয় কর আর বুদ্ধিসাক্ষী (কূটস্থ)-কে নির্বিকল্প পূর্ণব্রহ্মে লয় করে পরমশান্তি লাভ কর।

**দেহপ্রাণেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যাদিভিরুপাধিভিঃ।**
**যৈর্যৈর্বৃত্তেঃ সমাযোগস্তত্তদ্ভাবোঽস্য যোগিনঃ॥ ৩৭১ ॥**

দেহ-প্রাণ-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিসমূহের যে যে বৃত্তির সঙ্গে সাধকের সংযোগ ঘটে, সাধক সেই সেই ভাব প্রাপ্ত হন।

**তন্নিবৃত্ত্যা মুনেঃ সম্যক্ সর্বোপরমণং সুখম্।**
**সংদৃশ্যতে সদানন্দরসানুভববিপ্লবঃ॥ ৩৭২ ॥**

যখন যোগীর চিত্ত এসকল বৃত্তি থেকে নিবৃত্ত হয়, তখন তার চিত্তে স্পষ্টরূপে সচ্চিদানন্দ রসানুভূতির জোয়ার বইতে থাকে।

## বৈরাগ্য-নিরূপণ

**অন্তস্ত্যাগো বহিস্ত্যাগো বিরক্তস্যৈব যুজ্যতে।**
**ত্যজত্যন্তর্বহিঃসঙ্গং বিরক্তস্তু মুমুক্ষয়া॥ ৩৭৩ ॥**

বৈরাগ্যবান ব্যক্তির পক্ষেই অন্তঃ-বাহ্য—উভয় প্রকারের ত্যাগই বাঞ্ছনীয়। মোক্ষের ইচ্ছার ফলেই তার আন্তরিক ও বাহ্যিক উভয়সঙ্গ ত্যাগ হওয়া সম্ভব।

**বহিস্তু বিষয়ৈঃ সঙ্গং তথান্তরহমাদিভিঃ।**
**বিরক্ত এব শক্নোতি ত্যক্তুং ব্রহ্মণি নিষ্ঠিতঃ॥ ৩৭৪ ॥**

ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে বাহ্য-বিষয়ের এবং অহংকারাদির সঙ্গে আন্তরিক (বাসনার) সংযোগ—এই উভয়কেই ব্রহ্মনিষ্ঠ অনাসক্ত পুরুষ ত্যাগ করতে সক্ষম।

**বৈরাগ্যবোধৌ পুরুষস্য পক্ষিবৎ পক্ষৌ বিজানীহি বিচক্ষণ ত্বম্।**
**বিমুক্তিসৌধাগ্রতলাধিরোহণং তাভ্যাং বিনা নান্যতরেণ সিধ্যতি॥ ৩৭৫ ॥**

হে বুদ্ধিমান শিষ্য ! পাখির দুটি ডানার মত বৈরাগ্য ও ব্রহ্মনিষ্ঠা সাধকের পক্ষে এদুটি ডানা বলে জানবে। এই দুটির কোন একটিকে ত্যাগ করে

অর্থাৎ কেবল একটির সহায়ে সৌধের শিখরে আহরণ সম্ভব নয়। (তাৎপর্য হল মোক্ষের জন্য বৈরাগ্য এবং ব্রহ্মনিষ্ঠা—উভয়েরই প্রয়োজন)।

**অত্যন্তবৈরাগ্যবতঃ সমাধিঃ সমাহিতস্যৈব দৃঢ়প্রবোধঃ।**
**প্রবুদ্ধতত্ত্বস্য হি বন্ধমুক্তির্মুক্তাত্মনো নিত্যসুখানুভূতিঃ॥ ৩৭৬ ॥**

তীব্র বৈরাগ্যবান সাধকের সমাধি লাভ হয়, সমাহিত পুরুষেরই দৃঢ় বোধ জন্মে এবং সুদৃঢ় বোধবানেরই সংসার-বন্ধন ছিন্ন হয় আর যিনি সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত, তিনিই নিত্যানন্দ অনুভব করেন।

**বৈরাগ্যান্ন পরং সুখস্য জনকং পশ্যামি বশ্যাত্মন-**
**স্তচ্চেচ্ছুদ্ধতরাত্মবোধসহিতং স্বারাজ্যসাম্রাজ্যধুক্।**
**এতদ্দ্বারমজস্রমুক্তিযুবতের্যস্মাত্ত্বমস্মাৎ পরং**
**সর্বত্রাস্পৃহয়া সদাত্মনি সদা প্রজ্ঞাং কুরু শ্রেয়সে॥ ৩৭৭ ॥**

জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে বৈরাগ্যের চেয়ে সুখদায়ক দ্বিতীয় কোন বস্তু আমি দেখি না। আর এই বৈরাগ্যের সঙ্গে যদি শুদ্ধ আত্মজ্ঞানের সংযোগ হয়, তবে তা আত্মসাম্রাজ্যদায়ক হয় অর্থাৎ অখণ্ড-আত্মস্বরূপ আত্মসাক্ষাৎকারের কারণ হয়। এটি নিত্য-মুক্তিরূপা যুবতী লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। অতএব হে বৎস ! তুমি সর্বদা সর্বত্র স্পৃহাশূন্য হয়ে আত্মকল্যাণের জন্য সচ্চিদানন্দব্রহ্মে নিজ বুদ্ধিকে স্থির কর।

**আশাং ছিন্ধি বিষোপমেষু বিষয়েষ্বেষৈব মৃত্যোঃ সৃতি-**
**স্ত্যক্ত্বা জাতিকুলাশ্রমেষ্বভিমতিং মুঞ্চাতিদূরাৎ ক্রিয়াঃ।**
**দেহাদাবসতি ত্যজাত্মধিষণাং প্রজ্ঞাং কুরুষ্বাত্মনি**
**ত্বং দ্রষ্টাস্যমলোঽসি নির্দ্বয়পরং ব্রহ্মাসি যদ্বস্তুতঃ॥ ৩৭৮ ॥**

বিষের ন্যায় মারাত্মক বিষয়ভোগের আশা ত্যাগ কর, কেননা এটি মৃত্যুরই (স্বরূপবিস্মৃতিরই) রূপ। জাতি-কুল-আশ্রমের অভিমান ত্যাগ করে কর্মকে দূর থেকেই নমস্কার করে বিদায় দাও। দেহাদি অসদ্ বস্তুতে 'আমি' বোধ ত্যাগ কর এবং নিজের যথার্থ স্বরূপ জেনে তাতে স্থিত হও।

বস্তুতঃ তুমি এ সকলের দ্রষ্টা এবং নির্মল অদ্বৈতচৈতন্য সেই পরব্রহ্ম তুমিই।

## ধ্যান-বিধি

**লক্ষ্যে ব্রহ্মণি মানসং দৃঢ়তরং সংস্থাপ্য বাহ্যেন্দ্রিয়ং**
**স্বস্থানে বিনিবেশ্য নিশ্চলতনুশ্চোপেক্ষ্য দেহস্থিতিম্।**
**ব্রহ্মাত্মৈক্যমুপেত্য তন্ময়তয়া চাখণ্ডবৃত্ত্যানিশং**
**ব্রহ্মানন্দরসং পিবাত্মনি মুদা শূন্যৈঃ কিমন্যৈর্ভ্রমৈঃ॥ ৩৭৯ ॥**

আপন লক্ষ্যে (ব্রহ্মে) মনকে দৃঢ়ভাবে স্থিত করে, অন্যান্য ইন্দ্রিয়াদিকে (স্বস্ববিষয় থেকে নিবৃত্ত করে) নিজের স্থানে সংযত করে, কোন এক আসনে স্থির ভাবে উপবেশন করে, দেহাদির চিন্তা ত্যাগ করে ব্রহ্ম ও আত্মার একাত্মসাধনায় তন্ময় হয়ে অহর্নিশ আনন্দপূর্বক ব্রহ্মরসের পান কর। অন্য ব্যর্থ-কর্মসমূহের অনুষ্ঠানে কি লাভ ?

**অনাত্মচিন্তনং ত্যক্ত্বা কশ্মলং দুঃখকারণম্।**
**চিন্তয়াত্মানমানন্দরূপং যন্মুক্তিকারণম্॥ ৩৮০ ॥**

মোহজনক ও দুঃখদায়ক অনাত্মবিষয়ের চিন্তা ত্যাগ করে যা মুক্তির কারণ, সেই আনন্দরূপ আত্মার মনন কর।

**এষ স্বয়ংজ্যোতিরশেষসাক্ষী বিজ্ঞানকোশে বিলসত্যজস্রম্।**
**লক্ষ্যং বিধায়ৈনমসদ্বিলক্ষণমখণ্ডবৃত্ত্যাত্মতয়ানুভাবয়॥ ৩৮১ ॥**

এই যিনি স্বপ্রকাশ, সকলপ্রত্যয়ের দ্রষ্টা, বিজ্ঞানময়কোশে নিরন্তর বিদ্যমান, অনিত্য পদার্থ থেকে পৃথক, সেই শুদ্ধ আত্মাকেই স্বীয় লক্ষ্য স্থির করে একাকারবৃত্তি অবলম্বনে আত্মভাবে চিন্তন কর।

**এতমচ্ছিন্নয়া বৃত্ত্যা প্রত্যয়ান্তরশূন্যয়া।**
**উল্লেখয়ন্বিজানীয়াৎ স্বস্বরূপতয়া স্ফুটম্॥ ৩৮২ ॥**

বিচ্ছেদশূন্য এবং অন্য প্রত্যয়শূন্য বৃত্তির সহায়ে এই আত্মা অর্থাৎ ব্রহ্মকে একই রূপে চিন্তা করতে করতে স্বীয় আত্মারূপে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি কর।

**অত্রাত্মত্বং দৃঢ়ীকুর্বন্নহমাদিষু সন্ত্যজন্।**
**উদাসীনতয়া তেষু তিষ্ঠেদ্ ঘটপটাদিবৎ॥ ৩৮৩ ॥**

অহংকারাদিতে আত্মভাব সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে এবং পরমাত্মাতেই আত্মভাব দৃঢ় করে, ঘট-পটের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞানে সকল বিষয় হতে উদাসীন থাকবে।

## আত্ম-দৃষ্টি

**বিশুদ্ধমন্তঃকরণং স্বরূপে নিবেশ্য সাক্ষিণ্যববোধমাত্রে।**
**শনৈঃ শনৈর্নিশ্চলতামুপানয়ন্ পূর্ণং স্বমেবানুবিলোকয়েত্ততঃ॥ ৩৮৪ ॥**

শুদ্ধ মনকে সাক্ষী জ্ঞানস্বরূপ চিদাত্মায় স্থির করে এবং ধীরে ধীরে স্থিরতা অর্জন করে শেষে নিজেকেই পরিপূর্ণভাবে দর্শন কর।

**দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোঽহমাদিভিঃ স্বাজ্ঞানকৢপ্তৈরখিলৈরুপাধিভিঃ।**
**বিমুক্তমাত্মানমখণ্ডরূপং পূর্ণং মহাকাশমিবাবলোকয়েৎ॥ ৩৮৫ ॥**

নিজের অজ্ঞান দ্বারা কল্পিত দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন-অহংকার প্রভৃতি অগণিত উপাধি হতে মুক্ত হয়ে অখণ্ডরূপ আত্মাকে মহাকাশের ন্যায় সর্বত্র পরিপূর্ণ অবলোকন কর।

**ঘটকলশকুশূলসূচিমুখ্যৈর্গগনমুপাধিশতৈর্বিমুক্তমেকম্।**
**ভবতি ন বিবিধং তথৈব শুদ্ধং পরমহমাদিবিমুক্তমেকমেব॥ ৩৮৬ ॥**

আকাশ যেমন ঘট-কলস-জালা-সূচ প্রভৃতি অসংখ্য উপাধি থেকে মুক্ত হয়ে এক অদ্বিতীয়রূপে অবস্থান করে, আত্মাও সেরূপ অহংকার প্রভৃতি উপাধিসমূহ থেকে মুক্ত হয়ে শুদ্ধ অদ্বয় ব্রহ্মরূপে বর্তমান।

**ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তা মৃষামাত্রা উপাধয়ঃ।**
**ততঃ পূর্ণং স্বমাত্মানং পশ্যেদেকাত্মনা স্থিতম্॥ ৩৮৭ ॥**

ব্রহ্মা থেকে গুল্মদেহ পর্যন্ত সমস্ত উপাধি মিথ্যা, অতএব নিজেকে সর্বদাই একমাত্র পরিপূর্ণ আত্মারূপেই জানবে।

**যত্র ভ্রান্ত্যা কল্পিতং যদ্বিবেকে তত্তন্মাত্রং নৈব তস্মাদ্বিভিন্নম্।**
**ভ্রান্তের্নাশে ভ্রান্তিদৃষ্টাহিতত্ত্বং রজ্জুস্তদ্বদ্বিশ্বমাত্মস্বরূপম্॥ ৩৮৮ ॥**

ভ্রমবশত যে যে আধারে বস্তুসকল যে যে রূপে প্রত্যক্ষ হয়, ওই সকল আধারের যথার্থ জ্ঞান হলে ভ্রমাত্মক বস্তুর সেই সেই দৃশ্য লোপ হয় এবং বস্তুর যথার্থ স্বরূপ প্রকাশিত হয়। যেমন, ভ্রান্তি-নাশ হলে রজ্জুতে ভ্রমবশত দৃষ্ট সর্প প্রকৃত রজ্জুরূপে প্রকাশ পায়, সেরূপে অজ্ঞান নষ্ট হলে সম্পূর্ণ বিশ্ব আত্মস্বরূপে প্রকাশিত হয়।

**স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ং বিষ্ণুঃ স্বয়মিন্দ্রঃ স্বয়ং শিবঃ।**
**স্বয়ং বিশ্বমিদং সর্বং স্বস্মাদন্যন্ন কিঞ্চন॥ ৩৮৯ ॥**

আত্মাই স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র ও শিব। আত্মাই এই সর্ববিশ্বরূপে প্রকাশমান। আত্মা থেকে ভিন্ন কিছুই নেই।

**অন্তঃ স্বয়ং চাপি বহিঃ স্বয়ং চ স্বয়ং পুরস্তাৎ স্বমেব পশ্চাৎ।**
**স্বয়ং হ্যবাচ্যাং স্বমমপ্যুদীচ্যাং তথোপরিষ্টাৎ স্বয়মপ্যধস্তাৎ॥ ৩৯০ ॥**

স্বয়ং আত্মা অন্তরে, বহির্জগতে, অগ্রে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে, উর্ধ্বে ও অধোদেশে—সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে বিরাজমান।

**তরঙ্গফেনভ্রমবুদ্‌বুদাদি সর্বং স্বরূপেণ জলং যথা তথা।**
**চিদেব দেহাদ্যহমন্তমেতৎ সর্বং চিদেবৈকরসং বিশুদ্ধম্॥ ৩৯১ ॥**

তরঙ্গ, ফেন, আবর্ত, বুদ্‌বুদ প্রভৃতি সবকিছু যেমন স্বরূপত জলমাত্র, সেরূপ স্থূল দেহ হতে আরম্ভ করে সূক্ষ্ম অহংকার পর্যন্ত—সবকিছুই শুদ্ধচৈতন্য একমাত্র আত্মা।

**সদেবেদং সর্বং জগদবগতং বাঙ্‌মনসয়োঃ**
**সতোঽন্যন্নাস্ত্যেব প্রকৃতিপরসীম্নি স্থিতবতঃ।**
**পৃথক্ কিং মৃৎস্নায়াঃ কলশঘটকুম্ভাদ্যবগতং**
**বদত্যেষ ভ্রান্তস্ত্বমহমিতি মায়ামদিরয়া॥ ৩৯২ ॥**

বাক্য ও মনের দ্বারা এই যে জগৎকে অনুভব করা যায়, তা সৎ-স্বরূপই। প্রকৃতির উর্ধ্বে আত্মস্বরূপে স্থিত মহাপুরুষের দৃষ্টিতে সৎস্বরূপ ভিন্ন আর কিছু নেই। কলস, ঘট, ঘড়া প্রভৃতি মৃন্ময়বস্তুকে কি মৃত্তিকা থেকে ভিন্ন জ্ঞান হয় ? ভ্রান্ত ব্যক্তিই মায়ারূপ-মদিরা-পানে উন্মত্ত হয়ে

'আমি, তুমি' প্রভৃতি ভেদজ্ঞান করে থাকে।

**ক্রিয়াসমভিহারেণ যত্র নান্যদিতি শ্রুতিঃ।**
**ব্রবীতি দ্বৈতরাহিত্যং মিথ্যাধ্যাসনিবৃত্তয়ে॥ ৩৯৩ ॥**

মিথ্যা অধ্যাস নিবৃত্তির জন্য অদ্বৈতপরক শ্রুতি[১] বারবার ক্রিয়াপদসমূহের উচ্চারণের দ্বারা দ্বৈতমাত্রের অভাব ঘোষণা করছেন।

**আকাশবন্নির্মলনির্বিকল্পনিঃসীমনিস্পন্দননির্বিকারম্।**
**অন্তর্বহিঃশূন্যমনন্যমদ্বয়ং স্বয়ং পরংব্রহ্ম কিমস্তি বোধ্যম্॥ ৩৯৪ ॥**

যে পরব্রহ্ম স্বয়ং আকাশের ন্যায় নির্মল, নির্বিকল্প, অসীম, নিশ্চল, নির্বিকার, অন্তর-বাহ্য সর্বদিক থেকে শূন্য, অনন্য ও অদ্বিতীয়—তা কি কখনও জ্ঞানের বিষয় হতে পারে ?

**বক্তব্যং কিমু বিদ্যতেঽত্র বহুধা ব্রহ্মৈব জীবঃ স্বয়ং**
**ব্রহ্মৈতজ্জগদাততং নু সকলং ব্রহ্মাদ্বিতীয়ং শ্রুতেঃ।**
**ব্রহ্মৈবাহমিতি প্রবুদ্ধমতয়ঃ সন্ত্যক্তবাহ্যাঃ স্ফুটং**
**ব্রহ্মীভূয় বসন্তি সন্ততচিদানন্দাত্মনৈব ধ্রুবম্॥ ৩৯৫ ॥**

জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যবিষয়ে বিশেষ কি আর বলার আছে ? জীব স্বয়ং ব্রহ্মই এবং ব্রহ্মই জগৎরূপে পরিব্যাপ্ত। শ্রুতিও বলেছেন ব্রহ্ম অদ্বিতীয়। 'ব্রহ্মই আমি'—এরূপ বিজ্ঞানসম্পন্ন বিষয়বিরাগী সাধকগণ নিরন্তর ব্রহ্মভাবেই চিদানন্দময় আত্মস্বরূপে অবশ্যই অবস্থান করেন।

**জহি মলময়কোশেঽহংধিয়োত্থাপিতাশাং**
**প্রসভমনিলকল্পে লিঙ্গদেহেঽপি পশ্চাৎ।**
**নিগমগদিতকীর্তিং নিত্যমানন্দমূর্তিং**
**স্বয়মিতি পরিচীয় ব্রহ্মরূপেণ তিষ্ঠ॥ ৩৯৬ ॥**

এই মলময়কোশে 'অহং'-বুদ্ধিজাত আসক্তি ত্যাগ কর। তারপর বায়ুরূপ লিঙ্গদেহেও সেটি দৃঢ়তাপূর্বক পরিত্যাগ কর। বেদ যাঁর কীর্তির কথা

[১]যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা
(ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৭।২৪।১)

বারবার প্রচার করেন, সেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকেই নিজ স্বরূপ জেনে সদা ব্রহ্মরূপে স্থিত থাক।

**শবাকারং যাবদ্ভজতি মনুজস্তাবদশুচিঃ**
**পরেভ্যঃ স্যাৎ ক্লেশো জননমরণব্যাধিনিলয়ঃ।**
**যদাত্মানং শুদ্ধং কলয়তি শিবাকারমচলং**
**তদা তেভ্যো মুক্তো ভবতি হি তদাহ শ্রুতিরপি॥ ৩৯৭ ॥**

শ্রুতিও একথা বলেন যে, মানুষ যতদিন এই শবতুল্য দেহে আসক্ত থাকে, ততদিন সে অশুচি; ততকাল সে জন্ম-মৃত্যু-ব্যাধি প্রভৃতি দুঃখ এবং অন্য থেকে ক্লেশ ভোগ করে। যখন মানুষ নিজেকে মঙ্গলস্বরূপ-অচল-শুদ্ধআত্মার সঙ্গে অভেদ বলে স্বীকার করে, তখনই সে সকল ক্লেশ থেকে মুক্তি পায়।

## প্রপঞ্চের নিয়ন্ত্রণ

**স্বাত্মন্যারোপিতাশেষাভাসবস্তুনিরাসতঃ।**
**স্বয়মেব পরং ব্রহ্ম পূর্ণমদ্বয়মক্রিয়ম্॥ ৩৯৮ ॥**

সাক্ষীস্বরূপ আত্মায় আরোপিত সর্বপ্রকার কল্পিত বস্তুর বোধ বা মিথ্যাত্ব বোধ করতে পারলে জীব স্বয়ংই পূর্ণ অদ্বয় অক্রিয় ব্রহ্মরূপে প্রকাশিত হন।

**সমাহিতায়াং সতি চিত্তবৃত্তৌ পরাত্মনি ব্রহ্মণি নির্বিকল্পে।**
**ন দৃশ্যতে কশ্চিদয়ং বিকল্পঃ প্রজল্পমাত্রঃ পরিশিষ্যতে ততঃ॥ ৩৯৯ ॥**

নির্বিকল্প পরমাত্ম-ব্রহ্মে চিত্তবৃত্তি সমাহিত হলে নাম-রূপাত্মক এই জগৎ আর কিছুমাত্র দৃশ্য হয় না। ব্রহ্মানুভূতির পর দৃশ্যপ্রপঞ্চ নামেমাত্র অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ উহা আর আত্মদৃষ্টির বাধক হয় না।

**অসৎকল্পো বিকল্পোঽয়ং বিশ্বমিত্যেকবস্তুনি।**
**নির্বিকারে নিরাকারে নির্বিশেষে ভিদা কুতঃ॥ ৪০০ ॥**

একমাত্র বিশুদ্ধ ব্রহ্মে 'জগৎ আছে এরূপ কল্পনা মিথ্যা'; কারণ অপরিণামী, কার্যকারণশূন্য এবং নাম-জাতি-গুণ-ক্রিয়ারহিত ব্রহ্মে ভেদ কোথা থেকে আসবে ?

**দ্রষ্টৃদর্শনদৃশ্যাদিভাবশূন্যৈকবস্তুনি।**
**নির্বিকারে নিরাকারে নির্বিশেষে ভিদা কুতঃ॥ ৪০১ ॥**

নিরাকার, নির্বিকার, নির্বিশেষ এবং দ্রষ্টা-দর্শন-দৃশ্য প্রভৃতি ভাবশূন্য একমাত্র ব্রহ্মবস্তুতে ভেদ কোথা থেকে আসবে ?

**কল্পার্ণব ইবাত্যন্তপরিপূর্ণৈকবস্তুনি।**
**নির্বিকারে নিরাকারে নির্বিশেষে ভিদা কুতঃ॥ ৪০২ ॥**

নির্বিকার, নিরাকার, নির্বিশেষ ও মহাপ্রলয়কালীন সমুদ্রের ন্যায় অত্যন্ত পরিপূর্ণ এক ব্রহ্মবস্তুতে ভেদ কোথা থেকে আসবে ?

**তেজসীব তমো যত্র প্রলীনং ভ্রান্তিকারণম্।**
**অদ্বিতীয়ে পরে তত্ত্বে নির্বিশেষে ভিদা কুতঃ॥ ৪০৩ ॥**

আলোর মধ্যে অন্ধকারের ন্যায় যাতে ভ্রমের কারণ অজ্ঞান একেবারেই বিলীন হয়ে যায়, সেই অদ্বিতীয় নির্বিশেষ পরমতত্ত্বে ভেদ কোথা থেকে আসবে ?

**একাত্মকে পরে তত্ত্বে ভেদবার্তা কথং ভবেৎ।**
**সুষুপ্তৌ সুখমাত্রায়াং ভেদঃ কেনাবলোকিতঃ॥ ৪০৪ ॥**

অদ্বিতীয় পরমতত্ত্বে ভেদের প্রসঙ্গ কি করে উঠতে পারে ? সুখরূপা সুষুপ্তিতে কে কবে ভেদ দর্শন করতে পারে ?

**নহ্যস্তি বিশ্বং পরতত্ত্ববোধাৎ সদাত্মনি ব্রহ্মণি নির্বিকল্পে।**
**কালত্রয়ে নাপ্যহিরীক্ষিতো গুণে নহ্যম্বুবিন্দুর্মৃগতৃষ্ণিকায়াম্॥ ৪০৫ ॥**

আত্মজ্ঞানলাভের পর সৎস্বরূপ নির্বিকল্প ব্রহ্মে কোনকালেই জগৎ থাকে না। যেমন রজ্জুতে দৃষ্ট সর্প রজ্জুতে কোনকালে ছিল না, নেই, হবেও না এবং মরীচিকায় এক বিন্দু জলও কোনকালে থাকে না।

**মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ।**
**ইতি ব্রূতে শ্রুতিঃ সাক্ষাৎ সুষুপ্তাবনুভূয়তে॥ ৪০৬ ॥**

দৃশ্যমান ভেদ মিথ্যা, অদ্বৈত ব্রহ্মই সত্য,—স্বয়ং শ্রুতি একথা জানিয়েছেন। ভেদ যে মিথ্যা এবং এক অদ্বৈতই আছেন, সুষুপ্তিকালে

সেটি সকলেই অনুভব করে।

**অনন্যত্বমধিষ্ঠানাদারোপ্যস্য নিরীক্ষিতম্।**
**পণ্ডিতৈ রজ্জুসর্পাদৌ বিকল্পো ভ্রান্তিজীবনঃ॥ ৪০৭ ॥**

জ্ঞানী ব্যক্তিগণ রজ্জু-সর্পাদিতে আরোপিত বস্তুকে অধিষ্ঠানের সহিত অভেদরূপে দর্শন করেন, সেজন্য (ব্রহ্মে অধ্যস্ত এ সংসাররূপ) বিকল্প ভ্রমকে আশ্রয় করে স্থিত।

## আত্ম-চিন্তনের বিধান

**চিত্তমূলো বিকল্পোঽয়ং চিত্তাভাবে ন কশ্চন।**
**অতশ্চিত্তং সমাধেহি প্রত্যগ্রূপে পরাত্মনি॥ ৪০৮ ॥**

এই বিকল্প চিত্তমূলক অর্থাৎ এই জগৎপ্রপঞ্চ চিত্তকে আশ্রয় করে বর্তমান থাকে, চিত্ত না থাকলে কোন কিছুই থাকে না। অতএব চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মায় তোমার চিত্তকে সমাহিত কর।

**কিমপি সততবোধং কেবলানন্দরূপং**
**নিরুপমমতিবেলং নিত্যমুক্তং নিরীহম্।**
**নিরবধি গগনাভং নিষ্কলং নির্বিকল্পং**
**হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্ম পূর্ণং সমাধৌ॥ ৪০৯ ॥**

ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধক সমাধিকালে অচিন্ত্যমাহাত্ম্য, সদা জ্ঞানস্বরূপ, কেবলানন্দময়, উপমারহিত, অসীম, নিত্যমুক্ত, নিশ্চেষ্ট, সীমাহীন আকাশতুল্য, নিষ্কল, নির্বিকল্প পূর্ণব্রহ্মকে সমাধিকালে নিজ অন্তঃকরণে প্রত্যক্ষরূপে অনুভব করেন।

**প্রকৃতিবিকৃতশূন্যং ভাবনাতীতভাবং**
**সমরসমসমানং মানসম্বন্ধদূরম্।**
**নিগমবচনসিদ্ধং নিত্যমস্মৎপ্রসিদ্ধং**
**হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্ম পূর্ণং সমাধৌ॥ ৪১০ ॥**

বিদ্বান ব্যক্তি সমাধিকালে কার্যকারণের অতীত, অবিষয়রূপে জ্ঞেয়, নির্বিকার, নিরুপম, প্রমাণের অবিষয়, বেদপ্রমাণসিদ্ধ, সর্বদা অহংবোধের

মধ্যে প্রকাশিত পূর্ণব্রহ্মকে অন্তরে অনুভব করেন।

**অজরমমরমস্তাভাসবস্তুস্বরূপং**
**স্তিমিতসলিলরাশিপ্রখ্যমাখ্যাবিহীনম্।**
**শমিতগুণবিকারং শাশ্বতং শান্তমেকং**
**হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্ম পূর্ণং সমাধৌ॥ ৪১১ ॥**

অজর, অমর, আভাসশূন্য, বস্তুস্বরূপ, অচঞ্চল সমুদ্রতুল্য, অবর্ণনীয়, গুণদোষশূন্য, শাশ্বত, শান্ত এবং অদ্বিতীয় পূর্ণব্রহ্মকে বিদ্বান ব্যক্তি হৃদয়ে অনুভব করেন।

**সমাহিতান্তঃকরণঃ স্বরূপে বিলোকয়াত্মানমখণ্ডবৈভবম্।**
**বিচ্ছিন্ধি বন্ধং ভবগন্ধগন্ধিতং যত্নেন পুংস্ত্বং সফলী কুরুষ্ব॥ ৪১২ ॥**

স্বস্বরূপে চিত্তকে স্থির করে অখণ্ড ঐশ্বর্যশালী আত্মার সাক্ষাৎ কর, পূতিগন্ধময় সংসার-বন্ধন ছিন্ন কর এবং যত্নপূর্বক আপন মনুষ্য-জন্মকে সার্থক কর।

**সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্।**
**ভাবয়াত্মানমাত্মস্থং ন ভূয়ঃ কল্পসেঽধ্বনে॥ ৪১৩ ॥**

সকল উপাধিশূন্য, সচ্চিদানন্দ, অদ্বয়, নিজের মধ্যে বর্তমান আত্মাকে চিন্তা কর, তাহলে আর পুনরায় সংসারে জন্মগ্রহণের সম্ভাবনা থাকবে না।

## দৃশ্যের উপেক্ষা

**ছায়েব পুংসঃ পরিদৃশ্যমানমাভাসরূপেণ ফলানুভূত্যা।**
**শরীরমারাচ্ছববন্নিরস্তং পুনর্ন সন্ধত্ত ইদং মহাত্মা॥ ৪১৪ ॥**

মৃতশরীরে যেমন অভিমান থাকে না, সেরূপ ব্যবহারকালেও প্রারব্ধ কর্মফলের ভোগকালে ছায়ার ন্যায় আভাসরূপে পরিদৃষ্ট এই শরীরে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পুনরায় অহংকারবশত আসক্ত হন না।

**সততবিমলবোধানন্দরূপং সমেত্য**
**ত্যজ জড়মলরূপোপাধিমেতং সুদূরে।**

**অথ পুনরপি নৈষ স্মর্যতাং বান্তবস্তু**
**স্মরণবিষয়ভূতং কল্পতে কুৎসনায়॥ ৪১৫ ॥**

শাশ্বত-নির্মলজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ আত্মাকে অনুভব করে এই জড় ও মলিন দেহরূপ উপাধিকে দূর হতে ত্যাগ কর। অতঃপর কখনও একে আর স্মরণ করো না ; কারণ বমন করা খাদ্যবস্তু মনে স্মরণ এলেও চিত্ত অস্বস্তি বোধ করে।

**সমূলমেতৎ পরিদহ্য বহ্নৌ সদাত্মনি ব্রহ্মণি নির্বিকল্পে।**
**ততঃ স্বয়ং নিত্যবিশুদ্ধবোধানন্দাত্মনা তিষ্ঠতি বিদ্বরিষ্ঠঃ॥ ৪১৬ ॥**

অবিদ্যারূপ মূল সহ স্থূলদেহ হতে অহংকার পর্যন্ত সকল অনাত্মবস্তু সৎস্বরূপ নির্বিকল্প ব্রহ্মানুভবরূপ-অগ্নিতে দগ্ধ করার পর জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-আনন্দময় আত্মস্বরূপে স্বয়ং অবস্থান করেন।

**প্রারব্ধসূত্রগ্রথিতং শরীরং প্রায়াতু বা তিষ্ঠতু গোরিব স্রক্।**
**ন তৎ পুনঃ পশ্যতি তত্ত্ববেত্তানন্দাত্মনি ব্রহ্মণি লীনবৃত্তিঃ॥ ৪১৭ ॥**

গোরু যেমন তার গলায় দড়ি আছে কি নেই তা নিয়ে কোন চিন্তা করে না, সেরূপ যাঁর চিত্তবৃত্তি আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে বিলীন হয়েছে, সেই তত্ত্ববেত্তা পুরুষ প্রারব্ধের অধীন এই দেহ থাক বা চলে যাক, সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ করেন না।

**অখণ্ডানন্দমাত্মানং বিজ্ঞায় স্বস্বরূপতঃ।**
**কিমিচ্ছন্ কস্য বা হেতোর্দেহং পুষ্ণাতি তত্ত্ববিৎ॥ ৪১৮ ॥**

আত্মজ্ঞ ব্যক্তি অখণ্ড-আনন্দস্বরূপ আত্মাকে নিজের থেকে অভেদরূপে অবগত হবার পর আর কি আশায় বা কি কারণে এই শরীরের পোষণে ব্যস্ত হবেন ?

## আত্মজ্ঞানের ফল

**সংসিদ্ধস্য ফলং ত্বেতজ্জীবন্মুক্তস্য যোগিনঃ।**
**বহিরন্তঃ সদানন্দরসাস্বাদনমাত্মনি॥ ৪১৯ ॥**

যে আত্মনিষ্ঠ যোগী পুরুষ পূর্ণতা ও জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি

ফলরূপে সর্বদা অন্তরে-বাহিরে নিজের মধ্যে আনন্দরসের আস্বাদন পেতে থাকেন।

**বৈরাগ্যস্য ফলং বোধো বোধস্যোপরতিঃ ফলম্।**
**স্বানন্দানুভবাচ্ছান্তিরেষৈবোপরতেঃ ফলম্॥ ৪২০ ॥**

বৈরাগ্যের ফল বোধ, বোধের ফল উপরতি আর উপরতির ফল হল আত্মানন্দের অনুভবে পরমশান্তিলাভে চিত্তের প্রশান্তি।

**যদ্যুত্তরোত্তরাভাবঃ পূর্বপূর্বং তু নিষ্ফলম্।**
**নিবৃত্তিঃ পরমা তৃপ্তিরানন্দোঽনুপমঃ স্বতঃ॥ ৪২১ ॥**

যদি এই ক্রমানুসারে পর পর ফলগুলির (বৈরাগ্য থেকে বোধ, বোধ থেকে উপরতি এবং উপরতি থেকে পরাশান্তি) প্রাপ্তি না হয়, তাহলে পূর্ব-পূর্ববর্তী বৈরাগ্যাদি নিষ্ফল হয়। বিষয় থেকে নিবৃত্ত হয়ে নিরবচ্ছিন্না তৃপ্তিই পরমা তৃপ্তি আর এটিই সাক্ষাৎ অনুপম আনন্দ।

**দৃষ্টদুঃখেষ্বনুদ্বেগো বিদ্যায়াঃ প্রস্তুতং ফলম্।**
**যৎকৃতং ভ্রান্তিবেলায়াং নানা কর্ম জুগুপ্সিতম্।**
**পশ্চান্নরো বিবেকেন তৎ কথং কর্তুমর্হতি॥ ৪২২ ॥**

প্রারব্ধবশে প্রাপ্ত দুঃখাদিতে উদ্বিগ্ন না হওয়া আত্মজ্ঞানী ব্যক্তির প্রত্যক্ষ ফল। অজ্ঞান অবস্থায় মানুষ যে-সকল নিন্দনীয় কর্ম করে থাকে, জ্ঞানোৎপত্তির পর সে আর কিরূপে সে-সকল কর্মে প্রবৃত্ত হতে পারে ?

**বিদ্যাফলং স্যাদসতো নিবৃত্তিঃ প্রবৃত্তিরজ্ঞানফলং তদীক্ষিতম্।**
**তজ্জ্ঞাজ্ঞয়োর্যন্মৃগতৃষ্ণিকাদৌ নো চেদ্বিদো দৃষ্টফলং কিমস্মাৎ॥ ৪২৩ ॥**

মিথ্যাবস্তু থেকে নিবৃত্তি ব্রহ্মবিদ্যালাভের ফল আর মিথ্যা-বিষয়ে প্রবৃত্তি অজ্ঞানের ফল। মরীচিকা প্রভৃতিতে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির ব্যাপারে, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটি লক্ষ্য করা যায়। (মরীচিকার স্বরূপ যিনি অবগত হয়েছেন, তিনি সেদিকে ধাবিত হবেন না ; কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তি সেদিকে ছুটবেন)। তাই যদি না হত, তাহলে ব্রহ্মবিদ্যালাভের প্রত্যক্ষ ফল আর কি হল ? অর্থাৎ মিথ্যাবস্তু থেকে নিবৃত্ত না হলে ব্রহ্মবিদ্যালাভ হয়নি

বুঝতে হবে।

**অজ্ঞানহৃদয়গ্রন্থের্বিনাশো যদ্যশেষতঃ।**
**অনিচ্ছোর্বিষয়ঃ কিন্নু প্রবৃত্তেঃ কারণং স্বতঃ॥ ৪২৪ ॥**

যদি অজ্ঞানরূপ হৃদয়-গ্রন্থির নিঃশেষে নাশ হয়ে যায়, তাহলে বিষয়াদিতে অনিচ্ছুক সেই ব্যক্তিকে কি আর বিষয়াদি আকৃষ্ট করতে পারে ?

**বাসনানুদয়ো ভোগ্যে বৈরাগ্যস্য পরোঽবধিঃ।**
**অহংভাবোদয়াভাবো বোধস্য পরমোঽবধিঃ।**
**লীনবৃত্তেরনুৎপত্তির্মর্যাদোপরতেস্তু সা॥ ৪২৫ ॥**

ভোগ্য-বস্তুতে বাসনার উদয় না হওয়া বৈরাগ্যের চরম পর্যায়, অন্তরে অহংকারের সর্বতোভাবে প্রশান্তি বোধের চরম সীমা আর লয়প্রাপ্ত প্রবৃত্তির পুনরায় উদ্রেক না হওয়া উপরতির শেষ সীমা।

## জীবন্মুক্তের লক্ষণ

**ব্রহ্মকারতয়া সদা স্থিততয়া নির্মুক্তবাহ্যার্থধী-**
**রন্যাবেদিতভোগ্যভোগকলনো নিদ্রালুবদ্বালবৎ।**
**স্বপ্নালোকিতলোকবজ্জগদিদং পশ্যন্ ক্বচিল্লব্ধধী-**
**রাস্তে কশ্চিদনন্তপুণ্যফলভুগ্ধন্যঃ স মান্যো ভুবি॥ ৪২৬ ॥**

ব্রহ্মস্বরূপে স্থিত অনন্ত পুণ্যফলের ভোক্তা কোন কোন তত্ত্বনিষ্ঠ মহাপুরুষ অনাসক্ত থেকে অপরের দ্বারা প্রদত্ত ভোগ্যবস্তু নিদ্রালু বা বালকের ন্যায় গ্রহণ করেন। কখনও আবার বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলে ইনি জগৎকে স্বপ্নদৃষ্ট জগতের ন্যায় মনে করেন। পৃথিবীতে এরূপ মহাপুরুষই ধন্য ও মাননীয়।

**স্থিতপ্রজ্ঞো যতিরয়ং যঃ সদানন্দমশ্নুতে।**
**ব্রহ্মণ্যেব বিলীনাত্মা নির্বিকারো বিনিষ্ক্রিয়ঃ॥ ৪২৭ ॥**

যিনি সর্বদা ব্রহ্মচিন্তায় মগ্ন, নির্বিকার ও নিষ্ক্রিয় থেকে সর্বদা

ব্রহ্মানন্দ অনুভব করেন, সেই সন্ন্যাসীকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়।

**ব্রহ্মাত্মনোঃ শোধিতয়োরেকভাবাবগাহিনী।**
**নির্বিকল্পা চ চিন্মাত্রা বৃত্তিঃ প্রজ্ঞেতি কথ্যতে।**
**সুস্থিতা সা ভবেদ্‌যস্য জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ৪২৮ ॥**

[তত্ত্বমসি ইত্যাদি মহাবাক্যানুসারে] ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বস্বরূপ নির্বিকল্প চিন্মাত্র বৃত্তিকে প্রজ্ঞা বলে। আর এই চিন্মাত্র বৃত্তি যাঁর স্থির হয়ে যায়, তিনিই জীবন্মুক্ত বলে কথিত হন।

**যস্য স্থিতা ভবেৎ প্রজ্ঞা যস্যানন্দো নিরন্তরঃ।**
**প্রপঞ্চো বিস্মৃতপ্রায়ঃ স জীবন্মুক্ত ইষ্যতে॥ ৪২৯ ॥**

যাঁর প্রজ্ঞা স্থির রয়েছে, যিনি সর্বদা আত্মানন্দ অনুভব করেন এবং বাহ্য জগৎ যিনি প্রায় বিস্মৃত হয়েছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত বলে কথিত হন।

**লীনধীরপি জাগর্তি যো জাগ্রদ্ধর্মবর্জিতঃ।**
**বোধো নির্বাসনো যস্য স জীবন্মুক্ত ইষ্যতে॥ ৪৩০ ॥**

বৃত্তিগুলি বিলীন হওয়া সত্ত্বেও যিনি জাগ্রত থাকেন, কিন্তু বাস্তবে যিনি জাগ্রতের লক্ষণশূন্য[১] এবং যাঁর জ্ঞান সর্বতোভাবে বাসনারহিত—তিনিই জীবন্মুক্ত বলে কথিত হন।

**শান্তসংসারকলনঃ কলাবানপি নিষ্কলঃ।**
**যঃ সচিত্তোঽপি নিশ্চিন্তঃ স জীবন্মুক্ত ইষ্যতে॥ ৪৩১ ॥**

যাঁর সংসার-বাসনার পূর্ণরূপে ক্ষয় হয়েছে, দেহধারী হয়েও নিরবয়ব

---

[১]'বৃত্তিগুলি বিলীন হওয়া সত্ত্বেও তিনি জাগ্রত থাকেন'—একথার তাৎপর্য এই যে, যদিও তাঁর চিত্ত সম্পূর্ণ দৃশ্যপ্রপঞ্চকে নিরোধ করে নিরন্তর ব্রহ্মে মগ্ন থাকে, তবুও তিনি ঘুমন্ত ব্যক্তির মত সংজ্ঞাশূন্য হন না। তিনি যথাযথ-জাগতিক ব্যবহারাদি করে থাকেন। কিন্তু কর্ম করা সত্ত্বেও তিনি সমস্ত কিছুকে স্বপ্নবৎ অনুভব করার ফলে অন্য লোকেদের মত দৃশ্যবস্তুতে তার কোন আগ্রহ থাকে না।

অর্থাৎ দেহাত্মবোধরহিত (লোকদৃষ্টিতে ব্যবহারকালে বিকারযুক্ত প্রতীত হলেও প্রকৃতপক্ষে নিরন্তর নির্বিকার-স্বরূপে স্থিত) তথা সর্বদা চিন্তাশূন্য তিনিই জীবন্মুক্ত বলে অভিহিত হন।

**বর্তমানেঽপি দেহেঽস্মিঞ্ছায়াবদনুবর্তিনি।**
**অহংতামমতাভাবো জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্॥ ৪৩২ ॥**

(দেহের ছায়া দেহের সঙ্গে ঘোরে ফিরে। সেই ছায়ায় পবিত্র বা অপবিত্র বস্তু পড়া-না পড়া নিয়ে কেউ চিন্তা করে না, সেরূপ) ছায়ার ন্যায় দেহ বর্তমান থাকলেও তাতে 'আমি-আমার' বোধের অভাব জীবন্মুক্ত ব্যক্তির লক্ষণ।

**অতীতাননুসন্ধানং ভবিষ্যদবিচারণম্।**
**ঔদাসীন্যমপি প্রাপ্তে জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্॥ ৪৩৩ ॥**

অতীতের কথা স্মরণ না করা, ভবিষ্যতের চিন্তা না করা এবং প্রাপ্ত সুখ-দুঃখে উদাসীনতা থাকা—এ হল জীবন্মুক্তের লক্ষণ।

**গুণদোষবিশিষ্টেঽস্মিন্ স্বভাবেন বিলক্ষণে।**
**সর্বত্র সমদর্শিত্বং জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্॥ ৪৩৪ ॥**

স্বস্বরূপ থেকে ভিন্ন, দোষেগুণে ভরা এই জগতে সর্বত্র সমদৃষ্টি রাখাই হল জীবন্মুক্তের লক্ষণ।

**ইষ্টানিষ্টার্থসম্প্রাপ্তৌ সমদর্শিতয়াত্মনি।**
**উভয়ত্রাবিকারিত্বং জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্॥ ৪৩৫ ॥**

ইষ্ট অথবা অনিষ্ট (প্রিয়-অপ্রিয়) বস্তুর প্রাপ্তিতে সমভাব হেতু উভয় অবস্থাতেই যাঁর চিত্তে কোনরূপ বিকার হয় না, এ অবস্থাই জীবন্মুক্তের লক্ষণ।

**ব্রহ্মানন্দরসাস্বাদাসক্তচিত্ততয়া যতেঃ।**
**অন্তর্বহিরবিজ্ঞানং জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্॥ ৪৩৬ ॥**

চিত্ত ব্রহ্মানন্দরসের আস্বাদে মগ্ন থাকার ফলে বাহ্য ও মানস বিষয়ে

কোন জ্ঞান না হওয়া জীবন্মুক্ত যতির লক্ষণ।

**দেহেন্দ্রিয়াদৌ কর্তব্যে মমাহংভাববর্জিতঃ।**
**ঔদাসীন্যেন যস্তিষ্ঠেৎ স জীবন্মুক্তলক্ষণঃ॥ ৪৩৭ ॥**

দেহে, ইন্দ্রিয়াদিতে ও কর্তব্য কর্মে 'আমি-আমার' অভিমানশূন্য হয়ে যিনি উদাসীনভাবে থাকেন, তিনিই জীবন্মুক্ত লক্ষণযুক্ত।

**বিজ্ঞাত আত্মনো যস্য ব্রহ্মভাবঃ শ্রুতের্বলাৎ।**
**ভববন্ধবিনির্মুক্তঃ স জীবন্মুক্তলক্ষণঃ॥ ৪৩৮ ॥**

শ্রুতি-প্রমাণ-সহায়ে যিনি নিজের ব্রহ্মরূপতা উপলব্ধি করেছেন, সংসার-বন্ধনমুক্ত সেই ব্যক্তি জীবন্মুক্তলক্ষণসম্পন্ন।

**দেহেন্দ্রিয়েম্বহংভাব ইদংভাবস্তদন্যকে।**
**যস্য নো ভবতঃ ক্কাপি স জীবন্মুক্ত ইষ্যতে॥ ৪৩৯ ॥**

নিজের দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহে যাঁর 'আমি' বলে মনে হয় না আর দেহেন্দ্রিয়-ব্যতীত অন্য বস্তুতে যাঁর 'ইহা' বলে বোধ হয় না, তিনিই জীবন্মুক্ত বলে কথিন হন।

**ন প্রত্যগ্ব্রহ্মণোর্ভেদং কদাপি ব্রহ্মসর্গয়োঃ।**
**প্রজ্ঞয়া যো বিজানাতি স জীবন্মুক্ত ইষ্যতে॥ ৪৪০ ॥**

যথার্থ জ্ঞানোন্মেষের ফলে যিনি জীবের ও ব্রহ্মের মধ্যে এবং ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে ভেদ কখনও দর্শন করেন না, তিনি জীবন্মুক্ত বলে অভিহিত হন।

**সাধুভিঃ পূজ্যমানেঽস্মিন্ পীড্যমানেঽপি দুর্জনৈঃ।**
**সমভাবো ভবেদ্যস্য স জীবন্মুক্ত ইষ্যতে॥ ৪৪১ ॥**

সাধুজন কর্তৃক সমাদৃত ও দুষ্টজন দ্বারা নিগৃহীত হলেও যাঁর চিত্ত সমভাবাপন্ন থাকে, তিনিই জীবন্মুক্ত বলে কথিত হন।

**যত্র প্রবিষ্টা বিষয়াঃ পরেরিতা নদীপ্রবাহা ইব বারিরাশৌ।**
**লিনন্তি সন্মাত্রতয়া ন বিক্রিয়ামুৎপাদয়ন্ত্যেষ যতির্বিমুক্তঃ॥ ৪৪২ ॥**

নদীর জলরাশি সমুদ্রে পতিত হয়ে সমুদ্রে মিলিয়ে যায়, তদ্রূপ

অন্যব্যক্তিদের দ্বারা প্রদত্ত ভোগ্যবিষয়সমূহে যাঁর চিত্ত চঞ্চল হয় না, বরং এক অদ্বিতীয় সৎব্রহ্মরূপে প্রকাশ পায়, এরূপ সন্ন্যাসীই মুক্ত বলে কথিত হন।

**বিজ্ঞাতব্রহ্মতত্ত্বস্য যথাপূর্বং ন সংসৃতিঃ।**
**অস্তি চেন্ন স বিজ্ঞাতব্রহ্মভাবো বহির্মুখঃ॥ ৪৪৩ ॥**

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির জ্ঞান হওয়ার পূর্বের অবস্থার ন্যায় সংসারে বিষয়াদির প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহ থাকে না। যদি পুনরায় বিষয়াদিতে আগ্রহ জন্মে, তাহলে বুঝতে হবে যে সে বাস্তবে বহির্মুখ অর্থাৎ সংসারী, তার ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান হয়নি।

**প্রাচীনবাসনাবেগাদসৌ সংসরতীতি চেৎ।**
**ন সদেকত্ববিজ্ঞানান্মন্দী ভবতি বাসনা॥ ৪৪৪ ॥**

যদি বলা হয়, ইনি ব্রহ্মজ্ঞ বটে তবে পূর্বকালের বাসনার প্রভাবে বিষয়াদিতে আসক্ত হয়েছেন, তবে তা ঠিক নয় ; কেননা ব্রহ্মের সঙ্গে নিজের অভিন্নতা অনুভবের ফলে বাসনা ক্ষীণ হয়ে যায়।

**অত্যন্তকামুকস্যাপি বৃত্তিঃ কুণ্ঠতি মাতরি।**
**তথৈব ব্রহ্মণি জ্ঞাতে পূর্ণানন্দে মনীষিণঃ॥ ৪৪৫ ॥**

স্বীয় জননী যেখানে উপস্থিত, সেখানে অন্তত কামুকব্যক্তিরও কামপ্রবৃত্তি স্তব্ধ হয়ে যায়, তদনুরূপ পূর্ণ-আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্বের অবগতির ফলে জ্ঞানী ব্যক্তিরও বিষয়াসক্তি তিরোহিত হয়।

## প্রারব্ধ-বিচার

**নিদিধ্যাসনশীলস্য বাহ্যপ্রত্যয় ঈক্ষ্যতে।**
**ব্রবীতি শ্রুতিরেতস্য প্রারব্ধং ফলদর্শনাৎ॥ ৪৪৬ ॥**

নিরন্তর ধ্যানাভাসে তৎপর (আত্ম-চিন্তায় রত) ব্যক্তিরও ভোজন-পানাদি বাহ্য পদার্থসমূহের প্রতীতি হতে দেখা যায়। শ্রুতি বলেন, প্রারব্ধ কর্মই তার ওইরূপ ফলভোগের কারণ।

সুখাদ্যনুভবো যাবত্তাবৎ প্রারব্ধমিষ্যতে।
ফলোদয়ঃ ক্রিয়াপূর্বো নিষ্ক্রিয়ো ন হি কুত্রচিৎ॥ ৪৪৭ ॥

যতক্ষণ সুখদুঃখাদি-বিষয়ের অনুভব হয়, ততক্ষণ প্রারব্ধ কর্মের ভোগ বলে বুঝতে হবে; কেননা ফলভোগ কর্মের দ্বারাই সম্ভব। বিনা কর্মে কোন ফল হয় না।

অহং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানাৎ কল্পকোটিশতার্জিতম্।
সঞ্চিতং বিলয়ং যাতি প্রবোধাৎ স্বপ্নকর্মবৎ॥ ৪৪৮ ॥

নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্নদর্শনের সময় অনুষ্ঠিত কর্মসমূহ যেমন নিঃশেষে নষ্ট হয়ে যায়, সেইরূপ 'আমি ব্রহ্ম' এই অনুভূতির ফলে অসংখ্য কোটি জন্মে সম্পাদিত সকল সঞ্চিত কর্মের ফল নাশ হয়।

যৎকৃতং স্বপ্নবেলায়াং পুণ্যং বা পাপমুল্বণম্।
সুপ্তোত্থিতস্য কিং তৎ স্যাৎ স্বর্গায় নরকায় বা॥ ৪৪৯ ॥

স্বপ্নাবস্থায় মহাপুণ্য অথবা ভয়ানক পাপকর্ম করলে জাগ্রত হওয়ার পর সেইসকল কর্মের ফল কি স্বর্গ বা নরক ভোগের কারণ হতে পারে?

স্বমসঙ্গমুদাসীনং পরিজ্ঞায় নভো যথা।
ন শ্লিষ্যতে যতিঃ কিঞ্চিৎ কদাচিদ্ভাবিকর্মভিঃ॥ ৪৫০ ॥

যিনি নিজেকে আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত ও আসক্তিশূন্যরূপে অনুভব করেন, তিনি ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিত কর্মাদিতে বিন্দুমাত্রও লিপ্ত হন না।

ন নভো ঘটযোগেন সুরাগন্ধেন লিপ্যতে।
তথাত্মোপাধিযোগেন তদ্ধর্মৈর্নৈব লিপ্যতে॥ ৪৫১ ॥

যেমন সুরাপূর্ণ কলসের সুরাগন্ধ আকাশকে গন্ধময় করে না অর্থাৎ কলসের সঙ্গে আকাশের সম্বন্ধ থাকলেও কলসের গন্ধের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত হয় না, সেরূপ আত্মার সঙ্গে উপাধির সম্বন্ধ থাকলেও আত্মা উপাধির ধর্মের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হন না।

জ্ঞানোদয়াৎ পুরারব্ধং কর্ম জ্ঞানান্ন নশ্যতি।
অদত্ত্বা স্বফলং লক্ষ্যমুদ্দিশ্যোৎসৃষ্টবাণবৎ॥ ৪৫২ ॥

**ব্যাঘ্রবুদ্ধ্যা বিনির্মুক্তো বাণঃ পশ্চাত্তু গোমতৌ।**
**ন তিষ্ঠতি ছিনত্ত্যেব লক্ষ্যং বেগেন নির্ভরম্॥ ৪৫৩ ॥**

লক্ষ্যের প্রতি নিক্ষিপ্ত বাণ যেমন লক্ষ্যকে ভেদ করে, সেরূপ জ্ঞান উদয়ের পূর্বে আরব্ধ কর্ম (যে কর্ম দ্বারা এই দেহ আরম্ভ তা) নিজের ফলভোগে না করিয়ে নষ্ট হয় না। যেমন কোন গাভীকে বাঘ মনে করে নিক্ষিপ্ত বাণ পরে গাভীকে গাভী বলে চিনে নিলেও সেই বাণ আর নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, সেটি সত্বর গাভীকে বিদ্ধ করবেই।

**প্রারব্ধং বলবত্তরং খলু বিদাং ভোগেন তস্য ক্ষয়ঃ**
**সম্যগ্জ্ঞানহুতাশনেন বিলয়ঃ প্রাক্সঞ্চিতাগামিনাম্।**
**ব্রহ্মাত্মৈক্যমবেক্ষ্য তন্ময়তয়া যে সর্বদা সংস্থিতা-**
**স্তেষাং তৎত্রিতয়ং ন হি ক্বচিদপি ব্রহ্মৈব তে নির্গুণম্॥ ৪৫৪ ॥**

প্রারব্ধ কর্ম জ্ঞানীর উপরও বিশেষ বল প্রকাশ করে, ভোগ ব্যতীত তাঁরও প্রারব্ধকর্ম নষ্ট হয় না। জ্ঞানাগ্নির দ্বারা তাঁর সঞ্চিত ও আগামী কর্মসমূহ নষ্ট হয়। কিন্তু ব্রহ্মের সঙ্গে আত্মার অভেদ ভাব উপলব্ধি করে যাঁরা সর্বদা ব্রহ্মভাবে স্থিত থাকেন, তাঁদের প্রারব্ধ, সঞ্চিত এবং সম্পাদিত— কোনকর্মই স্পর্শ করতে পারে না, কারণ তাঁরা তো নির্গুণ ব্রহ্মই হয়ে যান।

**উপাধিতাদাত্ম্যবিহীনকেবল- ব্রহ্মাত্মনৈবাত্মনি তিষ্ঠতো মুনেঃ।**
**প্রারব্ধসদ্ভাবকথা ন যুক্তা স্বপ্নার্থসম্বন্ধকথেব জাগ্রতঃ॥ ৪৫৫ ॥**

জাগ্রত ব্যক্তির নিকট স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের কোন কথা বললেও তার সঙ্গে যেমন জাগ্রতের কোন সম্বন্ধ থাকে না, সেরূপ অহংকার-দেহাদি উপাধিসমূহের সংস্রববর্জিত হয়ে অখণ্ড ব্রহ্মনিষ্ঠাসম্পন্ন জ্ঞানীব্যক্তির প্রারব্ধ কর্মের সঙ্গে সম্বন্ধের কথা বলা যুক্তিযুক্ত নয়।

**ন হি প্রবুদ্ধঃ প্রতিভাসদেহে দেহোপযোগিন্যপি চ প্রপঞ্চে।**
**করোত্যহন্তাং মমতামিদন্তাং কিন্তু স্বয়ং তিষ্ঠতি জাগরেণ॥ ৪৫৬ ॥**

নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি স্বপ্নদৃষ্ট-দেহে কিংবা সেই দেহে সুখ-সাধনের উপযোগী স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়াদিতে 'আমি', 'আমার' অথবা 'ইহা' বলে অনুভব

করে না, বরং জাগ্রত হয়ে স্বপ্নের বিষয়াদি ত্যাগ করে নিজের ভাবেই স্থিত থাকে।

**ন তস্য মিথ্যার্থসমর্থনেচ্ছা ন সঙ্গ্রহস্তজ্জগতোঽপি দৃষ্টঃ।**
**তত্রানুবৃত্তির্যদি চেন্মৃষার্থে ন নিদ্রয়া মুক্ত ইতীষ্যতে ধ্রুবম্॥ ৪৫৭ ॥**

সেই ব্যক্তির না হয় ওই মিথ্যাবস্তুর সত্যতা প্রমাণের ইচ্ছা, না হয় সেসকল বস্তুর সংগ্রহের ইচ্ছা। যদি দেখা যায় যে তার ওইসকল বস্তুর সংগ্রহে প্রবৃত্তি রয়েছে, তাহলে এটি নিশ্চিত যে তার ঘুমই ভাঙ্গেনি।

**তদ্বৎ পরে ব্রহ্মণি বর্তমানঃ সদাত্মনা তিষ্ঠতি নান্যদীক্ষতে।**
**স্মৃতির্যথা স্বপ্নবিলোকিতার্থে তথা বিদঃ প্রাশনমোচনাদৌ॥ ৪৫৮ ॥**

অতএব ব্রহ্মভাবে ভাবিত মহাপুরুষ সর্বদা ব্রহ্মরূপেই বিরাজ করেন, তাঁর দৃষ্টিতে একমাত্র ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নেই। জাগ্রত ব্যক্তির যেমন স্বপ্ন-দৃষ্টবিষয়সমূহের স্মৃতি স্বভাবত বর্তমান থাকে, জ্ঞানী ব্যক্তির সেরূপ ভোজন-শৌচাদি কর্ম (সংকল্প ব্যতীত দেহধর্ম অনুসারে) স্বাভাবিকভাবেই হতে থাকে।

**কর্মণা নির্মিতো দেহঃ প্রারব্ধং তস্য কল্প্যতাম্।**
**নানাদেরাত্মনো যুক্তং নৈবাত্মা কর্মনির্মিতঃ॥ ৪৫৯ ॥**

কর্মের ফলে দেহের উৎপত্তি হয়, সেই দেহে প্রারব্ধ কর্মের ভোগ হয়। অনাদি আত্মার প্রারব্ধ ভোগ মানা যুক্তিযুক্ত নয়, কেননা আত্মা কর্মের দ্বারা সৃষ্ট হয় না।

**অজো নিত্য ইতি ব্রূতে শ্রুতিরেষা ত্বমোঘবাক্।**
**তদাত্মনা তিষ্ঠতোঽস্য কুতঃ প্রারব্ধকল্পনা॥ ৪৬০ ॥**

সত্যভাষিণী শ্রুতি একথা বলেছেন—আত্মা 'অজ, নিত্য এবং অনাদি'। তাহলে সর্বাবস্থায় শুদ্ধ আত্মস্বরূপে স্থিত জ্ঞানীর পক্ষে কি প্রকারে প্রারব্ধ কর্ম অবশিষ্ট থাকার প্রশ্ন উঠতে পারে ?

**প্রারব্ধং সিধ্যতি তদা যদা দেহাত্মনা স্থিতিঃ।**
**দেহাত্মভাবো নৈবেষ্টঃ প্রারব্ধং ত্যজ্যতামতঃ॥ ৪৬১ ॥**

যতকাল দেহে আত্মভাব অর্থাৎ দেহাত্মবুদ্ধি থাকে, ততকাল প্রারব্ধ থাকে। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তির দেহাত্মবোধ বর্তমান থাকে—এটি মানা সম্ভব নয়, অতএব জ্ঞানীরও প্রারব্ধ কর্মের ভোগ হয়—এই ধারণা ত্যাগ কর।

**শরীরস্যাপি প্রারব্ধকল্পনা ভ্রান্তিরেব হি।**
**অধ্যস্তস্য কুতঃ সত্ত্বমসত্ত্বস্য কুতো জনিঃ।**
**অজাতস্য কুতো নাশঃ প্রারব্ধমসতঃ কুতঃ॥ ৪৬২ ॥**

শরীরেরও প্রারব্ধ কর্মের ভোগ হয়, এই ধারণাই ভ্রমযুক্ত। অধ্যস্ত (মিথ্যা) বস্তুর সত্তা—অস্তিত্ব (কোথা থেকে এল ?) যার সত্তাই নেই, সেই মিথ্যা বস্তুর জন্ম কিভাবে হতে পারে ? যা জন্মেনি, তার নাশ কি প্রকারে সম্ভব ? অতএব মিথ্যাভূত দেহের প্রারব্ধ কর্মের ভোগ কিরূপে হবে ?

**জ্ঞানেনাজ্ঞানকার্যস্য সমূলস্য লয়ো যদি।**
**তিষ্ঠত্যয়ং কথং দেহ ইতি শঙ্কাবতো জড়ান্।**
**সমাধাতুং বাহ্যদৃষ্ট্যা প্রারব্ধং বদতি শ্রুতিঃ॥ ৪৬৩ ॥**
**ন তু দেহাদিসত্যত্ববোধনায় বিপশ্চিতাম্।**
**যতঃ শ্রুতেরভিপ্রায়ঃ পরমার্থৈকগোচরঃ॥ ৪৬৪ ॥**

জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের কার্য যদি সমূলে নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে জ্ঞানীর এই স্থূলদেহ কিভাবে বর্তমান থাকে ? অজ্ঞ ব্যক্তিদের এই ধারণা দূর করবার জন্য শ্রুতি লৌকিকদৃষ্টি অবলম্বনে প্রারব্ধ কর্মের বর্ণনা করেছেন, জ্ঞানিগণের দেহের সত্যত্ব জানাবার জন্য নয়; কেননা শ্রুতির একমাত্র লক্ষ্য হল পরমাত্মতত্ত্ব।

## নানাত্ব-নিষেধ

**পরিপূর্ণমনাদ্যন্তমপ্রমেয়মবিক্রিয়ম্।**
**একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন॥ ৪৬৫ ॥**

(শ্রুতি বলেছেন—) সর্বত্র পরিপূর্ণ, অনাদি, অনন্ত, অপ্রমেয়, অবিকারী, এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই আছেন। তাঁতে বিন্দুমাত্র নানাত্ব (ভেদবিশিষ্টতা) নেই অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন পদার্থের অস্তিত্ব নেই।

সদ্‌ঘনং চিদ্‌ঘনং নিত্যমানন্দঘনমক্রিয়ম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন॥ ৪৬৬ ॥

যিনি ঘনীভূত সৎ-চিৎ ও আনন্দস্বরূপ—এরূপ এক নিত্য, নিষ্ক্রিয় এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্ম আছেন। তাঁহাতে বিন্দুমাত্র নানা পদার্থ (নানাত্ব) নেই।

প্রত্যগেকরসং পূর্ণমনন্তং সর্বতোমুখম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন॥ ৪৬৭ ॥

যিনি অন্তরাত্মা, একরস, পরিপূর্ণ, অনন্ত এবং সর্বব্যাপক, এরূপ এক অদ্বয় ব্রহ্মই আছেন, তাঁতে নানা পদার্থ কোন কিছুই নেই।

অহেয়মনুপাদেয়মনাধেয়মনাশ্রয়ম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন॥ ৪৬৮ ॥

যাঁকে ত্যাগ করা, গ্রহণ করা এবং কোন আধারে স্থাপন করা সম্ভব নয়, যাঁর কোন আশ্রয় নেই—এমন এক অদ্বয় ব্রহ্মই আছেন, তাঁতে নানা পদার্থের কোনকিছু অস্তিত্ব নেই।

নির্গুণং নিষ্কলং সূক্ষ্মং নির্বিকল্পং নিরঞ্জনম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন॥ ৪৬৯ ॥

নির্গুণ, নিরবয়ব, সূক্ষ্ম, নির্বিকল্প, নির্মল (অবিদ্যার আবরণ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত) এক অদ্বয় ব্রহ্মই আছেন, তাঁতে নানা পদার্থের কিছুমাত্র অস্তিত্ব নেই।

অনিরূপ্যস্বরূপং যন্মনোবাচামগোচরম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন॥ ৪৭০ ॥

যাঁর স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না, যিনি বাক্যমনের অগোচর, সেই এক অদ্বয় ব্রহ্ম আছেন, তাঁতে কিছুমাত্র নানাত্ব নেই।

সত্যমৃদ্ধং স্বতঃসিদ্ধং শুদ্ধং বুদ্ধমনীদৃশম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন॥ ৪৭১ ॥

সত্যস্বরূপ, সবৈশ্বর্যসম্পন্ন, স্বতঃসিদ্ধ, শুদ্ধ, বোধস্বরূপ, উপমারহিত

এক অদ্বয় ব্রহ্ম আছেন, তাঁতে কিছুই নানাত্ব নেই।

## আত্মানুভবের উপদেশ

**নিরস্তরাগা নিরপাস্তভোগাঃ শান্তাঃ সুদান্তা যতয়ো মহান্তঃ।**
**বিজ্ঞায় তত্ত্বং পরমেতদন্তে প্রাপ্তাঃ পরাং নির্বৃতিমাত্মযোগাৎ॥ ৪৭২ ॥**

যাঁদের কোনকিছুতে আসক্তি নেই, ভোগের সর্বতোভাবে নাশ হয়েছে, যাঁদের ইন্দ্রিয়াদি সংযত, চিত্ত শান্ত—এরূপ মহাত্মা যতিগণই এই পরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করে শেষে এই অধ্যাত্মযোগের দ্বারা পরমশান্তি লাভ করেন।

**ভবানপীদং পরতত্ত্বমাত্মনঃ স্বরূপমানন্দঘনং বিচার্য।**
**বিধূয় মোহং স্বমনঃপ্রকল্পিতং মুক্তঃ কৃতার্থো ভবতু প্রবুদ্ধঃ॥ ৪৭৩ ॥**

অতএব হে বৎস ! তুমিও আত্মার এই পরমতত্ত্ব, আনন্দময় স্বরূপ বিচার দ্বারা প্রত্যক্ষ করে নিজের মনের কল্পিত বিবিধ ভ্রম ত্যাগ কর, মুক্ত হও ও অজ্ঞান-নিদ্রা ত্যাগ করে কৃতার্থ হও।

**সমাধিনা সাধু বিনিশ্চলাত্মনা পশ্যাত্মতত্ত্বং স্ফুটবোধচক্ষুষা।**
**নিঃসংশয়ং সম্যগবেক্ষিতশ্চেচ্ছ্রুতঃ পদার্থো ন পুনর্বিকল্প্যতে॥ ৪৭৪ ॥**

সমাধির দ্বারা উত্তমরূপে স্থিরচিত্ত হয়ে স্ফুরিত জ্ঞাননেত্রে এই আত্মাকে দর্শন কর ; কেননা, শোনা কথা যদি নিঃসন্দেহে যথার্থভাবে অনুভব করা হয়, তাহলে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকে না।

**স্বস্যাবিদ্যাবন্ধসম্বন্ধমোক্ষাৎ সত্যজ্ঞানানন্দরূপাত্মলব্ধৌ।**
**শাস্ত্রং যুক্তির্দেশিকোক্তিঃ প্রমাণং চান্তঃসিদ্ধা স্বানুভূতিঃ প্রমাণম্॥ ৪৭৫**

অবিদ্যা থেকে উৎপন্ন স্বীয় বন্ধন নিবৃত্তির ফলে সচ্চিদানন্দময় আত্মার উপলব্ধির বিষয়ে শাস্ত্র, যুক্তি ও গুরু-বাক্য প্রমাণ। আর এ বিষয়ে সর্বোপরি প্রমাণ হল স্বকীয় অন্তঃকরণে সিদ্ধ অনুভব।

**বন্ধো মোক্ষশ্চ তৃপ্তিশ্চ চিন্তারোগ্যক্ষুধাদয়ঃ।**
**স্বেনৈব বেদ্যা যজ্জ্ঞানং পরেষামানুমানিকম্॥ ৪৭৬ ॥**

বন্ধন, মুক্তি, তৃপ্তি, চিন্তা, আরোগ্য, ক্ষুধা প্রভৃতি প্রত্যেক ব্যক্তির নিজেরই জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাতব্য বিষয়, দ্বিতীয় ব্যক্তির যে জ্ঞান, তা কেবল

অনুমানমাত্র বলে বুঝতে হবে।

**তটস্থিতা বোধয়ন্তি গুরবঃ শ্রুতয়ো যথা।**
**প্রজ্ঞয়ৈব তরেদ্বিদ্বানীশ্বরানুগৃহীতয়া॥ ৪৭৭ ॥**

শ্রুতির ন্যায় গুরুও তটস্থরূপে অর্থাৎ সাক্ষীস্বরূপে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করেন। বিদ্বান ব্যক্তি ঈশ্বরের অনুগ্রহে লব্ধ ব্রহ্মনিষ্ঠ[১]-বুদ্ধির সহায়েই সংসার-সমুদ্র থেকে উত্তীর্ণ হবেন।

**স্বানুভূত্যা স্বয়ং জ্ঞাত্বা স্বমাত্মানমখণ্ডিতম্।**
**সংসিদ্ধঃ সসুখং তিষ্ঠেন্নির্বিকল্পাত্মনাত্মনি॥ ৪৭৮ ॥**

নিজের অনুভূতি-সহায়ে ভেদরহিত স্বীয় স্বরূপকে স্বয়ং সাক্ষাৎকার করে অনুভবসম্পন্ন হবে এবং সংকল্পশূন্য হয়ে স্বস্বরূপে সুখপূর্বক অবস্থান করবে।

**বেদান্তসিদ্ধান্তনিরুক্তিরেষা ব্রহ্মৈব জীবঃ সকলং জগচ্চ।**
**অখণ্ডরূপস্থিতিরেব মোক্ষো ব্রহ্মাদ্বিতীয়ে শ্রুতয়ঃ প্রমাণম্॥ ৪৭৯ ॥**

বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই যে—জীব এবং সম্পূর্ণ জগৎ ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন এবং এই অদ্বিতীয় ব্রহ্মে নিরন্তর অখণ্ডরূপে স্থিত থাকাই মোক্ষ। ব্রহ্ম অদ্বিতীয় এ বিষয়ে শ্রুতিই প্রমাণ।

## বোধোপলব্ধি

**ইতি গুরুবচনাচ্ছ্রুতিপ্রমাণাৎ পরমবগম্য সতত্ত্বমাত্মযুক্ত্যা।**
**প্রশমিতকরণঃ সমাহিতাত্মা ক্বচিদচলাকৃতিরাত্মনিষ্ঠিতোঽভূৎ॥ ৪৮০ ॥**

---

[১]ব্রহ্মের যথার্থ নিরূপণ কেউ করতে পারে না, কেননা শব্দ সে পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। লক্ষণাবৃত্তির দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান হওয়া সম্ভব। অতএব ব্রহ্মানুভূতির জন্য উপাধিরূপ এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড প্রপঞ্চের বাধ (রোধ) করতে হয়, কেননা এর দ্বারাই স্বস্বরূপ আচ্ছাদিত হয়ে রয়েছে। এই দৃশ্য প্রপঞ্চে মিথ্যাত্ব-বুদ্ধি না হলে বাধ অর্থাৎ সেটির রোধ হতে পারে না এবং এই বুদ্ধি শিষ্য প্রাপ্ত হয় একমাত্র ঈশ্বরকৃপার দ্বারা। সেজন্য ব্রহ্মবোধের উপলব্ধিতে শাস্ত্রকৃপা ও গুরুকৃপার মত ঈশ্বরকৃপাও অতি আবশ্যক।

এরূপে গুরুদেবের শ্রুতি-প্রমাণযুক্ত বাক্য শ্রবণ করে এবং আপন যুক্তি সহায়ে পরমতত্ত্ব অবগত হয়ে চিত্ত ও ইন্দ্রিয়াদি শান্ত হলে কোন এক শিষ্য নিশ্চলভাবে আত্মস্বরূপে স্থিত হলেন।

**কঞ্চিৎ কালং সমাধায় পরে ব্রহ্মণি মানসম্।**
**ব্যুত্থায় পরমানন্দাদিদং বচনমব্রবীৎ॥ ৪৮১ ॥**

এবং কিছুকাল চিত্তকে সমাহিত করার পর সেই পরমানন্দময়ী স্থিতি থেকে ব্যুত্থিত হয়ে শিষ্য গুরুকে এরূপ বললেন—

**বুদ্ধির্বিনষ্টা গলিতা প্রবৃত্তি র্ব্রহ্মাত্মনোরেকতয়াধিগত্যা।**
**ইদং ন জানেঽপ্যনিদং ন জানে কিং বা কিয়দ্বা সুখমস্ত্যপারম্॥ ৪৮২ ॥**

আহা ! ব্রহ্ম ও জীবের অভেদভাব অবগত হওয়ায় আমার দেহাত্মবুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে বিনাশ হয়েছে, বিষয়-প্রবৃত্তি পূর্ণরূপে দূর হয়েছে, ইন্দ্রিয়গোচর কোন বস্তুকে পৃথকরূপে দেখছি না এবং অপ্রত্যক্ষ কোন বিষয়েরও স্মরণ হচ্ছে না। এই অপার আনন্দ কেমন ও কি পরিমাণ তাও পরিমাপ করতে পারছি না।

**বাচা বক্তুমশক্যমেব মনসা মন্তুং ন বা শক্যতে**
**স্বানন্দামৃতপূরপূরিতপরব্রহ্মাম্বুধের্বৈভবম্।**
**অম্ভোরাশিবিশীর্ণবার্ষিকশিলাভাবং ভজন্মে মনো**
**যস্যাংশাংশলবে বিলীনমধুনানন্দাত্মনা নির্বৃতম্॥ ৪৮৩ ॥**

সমুদ্রে পতিত বর্ষাকালীন শিলা যেমন সমুদ্রের সঙ্গে এক হয়ে যায়, তদ্রূপ আমার মন আনন্দামৃতসমুদ্রের এক অংশেরও অংশের এক কণিকার সঙ্গে বিলীন হয়ে পরমানন্দে মগ্ন হয়েছে। আত্মানন্দের অমৃত-প্রবাহে পূর্ণ পরব্রহ্ম-সমুদ্রের ঐশ্বর্য বাক্য দ্বারা বর্ণনা করতে আমি অক্ষম, মনের দ্বারা চিন্তা করতেও অশক্ত।

**ক্ব গতং কেন বা নীতং কুত্র লীনমিদং জগৎ।**
**অধুনৈব ময়া দৃষ্টং নাস্তি কিং মহদদ্ভুতম্॥ ৪৮৪ ॥**

এ জগৎ কোথায় গেল ? তাকে কে নিয়ে গেল ? কোথায় লীন হল ?

কিছুপূর্বে যে জগৎ আমি দেখছিলাম, তা আর এখন নেই। অহো ! বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার !

**কিং হেয়ং কিমুপাদেয়ং কিমন্যৎ কিং বিলক্ষণম্।**
**অখণ্ডানন্দপীযূষপূর্ণে ব্রহ্মমহার্ণবে॥ ৪৮৫ ॥**

এই অখণ্ডানন্দরূপ অমৃতপূর্ণ ব্রহ্মসাগরে ত্যাজ্যই বা কি এবং গ্রাহ্যই বা কি ? কিই বা সামান্য এবং কি অসামান্য ?

**ন কিঞ্চিদত্র পশ্যামি ন শৃণোমি ন বেদ্‌ম্যহম্।**
**স্বাত্মনৈব সদানন্দরূপেণাস্মি বিলক্ষণঃ॥ ৪৮৬ ॥**

ব্রহ্মানন্দানুভবকালে আমি কিছুই দেখছি না, কিছুই শুনতে পাই না এবং কিছুই বুঝি না। আমি নিজ নিত্যানন্দস্বরূপ আত্মায় স্থিত হয়ে পূর্বঅবস্থা থেকে সর্বপ্রকারে বিশেষ হয়ে গিয়েছি।

**নমো নমস্তে গুরবে মহাত্মনে বিমুক্তসঙ্গায় সদুত্তমায়।**
**নিত্যাদ্বয়ানন্দরসস্বরূপিণে ভূম্নে সদাপারদয়াম্বুধাম্নে॥ ৪৮৭ ॥**

**যৎকটাক্ষশশিসান্দ্রচন্দ্রিকাপাতধূতভবতাপজশ্রমঃ।**
**প্রাপ্তবানহমখণ্ডবৈভবানন্দমাত্মপদমক্ষয়ং ক্ষণাৎ॥ ৪৮৮ ॥**

যাঁর চন্দ্রের ঘনীভূত নির্মল জ্যোৎস্নার ন্যায় স্নিগ্ধ কৃপাদৃষ্টিপাতে সংসারানলে তাপিত শ্রম দূর হয়ে ক্ষণিকের মধ্যে অখণ্ড ঐশ্বর্যময় এবং অক্ষয় আত্মপদ লাভ করেছি, সেই সঙ্গরহিত, সাধুশিরোমণি, নিত্য, অদ্বয়, আনন্দরসস্বরূপ, শ্রেষ্ঠ ও অপার করুণাসাগর মহাত্মা শ্রীশ্রীগুরুদেবের চরণে বারংবার প্রণিপাত করি।

**ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং বিমুক্তোঽহং ভবগ্রহাৎ।**
**নিত্যানন্দস্বরূপোঽহং পূর্ণোঽহং তদনুগ্রহাৎ॥ ৪৮৯ ॥**

শ্রীগুরুর কৃপায় আজ আমি ধন্য, কৃতকৃত্য, সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত, নিত্যানন্দস্বরূপ এবং সর্বত্র পরিপূর্ণ।

**অসঙ্গোঽহমনঙ্গোঽহমলিঙ্গোঽহমভঙ্গুরঃ।**
**প্রশান্তোঽহমনন্তোঽহমতান্তোঽহং চিরন্তনঃ॥ ৪৯০ ॥**

আমি অসঙ্গ, নিরবয়ব, অলিঙ্গ, অক্ষয় তথা প্রশান্ত, অনন্ত, অতান্ত (নিরীহ) এবং সনাতন।

**অকর্তাহমভোক্তাহমবিকারোঽহমক্রিয়ঃ।**
**শুদ্ধবোধস্বরূপোঽহং কেবলোঽহং সদাশিবঃ॥ ৪৯১ ॥**

আমি অকর্তা, অভোক্তা, নির্বিকার, অক্রিয়। আমি শুদ্ধ, জ্ঞানস্বরূপ, আমি নির্বিশেষ ও নিত্যমঙ্গলময়।

**দ্রষ্টুঃ শ্রোতুর্বক্তুঃ কর্তুর্ভোক্তুর্বিভিন্ন এবাহম্।**
**নিত্যনিরন্তরনিষ্ক্রিয়নিঃসীমাসঙ্গপূর্ণবোধাত্মা॥ ৪৯২ ॥**

দ্রষ্টা, শ্রোতা, বক্তা, কর্তা, ভোক্তা—আমি এসকল থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক। আমি তো নিত্য, নিরন্তর, অক্রিয়, নিঃসীম, অসঙ্গ এবং পরিপূর্ণ বোধস্বরূপ।

**নাহমিদং নাহমদোঽপ্যুভয়োরবভাসকং পরং শুদ্ধম্।**
**বাহ্যাভ্যন্তরশূন্যং পূর্ণং ব্রহ্মাদ্বিতীয়মেবাহম্॥ ৪৯৩ ॥**

আমি প্রত্যক্ষজ্ঞানের কোন বস্তু নই, পরোক্ষজ্ঞানের বিষয় কিছুই নই—কিন্তু আমি উভয়ের প্রকাশক কার্যকারণের অতীত, শুদ্ধ, বাহ্যাভ্যন্তর কল্পনাশূন্য, অদ্বিতীয় এবং পূর্ণ ব্রহ্ম।

**নিরুপমমনাদিতত্ত্বং ত্বমহমিদমদ ইতিকল্পনাদূরম্।**
**নিত্যানন্দৈকরসং সত্যং ব্রহ্মাদ্বিতীয়মেবাহম্॥ ৪৯৪ ॥**

আমি উপমারহিত অনাদিতত্ত্ব, 'তুমি-আমি-ইহা-উহা' ইত্যাদি কল্পনা-বিহীন, নিত্য আনন্দময় এবং একরসস্বরূপ, সত্য, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম।

**নারায়ণোঽহং নরকান্তকোঽহং পুরান্তকোঽহং পুরুষোঽহমীশঃ।**
**অখণ্ডবোধোঽহমশেষসাক্ষী নিরীশ্বরোঽহং নিরহং চ নির্মমঃ॥ ৪৯৫ ॥**

আমি (ক্ষীরসাগরশায়ী) নারায়ণ, আমি নরকাসুরঘাতী কৃষ্ণ, আমি ত্রিপুর দৈত্যের বিনাশকারী, আমি পরমপুরুষ, আমিই ঈশ্বর। আমি অখণ্ডবোধস্বরূপ, সকলের সাক্ষী, পরমস্বতন্ত্র তথা অহং-মমত্বশূন্য।

**সর্বেষু ভূতেষ্বহমেব সংস্থিতো জ্ঞানাত্মনান্তর্বহিরাশ্রয়ঃ সন্।**
**ভোক্তা চ ভোগ্যং স্বয়মেব সর্বং যদ্যৎ পৃথগ্দৃষ্টমিদন্তয়া পুরা॥ ৪৯৬ ॥**

আমিই জ্ঞানরূপে সকলের আশ্রয় হয়ে অন্তরে বাহিরে সর্বভূতের অধিষ্ঠানরূপে বিরাজমান। পূর্বে (অজ্ঞান অবস্থায়) যে সব কিছুকে আমার থেকে ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু বা ব্যক্তিরূপে দেখতাম, সে সমস্ত কিছুরই ভোক্তা এবং ভোগ্য স্বয়ং আমিই।

**ময্যখণ্ডসুখাম্ভোধৌ বহুধা বিশ্ববীচয়ঃ।**
**উৎপদ্যন্তে বিলীয়ন্তে মায়ামারুতবিভ্রমাৎ॥ ৪৯৭ ॥**

অখণ্ড সুখসমুদ্ররূপ আমাতে মায়ারূপ বায়ুপ্রবাহের ফলে নানারূপে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডরূপ তরঙ্গের উৎপত্তি হতে থাকে, আবার আমাতেই বিলীন হতে থাকে।

**স্থূলাদিভাবা ময়ি কল্পিতা ভ্রমাদারোপিতা নু স্ফুরণেন লোকৈঃ।**
**কালে যথা কল্পকবৎসরায়নর্ত্বাদয়ো নিষ্কলনির্বিকল্পে॥ ৪৯৮॥**

ভেদরহিত অনন্তকালে যেমন কল্প, বৎসর, উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন, ঋতু প্রভৃতি বাহ্যপ্রতীতিরূপে অজ্ঞব্যক্তিদের দ্বারা আরোপিত হয় (বস্তুত কালের মধ্যে সেরূপ কোন ভেদ নেই), সেই প্রকারে ভ্রমবশত স্ফুরণমাত্রেই আরোপ করে স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ দেহরূপ উপাধিসমূহ শুদ্ধ-আত্মা-আমাতে কল্পিত করা হয়েছে।

**আরোপিতং নাশ্রয়দূষকং ভবেৎ কদাপি মূঢৈর্মতিদোষদূষিতৈঃ।**
**নার্দ্রীকরোত্যূষরভূমিভাগং মরীচিকাবারিমহাপ্রবাহঃ॥ ৪৯৯ ॥**

অজ্ঞ ব্যক্তিগণ অজ্ঞানবশত কোনও বস্তু বা ব্যক্তিতে যে সকল গুণ বা দোষের আরোপ করে, সেইসকল দোষ-গুণ তার আশ্রয় কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে লিপ্ত করতে পারে না, যেমন মরীচিকায় দৃষ্ট প্রবল জলস্রোত তার আশ্রয় মরুভূমিকে আর্দ্র করতে পারে না।

**আকাশবল্লেপবিদূরগোঽহমাদিত্যবদ্ভাস্যবিলক্ষণোঽহম্।**
**অহার্যবন্নিত্যবিনিশ্চলোঽহমম্ভোধিবৎ পারবিবর্জিতোঽহম্॥ ৫০০ ॥**

আমি আকাশের মত নির্লেপ, সূর্যের মত প্রকাশমান হয়েও অপ্রকাশ্য, পর্বতের মত নিত্য স্থির-অটল তথা সাগরের ন্যায় অপার-অসীম।

**ন মে দেহেন সম্বন্ধো মেঘেনেব বিহায়সঃ।**
**অতঃ কুতো মে তদ্ধর্মা জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তয়ঃ॥ ৫০১ ॥**

মেঘের সঙ্গে আকাশের যেমন কোন সম্বন্ধ থাকে না, আমারও সেরূপ দেহের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই; অতএব জাগ্রত-স্বপ্ন-সুষুপ্তিরূপ স্থূল-দেহের ধর্মসমূহ আমার মধ্যে কি করে আসবে ?

**উপাধিরায়াতি স এব গচ্ছতি স এব কর্মাণি করোতি ভুঙ্‌ক্তে।**
**স এব জীর্যন্ম্রিয়তে সদাহং কুলাদ্রিবন্নিশ্চল এব সংস্থিতঃ॥ ৫০২ ॥**

উপাধিই আসে, চলে যায়। উপাধি সেই কর্ম করে এবং কর্মের ফল ভোগ করে এবং বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হলে মরণপ্রাপ্ত হয়। আমি কিন্তু মেরুপর্বতের ন্যায় সর্বদা নিশ্চলভাবে স্থিত আছি।

**ন মে প্রবৃত্তির্ন চ মে নিবৃত্তিঃ সদৈকরূপস্য নিরংশকস্য।**
**একাত্মকো যো নিবিড়ো নিরন্তরো ব্যোমেব পূর্ণঃ স কথং নু চেষ্টতে॥ ৫০৩**

সর্বদা একরূপ নিরবয়ব আমার কোন বিষয়ে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি হয় না। যে নিজে আকাশের ন্যায় এক, ঘনীভূত, ব্যবধানরহিত ও পূর্ণ, সে কি প্রকারে কর্মে প্রবৃত্ত হতে পারে ?

**পুণ্যানি পাপানি নিরিন্দ্রিয়স্য নিশ্চেতসো নির্বিকৃতের্নিরাকৃতেঃ।**
**কুতো মমাখণ্ডসুখানুভূতের্ব্রূতে হ্যনন্বাগতমিত্যপি শ্রুতিঃ॥ ৫০৪ ॥**

নিরিন্দ্রিয়, চিত্ত-বিকার-আকৃতিরহিত ও অখণ্ডআনন্দস্বরূপ আমার পুণ্য বা পাপ কি করে হতে পারে ? **'অনন্বাগতং পুণ্যেনানন্বাগতং পাপেন'** (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪।৩।২২) এই আত্মা পুণ্য (শাস্ত্রবিহিত কর্ম) এবং পাপ (শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম) হতে অসম্বদ্ধ—এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা ইহা প্রমাণিত।

**ছায়য়া স্পৃষ্টমুষ্ণং বা শীতং বা সুষ্ঠু দুষ্ঠু বা।**
**ন স্পৃশত্যেব যৎকিঞ্চিৎ পুরুষং তদ্বিলক্ষণম্॥ ৫০৫ ॥**
**ন সাক্ষিণং সাক্ষ্যধর্মাঃ সংস্পৃশন্তি বিলক্ষণম্।**

**অবিকারমুদাসীনং গৃহধর্মাঃ প্রদীপবৎ॥ ৫০৬ ॥**

কোনো পুরুষের ছায়া উষ্ণ বা শীতল অথবা প্রিয় কিংবা অপ্রিয় বস্তুর উপর পড়লেও সেই পুরুষ যেরূপ ওইসকল বস্তু দ্বারা কখনও স্পৃষ্ট হয় না, গৃহের দোষগুণ যেমন সেই গৃহের প্রকাশক প্রদীপকে স্পর্শ করে না, সেরূপ দৃষ্ট বস্তুসমূহের দোষগুণ সেই সকল বস্তু থেকে ভিন্ন অবিকারী উদাসীন দ্রষ্টাকে স্পর্শ করতে পারে না।

**রবের্যথা কর্মণি সাক্ষিভাবো বহ্নের্যথা বায়সি দাহকত্বম্।**
**রজ্জোর্যথারোপিতবস্তুসঙ্গস্তথৈব কূটস্থচিদাত্মনো মে॥ ৫০৭ ॥**

মানুষের কর্মে যেমন সূর্যের সাক্ষীভাব, তপ্তলৌহে যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি বা দাহকতা এবং আরোপিত সর্পাদির সঙ্গে যেমন রজ্জুর সঙ্গ— সেরূপ কূটস্থ চেতন আত্মার সঙ্গে বিষয়সমূহে সাক্ষীভাব জানবে। অর্থাৎ সেসকলে গুণগুলি যেমন স্বাভাবিক, চেষ্টার দ্বারা কৃত নয় ; তদ্রূপ বিষয়ের সঙ্গে আত্মার শুধু সাক্ষীভাব থাকে, তা কর্মরূপ নয়।

**কর্তাপি বা কারয়িতাপি নাহং ভোক্তাপি বা ভোজয়িতাপি নাহম্।**
**দ্রষ্টাপি বা দর্শয়িতাপি নাহং সোঽহং স্বয়ংজ্যোতিরনীদৃগাত্মা॥ ৫০৮ ॥**

আমি কর্তাও নই, কারয়িতাও নই ; আমি ভোক্তাও নই, ভোজয়িতাও নই ; আমি দ্রষ্টাও নই, দর্শয়িতাও নই। কিন্তু আমি অতুলনীয় স্বয়ংজ্যোতি শুদ্ধ আত্মা।

**চলত্যুপাধৌ প্রতিবিম্বলৌল্যমৌপাধিকং মূঢ়ধিয়ো নয়ন্তি।**
**স্ববিম্বভূতং রবিবদ্বিনিষ্ক্রিয়ং কর্তাস্মি ভোক্তাস্মি হতোঽস্মি হেতি॥ ৫০৯**

জল-প্রভৃতি উপাধি চঞ্চল বলে তা কলস উপাধিতে প্রতিফলিত সূর্যের প্রতিবিম্বকেও চঞ্চল দেখায়, কিন্তু অজ্ঞব্যক্তি প্রতিবিম্বের চাঞ্চল্যকে যেরূপ সূর্যের চাঞ্চল্য মনে করে, সেরূপ মূঢ়ব্যক্তিগণ বুদ্ধি প্রভৃতির গুণ সূর্যতুল্য নিষ্ক্রিয় আত্মায় আরোপ করে 'আমি কর্তা, আমি ভোক্তা, হায় আমি মরে গেলাম' —এরূপ চিৎকার করে।

**জলে বাপি স্থলে বাপি লুঠত্বেষ জড়াত্মকঃ।**

**নাহং বিলিপ্য তদ্ধর্মৈর্ঘটধর্মৈর্নভো যথা॥ ৫১০ ॥**

আকাশ যেমন ঘটের দোষ-গুণের দ্বারা লিপ্ত হয় না, সেরূপ এই জড়দেহ জলে-স্থলে যেখানেই পতিত হোক না কেন, সেইসকল স্থানের বা দোষের দোষ-গুণে 'শুদ্ধ-স্বরূপ আমি' লিপ্ত হই না।

**কর্তৃত্বভোক্তৃত্বখলত্বমত্ততা জড়ত্ববদ্ধত্ববিমুক্ততাদয়ঃ।**
**বুদ্ধের্বিকল্পা ন তু সন্তি বস্তুতঃ স্বস্মিন্‌পরে ব্রহ্মণি কেবলেঽদ্বয়ে॥ ৫১১ ॥**

কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, খলতা, মত্ততা, জড়তা, বন্ধন ও মোক্ষ—এ সবই বুদ্ধির কল্পনাসমূহ ; কেবল-অদ্বয়-পরব্রহ্মস্বরূপ স্বাত্মাতে কখনও থাকে না।

**সন্তু বিকারাঃ প্রকৃতের্দশধা শতধা সহস্রধা বাপি।**
**কিং মেঽসঙ্গচিতেস্তৈর্ন ঘনঃ ক্বচিদম্বরং স্পৃশতি॥ ৫১২ ॥**

প্রকৃতিতে দশ, শত, সহস্র অসংখ্য বিকার বা পরিবর্তন হলেও তাতে 'আমার' অসঙ্গ চেতনা আত্মার কি সম্বন্ধ ? মেঘ কি কখনও আকাশকে স্পর্শ করতে পারে ?

**অব্যক্তাদিস্থূলপর্যন্তমেতদ্বিশ্বং যত্রাভাসমাত্রং প্রতীতম্‌।**
**ব্যোমপ্রখ্যং সূক্ষ্মমাদ্যন্তহীনং ব্রহ্মাদ্বৈতং যত্তদেবাহমস্মি॥ ৫১৩ ॥**

যাতে অব্যক্তপ্রকৃতি থেকে স্থূলদেহ পর্যন্ত এই বিশ্ব মিথ্যা-প্রতীতিমাত্ররূপে দৃষ্ট হয়, যা আকাশসদৃশ সূক্ষ্ম, আদি-অন্তহীন অদ্বৈত ব্রহ্ম, তা আমিই।

**সর্বাধারং সর্ববস্তুপ্রকাশং সর্বাকারং সর্বগং সর্বশূন্যম্‌।**
**নিত্যং শুদ্ধং নিশ্চলং নির্বিকল্পং ব্রহ্মাদ্বৈতং যত্তদেবাহমস্মি॥ ৫১৪ ॥**

জগতের অধিষ্ঠান, সর্ববস্তুপ্রকাশক, উপাধিভেদে সর্ববস্তুরূপে বিরাজমান, সর্বব্যাপী, সর্বদ্বৈতশূন্য, নিত্য, শুদ্ধ, নিশ্চল, নির্বিকল্প যে অদ্বৈত ব্রহ্ম আছেন, আমিই সেই।

**যৎপ্রত্যস্তাশেষমায়াবিশেষং প্রত্যগ্রূপং প্রত্যয়াগম্যমানম্‌।**
**সত্যজ্ঞানানন্তমানন্দরূপং ব্রহ্মাদ্বৈতং যত্তদেবাহমস্মি॥ ৫১৫ ॥**

যিনি সমস্ত মায়িক ভেদসমূহ থেকে রহিত, অন্তরাত্মারূপ এবং সাক্ষাৎ প্রতীতির অবিষয় অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা জানা যায় না এবং সৎ-চিৎ-অনন্ত আনন্দময় অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, তাই আমি।

**নিষ্ক্রিয়োঽস্ম্যবিকারোঽস্মি নিষ্কলোঽস্মি নিরাকৃতিঃ।**
**নির্বিকল্পোঽস্মি নিত্যোঽস্মি নিরালম্বোঽস্মি নির্দ্বয়ঃ॥ ৫১৬ ॥**

আমি ক্রিয়াহীন, বিকাররহিত, অংশবিহীন ও নিরাকার। আমি সংকল্পশূন্য, আমি নিত্য, নিরাশ্রয় ও দ্বিতীয়রহিত।

**সর্বাত্মকোঽহং সর্বোঽহং সর্বাতীতোঽহমদ্বয়ঃ।**
**কেবলাখণ্ডবোধোঽহমানন্দোঽহং নিরন্তরঃ॥ ৫১৭ ॥**

আমি সকলের আত্মা, সর্বরূপ, সর্বাতীত ও অদ্বিতীয়। আমি কেবল অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপ ও নিরন্তর আনন্দময়।

**স্বারাজ্যসাম্রাজ্যবিভূতিরেষা ভবৎকৃপাশ্রীমহিমপ্রসাদাৎ।**
**প্রাপ্তা ময়া শ্রীগুরবে মহাত্মনে নমো নমস্তেঽস্তু পুনর্নমোঽস্তু॥ ৫১৮ ॥**

আপনার কৃপা ও মহিমার প্রসাদে এই স্বারাজ্যসাম্রাজ্যের বিভূতি অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ ঐশ্বর্য আমি লাভ করলাম। হে মহাত্মা গুরুদেব, আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার, আপনাকে আবার নমস্কার করি।

**মহাস্বপ্নে মায়াকৃতজনিজরামৃত্যুগহনে**
**ভ্রমন্তং ক্লিশ্যন্তং বহুলতরতাপৈরনুদিনম্।**
**অহঙ্কারব্যাঘ্রব্যথিতমিমমত্যন্তকৃপয়া**
**প্রবোধ্য প্রস্বাপাৎ পরমবিতবান্মামসি গুরো॥ ৫১৯ ॥**

আমি মায়া হতে উৎপন্ন জন্ম-জরা-মৃত্যুরূপ অরণ্যে ভয়ংকর মহাস্বপ্নে আচ্ছন্ন থেকে দিন দিন নানাতাপে দগ্ধ হচ্ছিলাম। হে গুরুদেব ! অহংকাররূপী ব্যাঘ্র কর্তৃক ব্যথিত আমার মত হতভাগ্যকে নিদ্রা থেকে জাগ্রত করে আপনি আমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করেছেন।

**নমস্তস্মৈ সদেকস্মৈ কস্মৈচিন্মহসে নমঃ।**
**যদেতদ্বিশ্বরূপেণ রাজতে গুরুরাজ তে॥ ৫২০ ॥**

হে গুরুরাজ ! আপনার সেই এক অনির্বচনীয় তেজঃস্বরূপকে নমস্কার, যাহা সৎস্বরূপ ও এক হয়েও বিশ্বরূপে বিরাজমান।

## উপদেশের উপসংহার

**ইতি নতমবলোক্য শিষ্যবর্যং সমধিগতাত্মসুখং প্রবুদ্ধতত্ত্বম্।**
**প্রমুদিতহৃদয়ঃ স দেশিকেন্দ্রঃ পুনরিদমাহ বচঃ পরং মহাত্মা॥ ৫২১ ॥**

আত্মানন্দপ্রাপ্ত ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞ প্রসন্নচিত্ত শিষ্যশ্রেষ্ঠকে এরূপে প্রণত দেখে সেই মহাত্মা সদগুরু প্রসন্নচিত্তে পুনরায় নিম্নোক্ত শ্রেষ্ঠ বাক্য বললেন।

**ব্রহ্মপ্রত্যয়সন্ততির্জগদতো ব্রহ্মৈব সৎ সর্বতঃ**
**পশ্যাধ্যাত্মদৃশা প্রশান্তমনসা সর্বাস্ববস্থাস্বপি।**
**রূপাদন্যদবেক্ষিতুং কিমভিতশ্চক্ষুষ্মতাং বিদ্যতে**
**তদ্বদ্ব্রহ্মবিদঃ সতঃ কিমপরং বুদ্ধের্বিহারাস্পদম্॥ ৫২২ ॥**

হে বৎস ! সকল অবস্থায় এই জগৎ ব্রহ্মপ্রতীতির প্রবাহমাত্র, অতএব ইহা সর্বতোভাবে সত্যস্বরূপ একমাত্র ব্রহ্মই—অধ্যাত্মদৃষ্টিসহায়ে এটি অনুভব কর। সর্বত্র যা দৃষ্ট হয়, তা রূপ অতিরিক্ত আর কি হতে পারে ? তাই ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তিগণের নিকট কেবলমাত্র ব্রহ্মরূপ হতে ভিন্ন বুদ্ধির বিষয় আর কী হতে পারে ?

**কস্তাং পরানন্দরসানুভূতিমুৎসৃজ্য শূন্যেষু রমেত বিদ্বান্।**
**চন্দ্রে মহাহ্লাদিনি দীপ্যমানে চিত্রেন্দুমালোকয়িতুং ক ইচ্ছেৎ॥ ৫২৩ ॥**

কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই আত্মানন্দরসাস্বাদ ত্যাগ করে অসার জাগতিক বিষয়ে আসক্ত হবে ? অতিশয় আনন্দদায়ক পূর্ণচন্দ্র আকাশে থাকতে কে চিত্রপটে অঙ্কিত চন্দ্র দেখতে ইচ্ছা করবে ?

**অসৎপদার্থানুভবে ন কিঞ্চিন্ন হ্যস্তি তৃপ্তির্ন চ দুঃখহানিঃ।**
**তদদ্বয়ানন্দরসানুভূত্যা তৃপ্তঃ সুখং তিষ্ঠ সদাত্মনিষ্ঠয়া॥ ৫২৪ ॥**

মিথ্যাবিষয়ভোগে কিছুমাত্র তৃপ্তিলাভ হয় না, তার দ্বারা দুঃখেরও নাশ হয় না ; অতএব অদ্বয়-ব্রহ্মানন্দ-রসানুভূতি দ্বারা তৃপ্তি লাভ করে সৎস্বরূপ আত্মায় সমাহিত হও এবং সুখে অবস্থান কর।

স্বমেব সর্বথা পশ্যন্মন্যমানঃ স্বমদ্বয়ম্।
স্বানন্দমনুভুঞ্জানঃ কালং নয় মহামতে॥ ৫২৫ ॥

হে বুদ্ধিমান শিষ্য ! 'আমি অদ্বিতীয় আত্মা' এরূপ নিশ্চয় করে সর্বপ্রকারে কেবলমাত্র স্বস্বরূপ আত্মাতে সমাহিত হয়ে আত্মানন্দ উপভোগ করতে করতে অবশিষ্টকাল যাপন কর।

অখণ্ডবোধাত্মনি নির্বিকল্পে বিকল্পনং ব্যোম্নি পুরঃপ্রকল্পনম্।
তদদ্বয়ানন্দময়াত্মনা সদা শান্তিং পরামেত্য ভজস্ব মৌনম্॥ ৫২৬ ॥

নির্বিকল্প ও অখণ্ডবোধরূপ আত্মায় ভেদ কল্পনা আকাশে নগর কল্পনার ন্যায় অলীক, অতএব সর্বদা অদ্বয় আনন্দময় স্বরূপে পরমশান্তি লাভ করে মৌন অবলম্বনে (দ্রষ্টারূপে) অবস্থান কর।

তূষ্ণীমবস্থা পরমোপশান্তির্বুদ্ধেরসৎকল্পবিকল্পহেতোঃ।
ব্রহ্মাত্মনা ব্রহ্মবিদো মহাত্মনো যত্রাদ্বয়ানন্দসুখং নিরন্তরম্॥ ৫২৭ ॥

মিথ্যাকল্পনার হেতুভূত বুদ্ধি যে অবস্থায় চিৎস্বরূপ ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়, ব্রহ্মজ্ঞ মহাত্মার সেই মৌন অবস্থায় পরম-শান্তি প্রাপ্তি হয়। সেই উপশমাবস্থায় নিরন্তর অদ্বয় আনন্দের অনুভূতি হয়।

নাস্তি নির্বাসনান্মৌনাৎ পরং সুখকৃদুত্তমম্।
বিজ্ঞাতাত্মস্বরূপস্য স্বানন্দরসমায়িনঃ॥ ৫২৮ ॥

যিনি আত্মস্বরূপ অবগত হয়েছেন, যিনি আত্মানন্দ-রসপানে রত, তাঁর পক্ষে বাসনাশূন্য মৌন অবস্থা অপেক্ষা উত্তম সুখদায়ক সুখ আর কিছুই নেই।

গচ্ছংস্তিষ্ঠন্নুপবিশঞ্ছয়ানো বান্যথাপি বা।
যথেচ্ছয়া বসেদ্বিদ্বানাত্মারামঃ সদা মুনিঃ॥ ৫২৯ ॥

ব্রহ্মজ্ঞ মুনি গমন, অবস্থান, উপবেশন বা শয়ন করতে করতে অথবা অন্য কর্মাদি করতে করতে নিরন্তর আত্মাতেই রমণপূর্বক ইচ্ছানুকূলে অবস্থান করবেন।

ন দেশকালাসনদিগ্‌যমাদিলক্ষ্যাদ্যপেক্ষা প্রতিবদ্ধবৃত্তেঃ।

**সংসিদ্ধতত্ত্বস্য মহাত্মনোঽস্তি স্ববেদনে কা নিয়মাদ্যপেক্ষা॥ ৫৩০ ॥**

যাঁর চিত্তবৃত্তি স্থির হয়েছে, যিনি আত্মস্বরূপ অবগত হয়েছেন, সেই মহাপুরুষের পক্ষে (ধ্যানাদির উপযোগী) দেশ-কাল-আসন-দিক ইন্দ্রিয়সংযমাদির অপেক্ষা থাকে না। স্বস্বরূপ অবগতির জন্য তাঁর পক্ষে কোনও নিয়মাদির কি আর অপেক্ষা থাকতে পারে ?

**ঘটোঽয়মিতি বিজ্ঞাতুং নিয়মঃ কো ন্বপেক্ষ্যতে।**
**বিনা প্রমাণসুষ্ঠুত্বং যস্মিন্সতি পদার্থধীঃ॥ ৫৩১ ॥**

একটি কলসকে 'এটি কলস' এরূপে জানার জন্য যার দ্বারা বস্তুর জ্ঞান হয়, সেই প্রমাণের সুষ্ঠুত্ব (দর্শনের ব্যাপারে চক্ষুর পটুতা) ভিন্ন আর কোন্ নিয়মের অপেক্ষা থাকে ?

**অয়মাত্মা নিত্যসিদ্ধঃ প্রমাণে সতি ভাসতে।**
**ন দেশং নাপি বা কালং ন শুদ্ধিং বাপ্যপেক্ষতে॥ ৫৩২ ॥**

আত্মা নিত্যসিদ্ধ, প্রমাণের শুদ্ধি হলেই তিনি স্বয়ং প্রকাশিত হন। তজ্জন্য দেশ, কাল, অথবা শুদ্ধি আদির কোন অপেক্ষা থাকে না।

**দেবদত্তোঽহমিত্যেতদ্বিজ্ঞানং নিরপেক্ষকম্।**
**তদ্বদ্ব্রহ্মবিদোঽপ্যস্য ব্রহ্মাহমিতি বেদনম্॥ ৫৩৩ ॥**

'আমি দেবদত্ত' এই বোধ কোনও দেশকালাদির অপেক্ষা রাখে না, সেরূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে 'আমি ব্রহ্ম' এই অনুভবও স্বতই হয় অর্থাৎ এজন্য কোনও কিছুরই বিন্দুমাত্র অপেক্ষা থাকে না।

**ভানুনেব জগৎ সর্বং ভাসতে যস্য তেজসা।**
**অনাত্মকমসত্তুচ্ছং কিং নু তস্যাবভাসকম্॥ ৫৩৪ ॥**

সূর্যের দ্বারা যেভাবে জগৎ প্রকাশিত হয়, সেইভাবে যাঁর নিত্য-স্ফুরণের ফলে অনাত্মক ও মিথ্যাভূত এই জগতের প্রতীতি হয়, সেই ব্রহ্মবস্তুর প্রকাশক আর থাকতে পারে ?

**বেদশাস্ত্রপুরাণানি ভূতানি সকলান্যপি।**
**যেনার্থবন্তি তং কিং নু বিজ্ঞাতারং প্রকাশয়েৎ॥ ৫৩৫ ॥**

যাঁর দ্বারা বেদ, শাস্ত্র ও পুরাণাদি স্বস্বঅর্থ প্রতিপাদনের সামর্থ্য এবং সকল প্রাণী স্বস্বসত্তা প্রাপ্ত হয়, সেই বিজ্ঞাতা ব্রহ্মকে কোন্ বস্তু প্রকাশ করতে পারে ?

**এষ স্বয়ংজ্যোতিরনন্তশক্তিরাত্মাপ্রমেয়ঃ সকলানুভূতিঃ।**
**যমেব বিজ্ঞায় বিমুক্তবন্ধো জয়ত্যয়ং ব্রহ্মবিদুত্তমোত্তমঃ॥ ৫৩৬ ॥**

ব্রহ্মজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাত্মা আত্মাকে অনুভব করে সর্ববন্ধনবিমুক্ত হন, জগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। সেই আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ, অনন্তশক্তি, অপ্রমেয় এবং সকলের অনুভবের বিষয়।

**ন খিদ্যতে নো বিষয়ৈঃ প্রমোদতে ন সজ্জতে নাপি বিরজ্যতে চ।**
**স্বস্মিন্সদা ক্রীড়তি নন্দতি স্বয়ং নিরন্তরানন্দরসেন তৃপ্তঃ॥ ৫৩৭ ॥**

বিষয়াদির প্রাপ্তিতে তিনি না হন সুখী, না দুঃখী ; না আসক্ত, না অনাসক্ত। তিনি তো সর্বদা আনন্দরসে তৃপ্ত থেকে নিজেতেই রমণ করে আনন্দিত থাকেন।

**ক্ষুধাং দেহব্যথাং ত্যক্ত্বা বালঃ ক্রীড়তি বস্তুনি।**
**তথৈব বিদ্বান্ রমতে নির্মমো নিরহং সুখী॥ ৫৩৮ ॥**

খেলনা পেলে বালক যেমন ক্ষুধা-ব্যথা ভুলে গিয়ে আপন মনে খেলা করে, বালকের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিও মমতা ও অহংকারশূন্য হয়ে আত্মাতে আনন্দমগ্ন থাকেন।

**চিন্তাশূন্যমদৈন্যভৈক্ষমশনং পানং সরিদ্বারিষু**
**স্বাতন্ত্র্যেণ নিরঙ্কুশা স্থিতিরভীর্নিদ্রা শ্মশানে বনে।**
**বস্ত্রং ক্ষালনশোষণাদিরহিতং দিগ্বাস্তু শয্যা মহী**
**সঞ্চারো নিগমান্তবীথিষু বিদাং ক্রীড়া পরে ব্রহ্মণি॥ ৫৩৯ ॥**

চিন্তা ও দীনতাশূন্য ব্রহ্মবেত্তার ভিক্ষান্নই ভোজন, নদীর জলই পানীয়। তিনি পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র এবং নিরঙ্কুশ অর্থাৎ শাস্ত্রাদি শাসনের উর্ধ্বে অবস্থান করেন। স্বাধীনভাবে নির্ভয়ে তিনি অরণ্যে বা শ্মশানে সুখে নিদ্রা যান। বস্ত্রাদি প্রক্ষালন ও শুষ্ক করার অপেক্ষা না রেখে নগ্ন বা বল্কলাদি

পরিধান করেন। ধরণীর ধূলা-মৃত্তিকা তাঁর সুখশয্যা। তিনি বেদান্তচিন্তায় বিচরণ করেন এবং নির্গুণ ব্রহ্মের বিচারে—তাঁরই ধ্যানে ক্রীড়া করেন অর্থাৎ আনন্দ অনুভব করেন।

**বিমানমালম্ব্য শরীরমেতদ্ ভুনক্ত্যশেষান্বিষয়ানুপস্থিতান্।**
**পরেচ্ছয়া বালবদাত্মবেত্তা যোঽব্যক্তলিঙ্গোঽননুষক্তবাহ্যঃ॥ ৫৪০ ॥**

আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষ বর্ণাশ্রমচিহ্নরহিত, বিষয়নিরপেক্ষ, অভিমানশূন্য দেহকে আশ্রয় করে বিনা চেষ্টায় উপস্থিত বিষয়সকল বালকের ন্যায় পরের ইচ্ছায় গ্রহণ করেন। কিন্তু বাস্তবে তিনি প্রকট, অপ্রকট এবং বাহ্য সকলবিষয়ে অনাসক্ত থাকেন।

**দিগম্বরো বাপি চ সাম্বরো বা ত্বগম্বরো বাপি চিদম্বরস্থঃ।**
**উন্মত্তবদ্বাপি চ বালবদ্বা পিশাচবদ্বাপি চরত্যবন্যাম্॥ ৫৪১ ॥**

চৈতন্যরূপ বস্ত্রাচ্ছাদিত ওই মহাভাগ্যবান পুরুষ কখনও সবস্ত্র, কখনো বিবস্ত্র, কখনো মৃগচর্ম ধারণ করে, কখনো উন্মত্তের ন্যায়, কখনো বা শিশু কিংবা ভূত-প্রেতের ন্যায় এই ধরাতলে যদৃচ্ছা ভ্রমণ করতে থাকেন।

**কামান্নী কামরূপী সংশ্চরত্যেকচরো মুনিঃ।**
**স্বাত্মনৈব সদা তুষ্টঃ স্বয়ং সর্বাত্মনা স্থিতঃ॥ ৫৪২ ॥**

স্বয়ং আত্মানন্দে তুষ্ট, সর্বাত্মভাবে স্থিত, একাকী বিচরণশীল মুনি স্বেচ্ছানুযায়ী খাদ্যবস্তু গ্রহণ করেন এবং ইচ্ছানুযায়ী রূপ ধারণ করে বিচরণ করে থাকেন।

**ক্বচিন্মূঢ়ো বিদ্বান্ ক্বচিদপি মহারাজবিভবঃ**
**ক্বচিদ্ভ্রান্তঃ সৌম্যঃ ক্বচিদজগরাচারকলিতঃ।**
**ক্বচিৎ পাত্রীভূতঃ ক্বচিদবমতঃ ক্বাপ্যবিদিত-**
**শ্চরত্যেবং প্রাজ্ঞঃ সততপরমানন্দসুখিতঃ॥ ৫৪৩ ॥**

এইসকল ব্রহ্মবেত্তা পুরুষকে কখনো মূর্খ, কখনো বিদ্বান, কখনো বা চালচলনে রাজা-মহারাজার মতো মনে হয়। তিনি কখনো ভ্রান্ত, কখনো শান্ত আবার কখনো অজগরতুল্য নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকেন। এরূপ নিরন্তর

পরমানন্দরসে বিভোর থেকে এই মহাপুরুষ কোথাও সম্মানিত, কোথাও অপমানিত হয়ে থাকেন। আবার কখনো বা নিজেকে গোপন করে লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে যত্রতত্র বিচরণ করতে থাকেন।

**নির্ধনোঽপি সদা তুষ্টোঽপ্যসহায়ো মহাবলঃ।**
**নিত্যতৃপ্তোঽপ্যভুঞ্জানোঽপ্যসমঃ সমদর্শনঃ॥ ৫৪৪ ॥**

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি নির্ধন হলেও সর্বদা সন্তুষ্ট, অসহায় হলেও মহাবলশালী, ভোজন না করলেও নিত্যতৃপ্ত এবং অসমতা দৃষ্ট হলেও সমদর্শী হন।

**অপি কুর্বন্নকুর্বাণশ্চাভোক্তা ফলভোগ্যপি।**
**শরীর্যপ্যশরীর্যেষ পরিচ্ছিন্নোঽপি সর্বগঃ॥ ৫৪৫ ॥**

সেই মহাপুরুষ সকলকর্ম সম্পাদন করেও অকর্তা, নানা ফল ভোগ করেও অভোক্তা, শরীর ধারণ করেও অশরীরী এবং পরিচ্ছিন্ন (সীমাবদ্ধ) হয়েও সর্বব্যাপী।

**অশরীরং সদা সন্তমিমং ব্রহ্মবিদং ক্বচিৎ।**
**প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতস্তথৈব চ শুভাশুভে॥ ৫৪৬ ॥**

সর্বদা অশরীরী (দেহাভিমানশূন্য) হয়ে থাকায় ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিকে কোনপ্রকারের সুখ-দুঃখ বা পাপ-পুণ্য স্পর্শ করে না।

**স্থূলাদিসম্বন্ধবতোঽভিমানিনঃ সুখং চ দুঃখং চ শুভাশুভে চ।**
**বিধ্বস্তবন্ধস্য সদাত্মনো মুনেঃ কুতঃ শুভং বাপ্যশুভং ফলং বা॥ ৫৪৭ ॥**

যে দেহাভিমানীর স্থূল-সূক্ষ্মদেহাদির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে, সে শুভ বা অশুভ ফল ভোগ করে। যাঁর দেহাদি-বন্ধন ছিন্ন হয়েছে, সেই সত্যস্বরূপ মহাত্মার শুভাশুভ ফল ভোগ হবে কিরূপে ?

**তমসা গ্রস্তবদ্ভানাদগ্রস্তোঽপি রবির্জনৈঃ।**
**গ্রস্ত ইত্যুচ্যতে ভ্রান্ত্যা হ্যজ্ঞাত্বা বস্তুলক্ষণম্॥ ৫৪৮ ॥**
**তদ্বদ্দেহাদিবন্ধেভ্যো বিমুক্তং ব্রহ্মবিত্তমম্।**
**পশ্যন্তি দেহিবন্মূঢ়া শরীরাভাসদর্শনাৎ॥ ৫৪৯ ॥**

সূর্য যথার্থত অন্ধকারে আচ্ছন্ন না হলেও আচ্ছাদিতবৎ প্রতীয়মান

হওয়ায় অজ্ঞ জনসাধারণ সূর্যের স্বরূপ না জানার জন্য অজ্ঞানবশত সূর্যকে রাহুগ্রস্ত বলে মনে করে। সেরূপে অজ্ঞ জনসাধারণ অহংশূন্য আভাসরূপ বর্তমান দেখে দেহাদিবন্ধন থেকে বিমুক্ত ব্রহ্মবিদ মহাপুরুষকেও দেহধারী সাধারণ মানুষ বলে মনে করে।

**অহিনির্ল্বয়নীবায়ং মুক্তদেহস্তু তিষ্ঠতি।**
**ইতস্ততশ্চাল্যমানো যৎ কিঞ্চিৎ প্রাণবায়ুনা॥ ৫৫০ ॥**

এই মুক্ত মহাপুরুষের দেহ যেন সাপের খোলসের ন্যায় প্রাণবায়ু তাড়িত সচল অবস্থায় যত্রতত্র পড়ে থাকে। (কর্তৃত্বাভিমান না থাকায় সেটি বাস্তবে ক্রিয়াশূন্য)।

**স্রোতসা নীয়তে দারু যথা নিম্নোন্নতস্থলম্।**
**দৈবেন নীয়তে দেহো যথাকালোপভুক্তিষু॥ ৫৫১ ॥**

জলের স্রোত যেমন কাষ্ঠখণ্ডকে উপরে-নীচে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের দেহও সেরূপে প্রারব্ধবশে যথাসময়ে উপস্থিত বিভিন্ন ফলভোগের সম্মুখীন হয়।

**প্রারব্ধকর্মপরিকল্পিতবাসনাভিঃ সংসারিবচ্চরতি ভুক্তিষু মুক্তদেহঃ।**
**সিদ্ধঃ স্বয়ং বসতি সাক্ষিবদত্র তূষ্ণীং চক্রস্য মূলমিব কল্পবিকল্পশূন্যঃ॥ ৫৫২**

প্রারব্ধজাত কর্মের বাসনাসমূহের দ্বারা পরিচালিত হয়ে মুক্ত পুরুষের দেহ সংসারাসক্ত লোকের মত নানা ভোগসকল উপভোগ করে। কিন্তু কুম্ভকারে চাকা অনবরত ঘুরলেও তার মূলকাষ্ঠখণ্ড যেমন স্থির থাকে, সেই প্রকারে সিদ্ধপুরুষও সঙ্কল্প-বিকল্পরহিত হয়ে দ্রষ্টারূপে নীরবে অবস্থান করেন।

**নৈবেন্দ্রিয়াণি বিষয়েষু নিযুঙ্‌ক্ত এষ নৈবাপযুঙ্‌ক্ত উপদর্শনলক্ষণস্থঃ।**
**নৈব ক্রিয়াফলমপীষদবেক্ষতে স স্বানন্দসান্দ্ররসপানসুমত্তচিত্তঃ॥ ৫৫৩**

ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ আত্মানন্দরসপানে মত্ত হয়ে সাক্ষীরূপে স্থিত থেকে ইন্দ্রিয়গণকে কোন বিষয়ে লিপ্তও করেন না, আবার বিষয়াদি থেকে বিমুক্তও করেন না। এইসকল কর্মের ফলের প্রতি তিনি অণুমাত্রও দৃষ্টিপাত করেন না।

**লক্ষ্যালক্ষ্যগতিং ত্যক্ত্বা যস্তিষ্ঠেৎ কেবলাত্মনা।**
**শিব এব স্বয়ং সাক্ষাদয়ং ব্রহ্মবিদুত্তমঃ॥ ৫৫৪ ॥**

যিনি লক্ষ্য (প্রাপ্তব্য) ও অলক্ষ্য (অপ্রাপ্তব্য)—উভয়কে ত্যাগ করে কেবল আত্মস্বরূপে স্থিত, তিনিই সকল ব্রহ্মবেত্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ, সাক্ষাৎ শিবতুল্য। [অর্থাৎ কোন বস্তুর অভাবে যাঁর প্রাপ্তব্য বলে কিছুই নেই এবং জড় কিংবা নিদ্রিত ব্যক্তির মত যিনি জ্ঞানশূন্যও নন, তিনিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আত্মনিষ্ঠ।]

**জীবন্নেব সদা মুক্তঃ কৃতার্থো ব্রহ্মবিত্তমঃ।**
**উপাধিনাশাদ্ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি নির্দ্বয়ম্॥ ৫৫৫ ॥**

এরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি জীবিত অবস্থাতেও সর্বতোভাবে মুক্ত এবং কৃতার্থ। তাঁর শরীররূপ উপাধির ক্ষয় হলে ব্রহ্মভাবে স্থিত হওয়ার ফলে তিনি অদ্বিতীয় ব্রহ্মে লীন হয়ে যান।

**শৈলূষো বেষসদ্ভাবাভাবয়োশ্চ যথা পুমান্।**
**তথৈব ব্রহ্মবিচ্ছ্রেষ্ঠঃ সদা ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥ ৫৫৬ ॥**

অভিনেতা যেমন বিচিত্র বেশভূষা ধারণ করলে অথবা সেটি ত্যাগ করলে যে ব্যক্তি সেই ব্যক্তিই থাকে, সেরূপ ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ উপাধিযুক্ত হোন বা উপাধিমুক্ত হোন, তিনি ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নন।

**যত্র ক্বাপি বিশীর্ণং সৎপর্ণমিব তরোর্বপুঃপতনাৎ।**
**ব্রহ্মীভূতস্য যতেঃ প্রাগেব হি তচ্চিদগ্নিনা দগ্ধম্॥ ৫৫৭ ॥**

যেরূপ গাছের জীর্ণপাতা যেখানে-সেখানে ঝড়ে পড়তে পারে, ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসীর শরীরও সেরূপ যে কোন স্থানে মৃত্যুমুখে পতিত হতে পারে, তাতে কিছু যায়-আসে না ; কেননা তাঁর দেহ তো পূর্বেই জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে গিয়েছে।

**সদাত্মনি ব্রহ্মণি তিষ্ঠতো মুনেঃ পূর্ণাদ্বয়ানন্দময়াত্মনা সদা।**
**ন দেশকালাদ্যুচিতপ্রতীক্ষা ত্বঙ্মাংসবিট্‌পিণ্ডবিসর্জনায়॥ ৫৫৮ ॥**

যে সন্ন্যাসী সর্বদা সৎস্বরূপ ব্রহ্মে পূর্ণ-অদ্বয়-আনন্দরূপে অবস্থান

করেন, তাঁর পক্ষে ত্বক-মাংস-বিষ্ঠার পিণ্ডরূপ দেহ বিসর্জনের জন্য পবিত্রস্থান বা শুভ সময়াদির অপেক্ষা থাকে না।

**দেহস্য মোক্ষো নো মোক্ষো ন দণ্ডস্য কমণ্ডলোঃ।**
**অবিদ্যাহৃদয়গ্রন্থিমোক্ষো মোক্ষো যতস্ততঃ॥ ৫৫৯ ॥**

কেননা অবিদ্যারূপ হৃদয়-গ্রন্থির নাশকেই মুক্তি বলে। দেহ বা দণ্ড-কমণ্ডলু ত্যাগকেই মুক্তি বলে না।

**কুল্যায়ামথ নদ্যাং বা শিবক্ষেত্রেঽপি চত্বরে।**
**পর্ণং পততি চেত্তেন তরোঃ কিং নু শুভাশুভম্॥ ৫৬০ ॥**

বৃক্ষের শুষ্কপত্র নদী-নালা-খাল-বিল-শিবালয় বা শিলানির্মিত চত্বরে যেখানেই পড়ুক না কেন তাতে বৃক্ষের কি লাভ-ক্ষতি হতে পারে ?

**পত্রস্য পুষ্পস্য ফলস্য নাশবদ্ দেহেন্দ্রিয়প্রাণধিয়াং বিনাশঃ।**
**নৈবাত্মনঃ স্বস্য সদাত্মকস্যানন্দাকৃতের্বৃক্ষবদস্তি চৈষঃ॥ ৫৬১ ॥**

পত্র, পুষ্প ও ফলের নাশের ন্যায় জীবের দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিসমূহের নাশ হয়। সদানন্দস্বরূপ অদ্বয় আত্মার কখনও বিনাশ নেই, তিনি বৃক্ষের ন্যায় নিত্য নিশ্চল।

**প্রজ্ঞানঘন ইত্যাত্মলক্ষণং সত্যসূচকম্।**
**অনূদ্যৌপাধিকস্যৈব কথয়ন্তি বিনাশনম্॥ ৫৬২ ॥**

**'প্রজ্ঞানঘন'** প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য সত্যসূচক আত্মার স্বরূপ-লক্ষণ, জ্ঞানী পুরুষ এরূপ অনুবাদ অর্থাৎ বর্ণনা করে উপাধিবিশিষ্ট জীবেরই বিনাশের কথা জানিয়েছেন।

**অবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মেতি শ্রুতিরাত্মনঃ।**
**প্রব্রবীত্যবিনাশিত্বং বিনশ্যৎসু বিকারিষু॥ ৫৬৩ ॥**

**'অবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মানুচ্ছিত্তিধর্মা'** (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪।৫।১৪)—এই শ্রুতিবাক্য বিকারবান ও বিনাশশীল দেহেন্দ্রিয়াদি বিনষ্ট হলেও আত্মার বিনাশ হয় না—এরূপ জানিয়েছেন।

**পাষাণবৃক্ষতৃণধান্যকটাম্বরাদ্যা দগ্ধা ভবন্তি হি মৃদেব যথা তথৈব।**

**দেহেন্দ্রিয়াসুমনআদি সমস্তদৃশ্যং জ্ঞানাগ্নিদগ্ধমুপযাতি পরাত্মভাবম্॥ ৫৬৪**

পাথর, বৃক্ষ, তৃণ, ধান্য ও বস্ত্রাদি অগ্নিদগ্ধ হলে যেমন মাটিতে পরিণত হয়, সেরূপ দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন প্রভৃতি সম্পূর্ণ দৃশ্য প্রপঞ্চ জ্ঞানাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হলে পরমাত্মস্বরূপ হয়ে যায়।

**বিলক্ষণং যথা ধ্বান্তং লীয়তে ভানুতেজসি।**
**তথৈব সকলং দৃশ্যং ব্রহ্মণি প্রবিলীয়তে॥ ৫৬৫ ॥**

অন্ধকার সূর্যতেজ হতে ভিন্ন বস্তু হলেও তা যেভাবে সূর্যের তেজের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়, সেভাবে জ্ঞানের উদয় হলে সকল দৃশ্যবস্তু ব্রহ্মে লীন হয়।

**ঘটে নষ্টে যথা ব্যোম ব্যোমৈব ভবতি স্ফুটম্।**
**তথৈবোপাধিবিলয়ে ব্রহ্মৈব ব্রহ্মবিৎ স্বয়ম্॥ ৫৬৬ ॥**

ঘটের নাশ হলে যেমন ঘটাকাশ মহাকাশই হয়ে যায়, তদ্রূপ উপাধির নাশে ব্রহ্মবেত্তা স্বয়ং ব্রহ্ম হয়ে যান।

**ক্ষীরং ক্ষীরে যথা ক্ষিপ্তং তৈলং তৈলে জলং জলে।**
**সংযুক্তমেকতাং যাতি তথাত্মন্যাত্মবিন্মুনিঃ॥ ৫৬৭ ॥**

যেভাবে দুধে দুধ ঢেলে দিলে দুধ মিশে এক হয়ে যায়, যেভাবে তেলের সঙ্গে তেল, জলের সঙ্গে জল এক হয়ে যায়, সেরূপ আত্মজ্ঞ মুনিও আত্মাতে লীন হয়ে আত্মস্বরূপই প্রাপ্ত হন।

**এবং বিদেহকৈবল্যং সন্মাত্রত্বমখণ্ডিতম্।**
**ব্রহ্মভাবং প্রপদ্যৈষ যতির্নাবর্ততে পুনঃ॥ ৫৬৮ ॥**

অখণ্ডসত্তায় স্থিত হওয়াকেই বিদেহ-কৈবল্যমুক্তি বলা হয়। এই রূপ ব্রহ্মভাব লাভ করে যতি পুনরায় সংসার-চক্রে পতিত হন না।

**সদাত্মৈকত্ববিজ্ঞানদগ্ধাবিদ্যাদিবর্ষ্মণঃ।**
**অমুষ্য ব্রহ্মভূতত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ কুত উদ্ভবঃ॥ ৫৬৯ ॥**

ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব-জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা অবিদ্যাজনিত শরীরাদি উপাধি দগ্ধ হলে ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ ব্রহ্মস্বরূপই হয়ে যান। আর ব্রহ্মের

পুনরায় জন্ম কী প্রকারে হতে পারে ?

**মায়াকুপ্তৌ বন্ধমোক্ষৌ ন স্তঃ স্বাত্মনি বস্তুতঃ।**
**যথা রজ্জৌ নিষ্ক্রিয়ায়াং সর্পাভাসবিনির্গমৌ॥ ৫৭০ ॥**

বন্ধন ও মুক্তি দুইই মায়া—অবিদ্যা হতে উৎপন্ন হয়েছে, বস্তুত শুদ্ধ আত্মায় এই দুই-এর কোনটিই নেই। যেমন নিষ্ক্রিয় রজ্জুর বিষয়ে অজ্ঞানবশত রজ্জুতে সর্পের অস্তিত্বের প্রতীতি এবং সর্পবুদ্ধির নিবৃত্তিও হয়ে থাকে, সেভাবে শুদ্ধ আত্মায় বন্ধন ও মুক্তির প্রতীতি অজ্ঞানবশত হয়ে থাকে।

**আবৃতেঃ সদসত্ত্বাভ্যাং বক্তব্যে বন্ধমোক্ষণে।**
**নাবৃতির্ব্রহ্মণঃ কাচিদন্যাভাবাদনাবৃতম্।**
**যদ্যস্ত্যদ্বৈতহানিঃ স্যাদ্ দ্বৈতং নো সহতে শ্রুতিঃ॥ ৫৭১ ॥**

জীবের অজ্ঞানাবরণ যতকাল বর্তমান থাকে, ততকাল তার বন্ধন থাকে এবং আবরণ অপসৃত হলে মোক্ষ হয়। ব্রহ্মের কোন আবরণ নেই, কেননা একমাত্র ব্রহ্মভিন্ন অন্য কোন বস্তুই নেই, অতএব ব্রহ্ম অনাবৃত অর্থাৎ বন্ধনহীন, মুক্ত। যদি ব্রহ্মেরও আবরণ মানা হয়, তাহলে অদ্বৈত সিদ্ধ হয় না এবং ইহা শ্রুতিরও স্বীকার্য নয়।

**বন্ধং চ মোক্ষং চ মৃষৈব মূঢ়া বুদ্ধের্গুণং বস্তুনি কল্পয়ন্তি।**
**দৃগাবৃতিং মেঘকৃতাং যথা রবৌ যতোঽদ্বয়াসঙ্গচিদেকমক্ষরম্॥ ৫৭২ ॥**

অজ্ঞ ব্যক্তিগণ বুদ্ধির ধর্ম বন্ধন ও মুক্তি অযথার্থভাবে শুদ্ধ আত্মায় আরোপ করে থাকে। মেঘের দ্বারা চোখ আবৃত হলে তারা যেমন মনে করে যে সূর্য মেঘের দ্বারা আবৃত হল, সেভাবে বুদ্ধির গুণ আত্মায় আরোপ করে। কিন্তু যেহেতু এই অবিনাশী আত্মা দ্বিতীয়রহিত, অন্য বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কশূন্য এবং চৈতন্যরূপ, অতএব তাঁর বন্ধন বা মুক্তি সম্ভব নয়।

**অস্তীতি প্রত্যয়ো যশ্চ যশ্চ নাস্তীতি বস্তুনি।**
**বুদ্ধেরেব গুণাবেতৌ ন তু নিত্যস্য বস্তুনঃ॥ ৫৭৩ ॥**

পদার্থের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব অর্থাৎ থাকা ও না থাকা—এপ্রকার যে জ্ঞান

তা বুদ্ধির গুণ বা ধর্ম, নিত্যবস্তু আত্মার কদাপি নয়।

**অতস্তৌ মায়য়া কৢপ্তৌ বন্ধমোক্ষৌ ন চাত্মনি।**
**নিষ্কলে নিষ্ক্রিয়ে শান্তে নিরবদ্যে নিরঞ্জনে।**
**অদ্বিতীয়ে পরে তত্ত্বে ব্যোমবৎ কল্পনা কুতঃ॥ ৫৭৪ ॥**

অতএব আত্মায় বন্ধন ও মুক্তি—উভয় কল্পনা অজ্ঞান হতে উৎপন্ন, প্রকৃতপক্ষে নেই। কেননা আকাশের ন্যায় নিরবয়ব, অক্রিয়, শান্ত, নির্মল, নিরঞ্জন এবং অদ্বিতীয় পরমাত্মতত্ত্বে বন্ধন-মোক্ষের কল্পনা কি করে হতে পারে ?

**ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।**
**ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥ ৫৭৫ ॥**

অতএব পরম সত্য এই যে—কোন কিছুরই নাশ নেই, কোন কিছুরই উৎপত্তি নেই, বদ্ধ বলে কিছু নেই, মুক্ত বলেও কিছু নেই, না কেউ সাধক, না কেউ মুমুক্ষু (মুক্তিকামী)।

**সকলনিগমচূড়াস্বান্তসিদ্ধান্তরূপং**
**পরমিদমতিগুহ্যং দর্শিতং তে ময়াদ্য।**
**অপগতকলিদোষং কামনির্মুক্তবুদ্ধিং**
**স্বসুতবদসকৃত্ত্বাং ভাবয়িত্বা মুমুক্ষুম্॥ ৫৭৬ ॥**

হে বৎস ! তোমার মত কলিদোষমুক্ত, নিষ্কাম মুমুক্ষুকে পুত্র জ্ঞানে আমি বারবার এই উৎকৃষ্ট এবং অতি গোপনীয় সকল শাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করলাম।

## শিষ্যের প্রস্থান

**ইতি শ্রুত্বা গুরোর্বাক্যং প্রশ্রয়েণ কৃতানতিঃ।**
**স তেন সমনুজ্ঞাতো যযৌ নির্মুক্তবন্ধনঃ॥ ৫৭৭ ॥**

এই প্রকার গুরুর উপদেশ শ্রবণের পর সেই জীবন্মুক্ত শিষ্য ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে গুরুকে প্রণাম করলেন এবং গুরুর অনুমতি নিয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন।

গুরুরেবং সদানন্দসিন্ধৌ নির্মগ্নমানসঃ।
পাবয়ন্বসুধাং সর্বাং বিচচার নিরন্তরম্॥ ৫৭৮ ॥

এরূপে সচ্চিদানন্দসাগরে মগ্নচিত্ত গুরুদেবও সকল পৃথিবীকে পবিত্র করতে করতে নিরন্তর বিচরণ করতে লাগলেন।

## অনুবন্ধ-চতুষ্টয়

ইত্যাচার্যস্য শিষ্যস্য সংবাদেনাত্মলক্ষণম্।
নিরূপিতং মুমুক্ষূণাং সুখবোধোপপত্তয়ে॥ ৫৭৯ ॥

মুমুক্ষুগণের সহজে বোধগম্যের জন্য এরূপ গুরু-শিষ্য সংবাদরূপে এই আত্মজ্ঞানের নিরূপণ করা হয়েছে।[১]

হিতমিমমুপদেশমাদ্রিয়ন্তাং বিহিতনিরস্তসমস্তচিত্তদোষাঃ।
ভবসুখবিরতাঃ প্রশান্তচিত্তাঃ শ্রুতিরসিকা যতয়ো মুমুক্ষবো যে॥ ৫৮০ ॥

বেদান্তবিহিত শ্রবণের দ্বারা যাঁদের চিত্তের সমস্ত মলিনতা দূর হয়েছে, যাঁরা সংসারসুখে বিরত, শান্তচিত্ত এবং বেদান্তশাস্ত্রে প্রীতিমান ও মুক্তিকামী, সেই যতিগণ এই হিতজনক উপদেশ অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করুন।

## গ্রন্থ-প্রশংসা

সংসারাধ্বনি তাপভানুকিরণপ্রোদ্ভূতদাহব্যথা-
খিন্নানাং জলকাঙ্ক্ষয়া মরুভুবি শ্রান্ত্যা পরিভ্রাম্যতাম্।
অত্যাসন্নসুধাম্বুধিং সুখকরং ব্রহ্মাদ্বয়ং দর্শয়-
ন্ত্যেষা শঙ্করভারতী বিজয়তে নির্বাণসন্দায়িনী॥ ৫৮১ ॥

---

[১]এই শ্লোকে আচার্য শঙ্কর অনুবন্ধ চতুষ্টয়ের বর্ণনা করেছেন। এই গ্রন্থের অধিকারী মুমুক্ষু পুরুষ, বিষয় আত্মজ্ঞান, সম্বন্ধ নিরূপ্য-নিরূপক আর প্রয়োজন—মুমুক্ষুগণের সহজে আত্মজ্ঞানলাভ। প্রত্যেক গ্রন্থে এই চারটি লক্ষণ থাকা আবশ্যক। গ্রন্থের অধিকারী কে, বিষয় কী, সম্বন্ধ কী এবং প্রয়োজন কী ? কোন গ্রন্থ রচনাকালে এই চারটির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হয়।

সংসারপথে ত্রিতাপসূর্যের কিরণজ্বালায় উৎপন্ন দাহের ব্যথায় পীড়িত এবং মরুভূমিসদৃশ সংসারে ভ্রমবশত শান্তিবারি প্রাপ্তির আশায় ইতস্তত ভ্রাম্যমাণ পরিশ্রান্ত ব্যক্তির কাছে অতি সন্নিহিত সুখসমুদ্ররূপ-পরমানন্দস্বরূপ অদ্বয়ব্রহ্মতত্ত্ব দর্শন করাবার শক্তিসম্পন্ন আচার্য শঙ্করের নির্বাণমুক্তিদায়িনী এই বাণী নিরন্তর জয়যুক্ত হোক।

*ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্যগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-*
*শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎকৃতো বিবেকচূড়ামণিঃ সমাপ্তঃ।*

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদ-শিষ্য
শ্রীমৎশঙ্করভগবৎকৃত বিবেক-চূড়ামণি সমাপ্ত।

---

# আচার্য শঙ্কর ও বিবেক-চূড়ামণি

জগতের দার্শনিকগণের মধ্যে আচার্য শঙ্করের নাম অগ্রগণ্য। তাঁর জীবনী নিয়ে এ-পর্যন্ত সহস্রাধিক বই প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলির মধ্যে অনেকগুলিই দিগ্বিজয় সম্পর্কিত। উদয়বীর শাস্ত্রী রচিত বেদান্তদর্শনের সুবৃহৎ প্রথম ভাগটি আচার্য শঙ্করের আবির্ভাবের সময়কাল নির্ধারণেই সম্পূর্ণ হয়েছে। কামকোটি মঠ থেকে ইংরাজীতে **'Shankracharya an Appriser'** (আচার্য শঙ্করের জীবনীর পূর্ণমূল্যাঙ্কন) নামে মুম্বাই থেকে আরও একটি বই প্রকাশিত হয়েছে এবং তাতে আচার্য শঙ্করের জীবনাবলীর অনেক রঙ্গিন চিত্রও রয়েছে। আচার্য শঙ্করের সংক্ষিপ্ত জীবনী নিম্নরূপ—

আচার্য শঙ্করের দিগ্বিজয় তথা **'গুরুবংশকাব্যম্'** ও **'গুরুপরম্পরা চরিত্রম্'** এবং তাঁর অন্যান্য জীবন-চরিত্রের যে সকল প্রমাণাদি পাওয়া যায় তা থেকে বোঝা যায় যে তিনি একজন অসাধারণ দিব্য প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর জীবনে অগাধ পান্ডিত্য, গম্ভীর বিচারশৈলী, অসাধারণ কর্মক্ষমতা, অসীম ভগবদ্ভক্তি, তীব্র বৈরাগ্য, অদ্ভুত যোগৈশ্বর্যাদি অনেক দুর্লভ গুণের সামঞ্জস্য দেখা যায়। তাঁর বাণীতে যেন সাক্ষাৎ সরস্বতি বিরাজিত ছিলেন। মাত্র ৩২ বছর বয়সেই তিনি অনেক সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে ভিন্ন মতাবলম্বী অনেক পণ্ডিতকে শাস্ত্রার্থে পরাজিত করে দেশের চারকোণে চারটি প্রধান মঠ স্থাপন করে সমগ্র দেশে বৈদিক সনাতন ধর্মের ধ্বজা উত্তোলন করেছিলেন। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে ধরাধামে অবতরণ করে আচার্য শঙ্কর যেন নিমজ্জমান সনাতন ধর্মকে রক্ষা করেছিলেন এবং তারই ফলস্বরূপে আজ আমরা এই ধর্মকে বিকশিত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। তাঁর ধর্মস্থাপনের কার্য ক্ষমতা দেখে এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয় যে তিনি সাক্ষাৎ শিবের অবতার ছিলেন—**'শংকরঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ'** এবং এজন্যই তাঁর

নামের পূর্বে ভগবান শব্দ সংযোজন করে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করা হয়।

কেরল প্রদেশের পূর্ণা নদীর তটবর্তী কলাদী নামক গ্রামে বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের পঞ্চমী তিথীতে আচার্য শঙ্কর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম শিবগুরু এবং মাতা হলেন সুভদ্রা। শিবগুরু অতিশয় বিদ্বান এবং খুবই ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন। সুভদ্রাও পতির অনুরূপ বিদুষী এবং ধর্মপরায়ণা মহিলা ছিলেন। প্রৌঢ়াবস্থাতেও সন্তান না হওয়ায় স্বামী-স্ত্রী অত্যন্ত শ্রদ্ধা-ভক্তির সঙ্গে সন্তানের জন্য শিবের কঠিন তপঃপূর্ণ উপাসনা করেন। ভগবান আশুতোষ উপাসনায় প্রসন্ন হয়ে প্রকট হন এবং তাঁদের মনোবাঞ্ছিত বর প্রদান করেন। ভগবান শঙ্করের আশীর্বাদে শুভ মুহূর্তে মা সুভদ্রার এক দিব্য কান্তিমান পুত্ররত্নের প্রাপ্তি হয়। ভগবান শঙ্করের নামে সন্তানটির নামও রাখা হয় শঙ্কর।

বালক শঙ্করের রূপে যেন এক মহান বিভূতি অবতীর্ণ হয়েছে— বাল্যাবস্থাতেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। এক বছর বয়স পূর্ণ হতে না হতেই বালক শঙ্কর মাতৃভাষাতেই মনোভাব ব্যক্ত করতে লাগলেন এবং দু-বছর বয়স থেকেই মায়ের নিকট থেকে পুরাণাদি শ্রবণ করে কণ্ঠস্থ করতে আরম্ভ করলেন। তিন বছর বয়সে তাঁর মুণ্ডন কার্য সমাধা করে বাবা পরলোকে গমন করলেন। পাঁচ বছর বয়সে উপবীত ধারণ করিয়ে তাঁকে গুরুগৃহে লেখাপড়া শেখানোর জন্য পাঠানো হল এবং মাত্র আট বছর বয়সেই বেদ-বেদান্ত এবং বেদান্তের অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করে তিনি বাড়ি ফিরে এলেন। তাঁর এরূপ অসাধারণ প্রতিভা দেখে গুরুজন বিস্ময়ে হতবাক হন।

বিদ্যা অধ্যয়ন সমাপন করে শঙ্কর সন্ন্যাস গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। মায়ের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করায় তিনি রাজি হন নি। শঙ্কর খুবই মাতৃভক্ত ছিলেন। মায়ের মনে কষ্ট দিয়ে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণে ইচ্ছুক ছিলেন না। একদিন মায়ের সঙ্গে তিনি নদীতে স্নান করতে যান। সেখানে একটি কুমির শঙ্করকে ধরে ফেলে। এই অবস্থায় ছেলেকে দেখতে পেয়ে মায়ের

প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। তিনি আর্তনাদ করে ওঠেন। শঙ্কর মাকে বললেন যে যদি সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে কুমিরটি তাকে ছেড়ে দেবে। সঙ্গে সঙ্গেই মা অনুমতি দেন এবং কুমিরটিও শঙ্করকে ছেড়ে দেয়। সন্ন্যাস গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করার সময় মায়ের ইচ্ছামত শঙ্কর কথা দিয়ে যান যে তিনি মৃত্যুকালে মায়ের নিকট উপস্থিত থাকবেন।

গৃহত্যাগ করে শঙ্কর নর্মদা তটে উপস্থিত হলেন এবং সেখানে **গোবিন্দ ভগবৎপাদের** কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষান্তে গুরুদেব তাঁর নাম রাখেন **'ভগবৎপূজ্যপাদাচার্য'**। গুরু নির্দিষ্ট পথে তিনি সাধন আরম্ভ করলেন এবং স্বল্পকালের মধ্যেই একজন বিশিষ্ট যোগসিদ্ধ মহাত্মা হলেন। তাঁর সিদ্ধিতে সুপ্রসন্ন হয়ে গুরুদেব তাঁকে কাশীতে গিয়ে বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্য লেখার আদেশ দিলেন।

কাশীতে আগমনের পর তাঁর খ্যাতির বিস্তার হতে লাগল এবং তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অনেকে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে লাগল। তাঁর সর্বপ্রথম শিষ্য হলেন **সনন্দন**। কালক্রমে তিনি **'পদ্মপাদাচার্য'** নামে বিখ্যাত হন। কাশীতে শিষ্যদের পড়াবার সাথে-সাথে তিনি গ্রন্থও রচনা করতে থাকেন। শোনা যায় যে একদিন ভগবান শঙ্কর তাঁকে দর্শন দেন এবং ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য তথা ধর্মের প্রচার করার আদেশ দেন। বেদান্তসূত্রের ভাষ্য লেখা সমাপ্ত হলে একদিন গঙ্গাতটে জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁকে এর একটি সূত্রের অর্থ জিজ্ঞাসা করেন। সেই সূত্রের অর্থ নিয়ে তাঁদের মধ্যে সাতাশদিন ধরে শাস্ত্রার্থ চলতে থাকে। পরে তিনি জানলেন যে স্বয়ং ভগবান বেদব্যাস ব্রাহ্মণবেশে প্রকট হয়ে তাঁর সঙ্গে শাস্ত্রার্থ করছেন। তখন তিনি তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম করে ক্ষমা চাইলেন। তখন ব্যাসদেব তাঁকে অদ্বৈতবাদের প্রচার করার আদেশ দিলেন এবং তাঁর আয়ু ১৬ বছর থেকে বাড়িয়ে ৩২ বছর প্রদান করলেন। এরপর শঙ্কর দিগ্বিজয় করতে বেরিয়ে পড়েন। কাশীতে থাকাকালীন আচার্য শঙ্কর সেখানে বসবাসকারী প্রায় সকল বিরুদ্ধ

মতাবলম্বীদের শাস্ত্রার্থে পরাজিত করেছিলেন। পরে সেখান থেকে তিনি কুরুক্ষেত্র হয়ে বদ্রিকাশ্রমে গমন করেন। সেখানে কিছুকাল অবস্থান করে তিনি আরও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত প্রায় সমস্ত গ্রন্থাবলী কাশী অথবা বদ্রিকাশ্রমে লিখিত হয়েছে। ১২ থেকে ১৬ বছর বয়সেই তিনি প্রায় সমস্ত গ্রন্থ রচনার কাজ সম্পন্ন করেন। বদ্রিকাশ্রম থেকে পায়ে হেঁটে শঙ্কর প্রয়াগতীর্থে আগমন করেন এবং সেখানে কুমারিলভট্টের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। কুমারিলভট্টের কথানুসারে আচার্য শঙ্কর প্রয়াগ থেকে মাহিস্মতী (মহেশ্বর) নগরীতে মণ্ডন মিশ্রের সঙ্গে শাস্ত্রার্থের জন্য উপস্থিত হন। মণ্ডন মিশ্রের ঘরের দরজা বন্ধ থাকায় যোগবলে শঙ্কর ঘরের আঙ্গিনায় উপস্থিত হন এবং মণ্ডন মিশ্রকে শাস্ত্রার্থে আহ্বান করেন। শ্রাদ্ধের কাজ সম্পন্ন করে মণ্ডন মিশ্র শাস্ত্রার্থে বসেন এবং বিচারক হন মণ্ডন মিশ্রের বিদুষী পত্নী ভারতী। শাস্ত্রার্থে পরাজিত হয়ে মণ্ডন মিশ্র শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই মণ্ডন মিশ্রই পরবর্তীকালে 'সুরেশ্বরাচার্য' নামে বিখ্যাত হন। প্রচলিত আছে যে, মণ্ডন মিশ্র পরাজিত হওয়ায় তাঁর বিদুষী পত্নী ভারতী শঙ্করাচার্যকে শাস্ত্রার্থে আহ্বান করেন এবং তাঁকে কাম-বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। তখন শঙ্করকে যোগবলে মৃত রাজা অমরুকের দেহে প্রবেশ করে কামশাস্ত্রের বিদ্যা অর্জন করতে হয়েছিল। স্বামী সন্ন্যাস গ্রহণ করলে পত্নী ভারতী ব্রহ্মলোক প্রয়াণে উদ্যত হওয়ায় আচার্য শঙ্কর অনেকভাবে বুঝিয়ে তাঁকে নিরত করেন এবং শৃঙ্গগিরিতে নিয়ে আসেন। শঙ্করের অনুরোধে তিনি সেখানে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। শোনা যায় যে, ভারতীর কাছ থেকে শিক্ষিত হওয়ায় শৃঙ্গেরী এবং দ্বারকা পীঠের শিষ্য-সম্প্রদায় 'ভারতী' নামে খ্যাত হয়েছেন। সমগ্র মধ্যভারতে জয়ী হওয়ার পর শঙ্করাচার্য দক্ষিণ ভারতে গমন করেন এবং মহারাষ্ট্রে শৈব ও কাপালিকদের পরাজিত করেন। জনৈক ধূর্ত কাপালিক শঙ্করাচার্যকে বলি দেওয়ার অভিপ্রায়ে ছলনা করে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। সে যখন

শঙ্করাচার্যকে বলি দিতে উদ্যত হয় তখন পদ্মপাদাচার্য তাকে নিহত করেন। সেই সময়ও শঙ্করাচার্যের সাধনার বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। কাপালিকের তীক্ষ্ণ তরবারির মুখেও তাঁকে সমাধিস্থ ও শান্তচিত্তে উপবিষ্ট দেখা যায়। এরপর আরও দক্ষিণ অভিমুখে গিয়ে তিনি তুঙ্গভদ্রা নদীর তটে মঠ স্থাপন করে শারদাদেবীর মূর্তি স্থাপন করেন। এই মঠটিই কালক্রমে **'শৃঙ্গেরি মঠ'** নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। **'সুরেশ্বরাচার্য'** এই মঠের প্রথম আচার্য নিযুক্ত হন। এই সময় আচার্য শঙ্কর মায়ের মৃত্যু সন্নিকট জেনে গৃহে উপস্থিত হন এবং নিজের হাতে মায়ের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। শোনা যায় যে, মায়ের অভিপ্রায়ে অন্তিমকালে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শন করিয়ে তিনি তাঁকে বিষ্ণুধামে প্রেরণ করেন। সেখান থেকে শৃঙ্গেরী মঠে ফিরে এসে পুরী আগমন করেন এবং তথায় **গোবর্ধন** পীঠের স্থাপনা করে পদ্মপাদাচার্যকে সেখানকার অধিপতি নিযুক্ত করেন। চোল এবং পাণ্ড্যরাজাদের সহায়তায় তিনি দাক্ষিণাত্যের শাক্ত, গাণপত্য ও কাপালিকদের অনাচার-অত্যাচার দূর করেছিলেন। এরূপ দক্ষিণের সর্বত্র ধর্মের পতাকা উত্তোলন করে এবং বেদান্তের মহিমা ঘোষিত করে শঙ্করাচার্য পুনরায় উত্তরাভিমুখী হন। পথে কিছুদিন বরার নামক স্থানে কাটিয়ে তিনি উজ্জৈন আসেন এবং সেখানকার ভয়ঙ্কর ভৈরব-সাধনার ইতি সাধন করেন। সেখান থেকে গুজরাতে এসে দ্বারকায় একটি মঠ স্থাপনা করে **হস্তামলকাচার্যকে** সেখানকার আচার্যের পদে নিযুক্ত করেন। এরপর গাঙ্গেয় প্রদেশের পণ্ডিতদের পরাস্ত করে কাশ্মীরের শারদাক্ষেত্রে প্রবেশ করেন এবং সেখানকার পণ্ডিতদের পরাজিত করে নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। সেখান থেকে তিনি আসামের কামরূপে আগমন করে শৈবদের সঙ্গে শাস্ত্রার্থ করেছিলেন। সেখান থেকে তিনি পুনরায় বদ্রিকাশ্রমে ফিরে এসে **জ্যোতিমঠের** স্থাপনা করে **তোটকাচার্যকে** সেখানকার মঠাধীস নিযুক্ত করেন। সেখান থেকে তিনি কেদারক্ষেত্রে আসেন এবং কিছুদিন পরে দেবলোকে প্রয়াণ করেন।

যদিও শঙ্করাচার্যের লিখিতরূপে ২৭২টি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় কিন্তু

এটি বলা যায় না যে এগুলি সবই তাঁর লেখা। এমনও হতে পারে যে এরমধ্যে কিছু গ্রন্থ পরবর্তী আচার্যগণ লিখে থাকবেন। শঙ্করাচার্য উপাধিযুক্ত হওয়ায় এবং স্ব-নামের উল্লেখ না করায় এইসকল গ্রন্থও আদি শঙ্করাচার্যের নামে পরিচিতি লাভ করতে পারে। যাই হোক, এর মধ্যে প্রধান প্রধান গ্রন্থাবলী হল—**ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, উপনিষদ্ (ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, নৃসিংহপূর্বতাপনীয়, শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি) ভাষ্য, গীতাভাষ্য, বিষ্ণুসহস্র-নামভাষ্য, সনৎসুজাতীয়ভাস্য, হস্তামলকভাষ্য, ললিতাত্রিশতীভাষ্য, বিবেক-চূড়ামণি, প্রবোধ-সুধাকর, উপদেশসাহস্ত্রী, অপরোক্ষানুভূতি, শতশ্লোকি, দশশ্লোকি, সর্ববেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহ, বাক্‌সুধা, পঞ্চীকরণ, প্রপঞ্চসারতন্ত্র, আত্মবোধ, মণীষাপঞ্চক, আনন্দলহরীস্তোত্র** ইত্যাদি।

## বিবেক-চূড়ামণি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

যদিও আদি শঙ্করাচার্য বিরচিত ছোট-বড় কয়েকশটি গ্রন্থ আছে কিন্তু সেগুলির মধ্যে সাধনা এবং যথাযথ জ্ঞানোপলব্ধির দৃষ্টিতে **'বিবেক-চূড়ামণি'** গ্রন্থটি সর্বোত্তম। মনুষ্য-জন্ম লাভ করে সংসারের বিলোপ-সাধন করে সর্বত্র পরিশুদ্ধ ভগবৎ-দৃষ্টি লাভ করে সর্বতোভাবে জীবনমুক্ত হয়ে কৈবল্য-পদ প্রাপ্তিই হল **'বিবেক-চূড়ামণি'** অনুসারে সর্বোত্তম সিদ্ধি। এই কথাই তিনি **গীতাভাষ্য, ব্রহ্মসূত্রভাষ্য** ইত্যাদি গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে প্রতিপাদিত করেছেন। কিন্তু শঙ্করাচার্যের মতে অনন্ত জন্মের পূণ্যার্জন না হলে এই অবস্থা প্রাপ্ত হয় না—

**মুক্তির্নো শতকোটিজন্মসু কৃতৈঃ পুণ্যৈর্বিনা লভ্যতে॥**

(বিবেক-চূড়ামণি ২)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতেও এই কথাটি বলেছেন—

**অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্॥**

(গীতা ৬।৪৫)

সাধনার দৃষ্টিতে ভগবৎকৃপায় মোক্ষ প্রাপ্তির ইচ্ছা এবং তদনুসারে প্রযত্ন ও সৎসঙ্গের প্রাপ্তি—এই তিনটিই দুর্লভ। এঁর দ্বারা বিবেক জাগ্রত হয়ে জীবনমুক্তির অনুভূতি হয়। শঙ্করাচার্যের বচন হল—

**দুর্লভং ত্রয়মেবৈতদ্ দেবানুগ্রহহেতুকম্।**
**মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ॥**

(বিবেকচূড়ামণি ৩)

তুলসীদাস বাবাজীর শ্রীরামচরিতমানসও এই বাক্যের স্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়—

**বিনু সৎসঙ্গ বিবেক ন হোঈ। রাম কৃপা বিনু সুলভ ন সোঈ॥**
**বিনু সৎসঙ্গ ভকতি নহিঁ হোঈ। তে তব মিলহিঁ দ্রবৈ জব সোঈ॥**
**সৎসঙ্গতি মুদ মঙ্গল মূলা। সোই ফল সিধি সব সাধন ফূলা॥**
**বড়ে ভাগ মানুষ তন পাবা। সুর দুর্লভ পুরান শ্রুতি গাবা॥**
**বড়ে ভাগ পাইঅ সৎসঙ্গা। বিনহিঁ প্রয়াস হোই ভব ভঙ্গা॥**

এমনও মনে হয় যে—**'বন্দে বোধময়ং নিত্যং গুরুং শঙ্কররূপিণম্'** বাক্যের নির্দেশনালঙ্কারে **'শ্রীরামচরিতমানস'** গ্রন্থে তুলসীদাস শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্যের বন্দনা করে থাকবেন, কেননা তাঁর সমগ্র গ্রন্থে আচার্য প্রবরের যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই কারণেই হিন্দী ভাষাতে সুগভীর ভাব বর্ণিত হওয়ায় সমগ্র বিশ্বে **'শ্রীরামচরিতমানস'** এক অতিশয় প্রচারিত গ্রন্থরূপে মর্যাদা পেয়েছে।

বিবেক-চূড়ামণিতে নিত্য-সমাধি অর্জনের জন্য বৈরাগ্যকে সর্বোৎকৃষ্ট বলে মানা হয়েছে। আচার্যপ্রবর বলেছেন—**'অত্যন্তবৈরাগ্যবতঃ সমাধিঃ'** অর্থাৎ অত্যন্ত বৈরাগ্যবান ব্যক্তি তৎকালেই সমাধি-অবস্থা লাভ করেন। গীতাতেও এইভাব ব্যক্ত হয়েছে—

**তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ।**
**শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।**

সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি॥

(গীতা ২।৫২-৫৩)

**'বিবেক-চূড়ামণি'** গ্রন্থের তত্ত্ব উপলব্ধির জন্য সমগ্র গ্রন্থের গভীরভাবে পর্যাবলোকন অতি আবশ্যক। সবিনয় অনুরোধ যে তাড়াহুড়ো না করে রসানুভূতিপূর্বক ধীরে ধীরে গ্রন্থটির ভাবাধারাকে যেন হৃদয়ে ধারণ করা হয়।

আচার্যপাদ শঙ্কর শুধুমাত্র অদ্বৈতসিদ্ধান্ত মতের প্রধান আচার্যমাত্র নন, তিনি একজন যুগপ্রবর্তকও বটেন। তাঁর প্রাকাট্যকালে সমগ্র ভারতবর্ষ বৌদ্ধ, জৈন এবং কাপালিকদের প্রভাবে সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল। বৈদিকধর্মের সূর্যও অস্তাচলে প্রায়। জনসাধারণ বৈদিক কর্ম এবং উপাসনা হতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তীব্র গতিতে সুগত গৌতমবুদ্ধ এবং মহাবীরের ছত্রছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করছিল। এইরূপ কঠিন সন্ধিকালে আবির্ভূত হয়ে আচার্য শঙ্কর নিমজ্জমান বৈদিকধর্মের পুনরুদ্ধার করেছিলেন। অতি স্বল্প আয়ুকালে তিনি যেসকল অলৌকিক কার্য সম্পন্ন করেছিলেন তা খুবই বিস্ময়কর। তিনি যে সিদ্ধান্তের স্থাপনা করেছিলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিচারমণ্ডলী এবং দার্শনিক জগৎ তাতে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়ে। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে তিনি হলেন দার্শনিক জগতের একজন সর্বাধিক দেদীপ্যমান রত্ন। সেজন্য জগতের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান-মণ্ডলী তাঁকে **'দার্শনিকসার্বভৌম'** উপাধি দ্বারা সম্মানীত করেছেন। এখানে আমরা তাঁর সিদ্ধান্তের যৎকিঞ্চিৎ পর্যালোচনা করার প্রয়াস করছি।

**আত্মা এবং অনাত্মা**—ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য লিখতে গিয়ে শঙ্করাচার্য সর্বপ্রথমে আত্মা এবং অনাত্মার বিবেচন করেছেন। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখলে এই বিশ্ব-প্রপঞ্চকে দুভাগে ভাগ করা যায়—দ্রষ্টা এবং দৃশ্য। এর মধ্যে একটি হল সমগ্র প্রতীতির অনুভবকারী এবং দ্বিতীয়টি হল অনুভবের বিষয়। সমগ্র প্রতীতির চরম (সর্বশেষ) সাক্ষী হল আত্মা এবং তার সত্তায় প্রকাশিত অন্যান্য সমস্তই হল অনাত্মা। আত্মতত্ত্ব হল নিত্য, নিশ্চল,

নির্বিকার, অসঙ্গ, কূটস্থ, অনন্য এবং নির্বিশেষ। বুদ্ধি থেকে স্থূলভূত পর্যন্ত সমস্ত প্রপঞ্চের সঙ্গে আত্মার কোন সম্বন্ধ নেই। অজ্ঞানের কারণে জীব দেহ তথা ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে নিজের তাদাত্ম্য মেনে নিয়ে (সম্পর্কযুক্ত হয়ে) নিজেকে অন্ধ-বধির, মূর্খ-বিদ্বান, সুখী-দুঃখী তথা কর্তা-ভোক্তা বলে মেনে নেয়। এভাবে বুদ্ধি প্রভৃতির সঙ্গে আত্মার যে তাদাত্ম্য মনে হয়, শঙ্করাচার্য সেটিকে **'অধ্যাস'** নামে বর্ণনা করেছেন। আচার্যের সিদ্ধান্ত অনুসারে এই অধ্যাস অথবা মায়ার জন্যই সম্পূর্ণ দৃশ্য প্রপঞ্চ সত্যবৎ বলে মনে হয়। এজন্য অদ্বৈতবাদকে **'অধ্যাসবাদ'** অথবা **'মায়াবাদ'** নামেও বলা হয়। এর তাৎপর্য এই যে মায়ার জন্যই সমস্ত জগৎ ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হয়, বাস্তবে এক অখণ্ড, শুদ্ধ, চিন্মাত্রসত্তাই বিদ্যমান।

**জ্ঞান এবং অজ্ঞান**—ভিন্ন ভিন্ন সমগ্র প্রতীতিতে এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দঘনের অনুভব করাই হল **'জ্ঞান'** এবং সেই সর্বাধিষ্ঠানের উপর দৃষ্টি না রেখে প্রতীতিকেই সত্য রূপে স্বীকার করাই হল **'অজ্ঞান'**। বিভিন্ন স্বর্ণালঙ্কার তত্ত্বত যেমন স্বর্ণ, বিভিন্ন মাটির বাসন তত্ত্বত যেমন শুধুই মাটি এবং তরঙ্গ ও জলের ঘূর্ণী যেমন জল হতে অভিন্ন ; তেমনই নানাবিধ ভেদযুক্ত জগৎ হল শুধুমাত্র শুদ্ধ পরম ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নয় এবং তাই হল আমাদের আত্মা। এরূপ অভেদবোধই হল **'জ্ঞান'**। যতক্ষণ পর্যন্ত জীবের এই বোধ জাগ্রত না হয় ততক্ষণ সে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে নিস্তার পেতে পারে না। এরূপ বোধ জাগ্রত হওয়ামাত্র তাঁর দৃষ্টিতে জগতের স্বতন্ত্র স্বত্তার অস্তিত্ব লোপ হয় এবং অপরের দৃষ্টিতে তিনি দেহধারীরূপে প্রতিভাত হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি স্বয়ং মুক্তই থাকেন।

**সাধন**—আচার্য শঙ্কর শ্রবণ-মনন এবং নিদিধ্যাসনকে জ্ঞানের সর্বোপরি সাধন বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্বের জিজ্ঞাসা জাগ্রত হলে তবেই এই সাধনাদি বিশেষভাবে ফলপ্রসু হয়। দৈবী সম্পত্তির দ্বারা জিজ্ঞাসা বিশেষভাবে জাগ্রত হয়। শঙ্করাচার্যের মতে মানুষ বিবেক, বৈরাগ্য, শম প্রভৃতি ষট্‌সম্পত্তি এবং মুমুক্ষতা—এই চারটির দ্বারা সম্পন্ন

হলে তাঁর চিত্তশুদ্ধি হয়ে জিজ্ঞাসা জাগ্রত হতে পারে। এই চিত্তশুদ্ধির জন্য নিষ্কামভাবযুক্ত হয়ে কর্ম করা অতি আবশ্যক।

**ভক্তি**—আচার্য শঙ্কর ভক্তিকে জ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন বলে জানিয়েছেন, যদিও ফলরূপে তিনি জ্ঞানকেই স্বীকার করেছেন। ভক্তির লক্ষণ জানাতে গিয়ে তিনি **'বিবেক-চূড়ামণি'** গ্রন্থে বলেছেন—**'স্বস্বরূপানুসংধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে।'** অর্থাৎ নিজের শুদ্ধ স্বরূপের মনন করাই হল 'ভক্তি'। বস্তুত আত্মজিজ্ঞাসুর পক্ষে ভক্তিই হল প্রধান। তবুও তিনি সগুণোপাসনাকে উপেক্ষা করেন নি। **'প্রবোধ-সুধাকর'** গ্রন্থে তিনি এতদূর পর্যন্ত লিখেছেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণের প্রতি ভক্তি না জাগলে চিত্ত শুদ্ধি হতে পারে না। এছাড়াও তিনি বহু ভক্তিস্তোত্রের রচনা করেছেন তাঁতে তাঁর সগুণভক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। **'প্রবোধ-সুধাকার'** গ্রন্থে উল্লিখিত শ্লোকের দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে আচার্যপাদ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্ত ছিলেন এবং তাঁর বনভোজনের লীলার ধ্যান করতেন।

—— ০ ——

॥ শ্রীহরি ॥

# গোরক্ষপুরের গীতাপ্রেস দ্বারা এযাবৎ প্রকাশিত বাংলা বই-এর সূচীপত্র

(১) শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (তত্ত্ব-বিবেচনী) বৃহৎ আকারে
(২) শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (সাধক-সঞ্জীবনী) বৃহৎ আকারে
(৩) গীতা-দর্পণ
(৪) শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (পদচ্ছেদ, অন্বয়, অনুবাদ)
(৫) শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (মূল শ্লোকসহ সরল অনুবাদ, বোর্ড বাইন্ডিং)
(৬) শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (বোর্ড বাইন্ডিং)
(৭) গীতা-মাধুর্য
(৮) শ্রীমদ্‌ভগবদগীতা (লঘু আকারে)
(৯) শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (ক্ষুদ্রাকারে)
(১০) শ্রীরামচরিতমানস (রামায়ণ)
(১১) কল্যাণ প্রাপ্তির উপায়
(১২) ভগবৎপ্রাপ্তির পথ ও পাথেয়
(১৩) ঈশ্বর এবং ধর্ম কেন ?
(১৪) প্রশ্নোত্তর মণিমালা
(১৫) অমৃত-বিন্দু
(১৬) তত্ত্বজ্ঞান কি করে হবে ?
(১৭) কর্ম-রহস্য
(১৮) সাধনা
(১৯) মুক্তি কি গুরু ছাড়া হবে না ?
(২০) পরমার্থ পত্রাবলী
(২১) কল্যাণকারী প্রবচন
(২২) বিবেক চূড়ামণি (মূলসহ সরল টীকা)
(২৩) স্তোত্ররত্নাবলী (প্রাচীন বিভিন্ন সুপ্রসিদ্ধ স্তোত্রের মূলসহ সরল অনুবাদ।)
(২৪) সহজ সাধনা
(২৫) আদর্শ নারী সুশীলা
(২৬) কর্তব্য সাধনায় ভগবৎপ্রাপ্তি
(২৭) তাত্ত্বিক-প্রবচন

(২৮) আদর্শ গার্হস্থ্য জীবন
(২৯) সৎসঙ্গের কয়েকটি সার কথা
(৩০) পরমাত্মার স্বরূপ এবং প্রাপ্তি
(৩১) ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব
(৩২) সাধকদের প্রতি
(৩৩) আদর্শ গল্প সংকলন
(৩৪) শিক্ষামূলক কাহিনী
(৩৫) দেশের বর্তমান অবস্থা এবং তার পরিণাম
(৩৬) সাধন এবং সাধ্য
(৩৭) আত্মোন্নতি এবং সনাতন (হিন্দু) ধর্ম রক্ষার্থে কয়েকটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য
(৩৮) ঈশ্বরকে মানব কেন ? নামজপের মহিমা এবং আহার শুদ্ধি
(৩৯) দুর্গতি থেকে রক্ষা পাওয়া এবং গুরুতত্ত্ব
(৪০) মহাপাপ থেকে রক্ষা পাওয়া
(৪১) সন্তানের কর্তব্য
(৪২) মূর্তিপূজা
(৪৩) মাতৃশক্তির চরম অপমান
(৪৪) কল্যাণের তিনটি সহজ পন্থা
(৪৫) গর্ভপাত করানো কি উচিত —আপনিই ভেবে দেখুন
(৪৬) ওঁ নমঃ শিবায়
(৪৭) নবদুর্গা
(৪৮) কানাই
(৪৯) গোপাল
(৫০) মোহন
(৫১) শ্রীকৃষ্ণ
(৫২) দশাবতার
(৫৩) দশমহাবিদ্যা
(৫৪) মূলরামায়ণ ও রামরক্ষাস্তোত্র
(৫৫) ভক্তিসূত্র (নারদ ও শাণ্ডিল্য)
(৫৬) হনুমানচালীসা
(৫৭) আনন্দের তরঙ্গ
(৫৮) সুন্দরকাণ্ড (বঙ্গানুবাদ সহ)
(৫৯) শ্রীশ্রীচণ্ডী